মোক্তার সুহৃদ্।

অথবা

পরীক্ষা কালাবধি প্রশ্ন, তদ্বিস্তারিত উত্তর ও ব্যাখ্যা

সহ সমগ্র মোক্তারী কোর্সের আবশ্যকীয়

প্রশ্নোত্তর।

শ্রীরাধামাধব দাস মোহন্ত

দ্বারা সঙ্কলিত,

ও

নদীয়ার জজকোর্টের প্রসিদ্ধ প্লীডার

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল্,

কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত ও বিশেষ প্রকারে সংশোধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

২০১ নং করন্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত,

২৪ নং বীডন্ ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ২, দুই টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আমার কতিপয় বন্ধুবর্গের অনুরোধে প্রায় একবৎসর কালাবধি বহুবিধ আয়াস এবং পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সমগ্র মোক্তারী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করত পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার নিমিত্ত যাবতীয় প্রশ্নোত্তর এবং তদ্বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সাধারণ প্রশ্নোত্তর সহ পুস্তকাকারে সাধারণ সমীপে প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি; আজ কাল যতগুলি পরীক্ষা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদায় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা পুস্তকেরই সরল ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মোক্তারী পরীক্ষার্থীদিগের উপযোগী তদ্রূপ সুবিধাজনক কোন রূপ ব্যাখ্যা পুস্তক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আমি সেই অভাব দূরীকরণ মানসে, "মোক্তার সুহৃদ্" আখ্যা দিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছি; জানিনা, ইহাতে পরীক্ষার্থীদিগের কতদূর ফল হইবে। আমার স্বদেশীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহীগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; পুস্তক প্রকাশিত করিয়া সাধারণের নিকট প্রশংসা লাভ করা আমার উদ্দেশ্য নহে,—যদি ইহাতে পরীক্ষার্থীদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার বোধ হয়, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য সফল এবং সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ভাবিয়াছিলাম, পুস্তকখানি শীঘ্র প্রকাশিত করিব, কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় ভার বহন করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে, বলা বাহুল্য তজ্জন্যই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে এত বিলম্ব হইয়াছে। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া, স্বদেশ হিতৈষী,

শরণাগত প্রতিপালক, সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল মেডিক্যেল লাইব্রেরির প্রোপ্রাইটর, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণ লই; তিনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম এবং তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মোক্তার সুহৃদ্ পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত করিতে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পরীক্ষার দিন অতি সংক্ষেপ, তজ্জন্য পরীক্ষা প্রশ্নোত্তর ও ভদ্বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ সমগ্র মোক্তারী কোর্সের অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নোত্তর আপাততঃ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল, যদি কখন মোক্তার সুহৃদের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তাহা হইলে পূর্ণ কলেবরে প্রকাশিত করিতে বাসনা রহিল।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি, যে এই পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে কলাবাড়ী নিবাসী সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সরকার এবং সংশোধন বিষয়ে নদীয়া জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল, মহোদয়গণ বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম ইতি।

নদীয়া।
কলাবাড়ী।
সন ১২৯৩ সাল।

শ্রীরাধামাধব দাস মোহন্ত।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

মোক্তারসুহৃত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। পূর্ব্ববারে যে যে স্থলে অভাব ছিল বর্ত্তমানে সেই সেই স্থল বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত সংশোধিত এবং নূতন সংযোজিত হইয়াছে

দেনার নিমিত্ত কারাবদ্ধ করণ বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন নূতন সংযোজিত হইল। দেওয়ানী বিভাগের অনেক স্থলে নূতন নূতন প্রশ্ন এবং উত্তর সংযোজিত করা গেল। আশা করা যায় নূতন সংস্করণের পুস্তক পাঠ করিয়া পরীক্ষার্থীরা বিশেষ উপকার লাভ করিবে।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি নদীয়ার জজ্-কোর্টের প্রসিদ্ধ প্লীডার শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল্ মহোদয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পুস্তক খানিকে পরিক্ষার্থীদিগের পাঠের উপযোগী করিতে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—প্রকাশক।

সূচিপত্র।

ফৌজদারী বিভাগ।

দেওয়ানী বিভাগ।

মোক্তার সুহৃদ্।

ফৌজদারী বিভাগ।

পেনাল্ কোড্ অথবা ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধান বিষয়ক

১৮৬০। ৪৫ আইন।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে বুঝাইবে ?

(ক) গবর্ণমেণ্ট।

(খ) জজ।

(গ) আদালত।

উ। (ক) "গবর্ণমেণ্ট" এই শব্দেতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ব্রিটনীয়দের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের কোন স্থানের রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাকে কি তাঁহাদিগকে বুঝাইবে ইতি।

(খ) "জজ" (বিচারকর্ত্তা) এই শব্দেতে যাঁহাদিগকে পদোপলক্ষে জজ নামে বলা যায় এমত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝাইবে, ও তদতিরিক্ত দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে, কিম্বা আপীল না হইলে যে নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হয় এমত নিষ্পত্তি করিতে, কিম্বা যে নিষ্পত্তি অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা বাহাল রাখা গেলে চূড়ান্ত হয়, তাহা করিতে যে যে ব্যক্তি আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবে, ও যে

বহু লোক সেই রূপে নিষ্পত্তি করিতে আইনমতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই বহু লোকের মধ্যে যিনি এক জন হন, তাঁহাকেও বুঝাইবে ইতি।

(গ) "আদালত" এই শব্দেতে এক কিম্বা অনেক জন জজকে বুঝাইবে, অর্থাৎ যখন আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন জজ একক কিম্বা বহুজন জজ একত্র হইয়া বিচার করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে কি তাঁহাদিগকে আদালত বলা যায়।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দে কি কি বুঝায় এবং গণ্য?

(ক) অস্থাবর সম্পত্তি।

(খ) দলীল।

(গ) মূল্যবান্‌ নিদর্শন পত্র।

উ। (ক) অস্থাবর সম্পত্তি, এই কথাতে ভূমি ও ভূমিতে সংলগ্ন দ্রব্য ও ভূমি সংলগ্ন দ্রব্যেতে চিরকালীন রূপে বদ্ধ কোন দ্রব্য ভিন্ন অস্থাবর তাবৎ বিষয় গণ্য করণ অভিপ্রেত ইতি।

(খ) দলীল, এই কথাতে কাগজ প্রভৃতি কোন বস্তুতে অক্ষর কি অঙ্কেতে কি চিহ্নতে কি ইহার মধ্যে কোন উপায়ে যে কোন বিষয় ব্যক্ত করা, অঙ্কেতে কি কি লেখা যায় ও ঐ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় থাকে কি ব্যবহার হইতে পারে সেই বিষয় বুঝায় ইতি।

(গ) যাহাতে আইনমতের কোন স্বত্ব সৃষ্টি কি বিস্তারিত কর কি হস্তান্তর কি সঙ্কোচ কি লোপ কি ত্যাগ করা যায়, কিম্বা যাহাতে কোন ব্যক্তি আইন মতে দায়ে বদ্ধ আছে কি বিশেষ কোন বিষয়ে তাহার আইন মতের স্বত্ব নাই, এই কথা

স্বীকার করে এমত কোন দলীল কিম্বা তদ্রূপ মর্ম্মের দলীল মূল্যবান নিদর্শন পত্র।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি?

(ক) শঠতাক্রমে।

(খ) কৃত্রিম করণ।

(গ) ইচ্ছা পূর্ব্বক।

উ। (ক) যে কেহ এক ব্যক্তির অন্যায্য লাভ করাইবার কি অন্য ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি করাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে সে ঐ কর্ম্ম শঠতাক্রমে করে বলা যায়।

(খ) যদি কেহ এক বস্তু অন্য বস্তুর স্বরূপ করে এবং তাহা করাতে তাহার বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা তদ্দারা কোন লোককে বঞ্চনা করিবার সম্ভাবনা জানে তবে সেই ব্যক্তি কৃত্রিম করিয়াছে এমত বলা যায়।

(গ) কোন লোকের কোন উপায়ে কোন কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় থাকে কিম্বা যে সময়ে সেই উপায় মতে কর্ম্ম করে সেই সময়ে অমুক ফল হইবে জানিয়াছিল কি জানিবার কারণ পাইয়াছিল তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম করিয়াছে, ইহা বলা যাইবে ইতি।

প্র। কখন বলা যায় এক ব্যক্তি অন্যায্য লাভ করিয়াছে ও অন্যায্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে?

উ। (ক) কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তি পাইবার আইনমতে অধিকার নাই, তাহা ঐ ব্যক্তির বেআইন কার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত হওন কালে বলা যায় যে সেই ব্যক্তি অন্যায্য লাভ করিয়াছে।

(খ) কোন ব্যক্তির যে সম্পত্তিতে আইনমতে অধিকার

থাকে, অন্যের বেআইন কার্য্য দ্বারা তাহার সেই সম্পত্তির ক্ষতি হইলে, তখন বলা যায়, যে সে ব্যক্তি অন্যায্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

প্র। নানা কার্য্য দ্বারা যদি এক অপরাধ ঘটিয়া উঠে, তবে ঐ কার্য্যের মধ্যে যে কোন কার্য্য কোন ব্যক্তি করে, সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যে কত দূর দোষী! উদাহরণ দেও।

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধান আইনের ৩৭ ধারামতে সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যে সম্পূর্ণ দোষী।

(ক) আনন্দ জেল রক্ষক, তাহার জিম্মায় যদু নামে কয়েদি থাকে; আনন্দ, যদুকে মারিয়া ফেলিবার মানসে তাহাকে আহার দিতে বেআইন মতে ক্রটি করে, ইহাতে যদু অতিশয়, কাহিল হয়, কিন্তু সেই অনাহারে তাহার মৃত্যু হয় না, আনন্দ কর্ম্মচ্যুত হয়, ও বলরাম তাহার কর্ম্ম পায়; বলরাম আনন্দের সহিত যোগ না করিয়া কি তাহার সহকারী না হইয়া, যদুকে আহার না দিলে তাহার মৃত্যু হইতে পারিবে জানিয়া তাহাকে আহার দিতে বেআইন মতে ক্রটি করে। যদু অনাহারে মরে ইহাতে বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হন, কিন্তু আনন্দ বলরামের সহকারী নহে; অতএব কেবল বধ করিতে উদ্যোগ করিবার দোষী হয়।

প্র। কি রূপ স্থলে অনেক লোক এক অপরাধের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের দোষী হয়, তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

উ। যদুর কোন গুরুতর অপরাধ দ্বারা আনন্দের অত্যন্ত রাগ জন্মায়, তাহাতে যদুকে মারিয়া ফেলিলেও আনন্দের জ্ঞানকৃত অপরাধ হয় না, অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষ হইল মাত্র।

উক্ত যদুর বলরামের উপর ঈর্ষা থাকাতে যদিও যদু হইতে তাহার রাগ জন্মাইবার কোন হেতু ঘটে নাই তথাপি যদুকে মারিয়া ফেলিবার মানসে বলরাম যদুকে বধ করিতে আনন্দের সাহায্য করে, এরূপ স্থলে যদুকে বধ করিবার কার্য্যেতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনেরই সম্পর্ক ছিল তথাপি বলরাম জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়, আনন্দ কেবল অপরাধযুক্ত নরহত্যার দোষী হয়।

প্র। দণ্ড কয় প্রকার এবং কি কি?

উ। দণ্ড ছয় প্রকার, যথা;—

প্রথম। প্রাণ দণ্ড।

দ্বিতীয়। দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড।

তৃতীয়। দণ্ড রূপ পরিশ্রম।

চতুর্থ। কয়েদ। এই দণ্ড দুই প্রকারের হয়।

(১) কঠিন পরিশ্রম সহিত।

(২) বিনা পরিশ্রমে।

পঞ্চম। সম্পত্তি দণ্ড।

ষষ্ঠ। অর্থ দণ্ড।

প্র। দণ্ড ভোগ করিবার মিয়াদের অংশ গণনার নিয়ম কি?

উ। দণ্ডের মিয়াদের কোন অংশের গণনা করিতে হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, বিশ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণের তুল্য গণ্য হইবেক ইতি।

প্র। অর্থ দণ্ড জন্য কি রূপে কয়েদ হইবে? এবং কয়েদ হইবার নিয়ম কি?

উ। (ক) অপরাধের নিমিত্ত অপরাধীর যে প্রকারের কয়েদ হইতে পারে, দণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আদালত যে কয়েদ হইবার আজ্ঞা করিবেন, তাহাও সেই প্রকারের হইতে পারিবেক।

(খ) অর্থ দণ্ড পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে কয়েদের মিয়াদ দুই মাসের অধিক হইবে না, অর্থ দণ্ড একশত টাকার অধিক না হইলে কয়েদের মিয়াদ চারি মাসের অধিক হইবে না. অন্য কোন স্থলে মিয়াদ ছয়মাসের অধিক হইবে না।

প্র। নির্জ্জনে কারাবাস কোন্ নিয়মের অধীন এবং উক্ত কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করার বিধি আছে?

উ। নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন।

(ক) কয়েদ হওয়ার মিয়াদ যদি ছয় মাসের অধিক না হয় তবে একমাহের অনধিক কাল।

(খ) কয়েদ হওয়ার মিয়াদ যদি ছয় মাসের অধিক হয় কিন্তু এক বৎসরের কম্ হয় তবে দুই মাসের অনধিক কাল।

(গ) কয়েদ থাকার মিয়াদ যদি এক বৎসরের অধিক হয় তবে তিন মাসের অনধিক কাল।

(ঘ) কোন কয়েদীর (তাহার কয়েদের কালের মধ্যে) সর্ব্বশুদ্ধ তিনমাসের অধিক নির্জ্জনে কারাবাসের দণ্ড হইতে পারে না।

(ঙ) নির্জ্জনে কয়েদ থাকার আজ্ঞামতে যখন কার্য্য হয়, তখন এক কালে চৌদ্দ দিনের অধিক সেই প্রকারের কয়েদ হইবে না ও নির্জ্জনে কয়েদ থাকার ঐ কালের পর চৌদ্দ দিন না গেলে পুনরায় সেই রূপ কয়েদ হইবে না ও যদি তিন মাসের

অধিক কাল কয়েদ হইবার আজ্ঞা হয় তবে যত কাল হউক সেই সমুদয় কালের কোন এক মাসের ৭ দিনের অধিক নির্জ্জনে কয়েদ রাখা হইবে না ও নির্জ্জনে কয়েদ থাকার পর ৭ দিন না গেলে পুনরায় সেই রূপে কয়েদ হইবে না ইতি।

প্র। আনন্দ কুড়ালি লইয়া কাট চিরিতেছে এমত সময়ে তাহার উপযুক্ত অসতর্কতা কিম্বা কোন ত্রুটি থাকা ভিন্ন যদি দৈবাৎ কুড়ালির অগ্র ভাগ খসিয়া যাওয়াতে নিকটস্থ ব্যক্তি হত হয়, তবে এস্থলে আনন্দের অপরাধ হইতে পারে কি না?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের সাধারণ বর্জ্জিত বিধির ৮০ ধারা মতে আনন্দের কোন অপরাধ হইতে পারে না।

প্র। (ক) কোন্ প্রকারের ব্যক্তিগণকে অপরাধ করণের অযোগ্য জ্ঞান করিতে হইবে?

(খ) সপ্তম বৎসরের বালক সাক্ষ্য দেওন জন্য যোগ্য জ্ঞান হইতে পারে কি না?

উ। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ;—

[১] সপ্তম বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক কোন ক্রিয়া করে তাহা অপরাধ রূপে গণ্য হয় না ইতি।

[২] সপ্তম বৎসরের অধিক ও দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক যদি কোন কার্য্য করে কিন্তু সেই সময়ে যদি তাহার বুদ্ধি উপযুক্ত মতে পরিপক্ক না হওয়াতে সে ঐ কর্ম্মের ভাব ও ফলাফল বুঝিতে না পারে, তবে তাহার ঐ কার্য্য অপরাধ রূপে গণ্য হয় না ইতি।

[৩] যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার সময়ে, মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে না পারে কিম্বা কোন্

দোষ কি আইনের বিপরীত কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে না পারে তবে সেই ব্যক্তির উক্ত ক্রিয়া অপরাধ রূপে গণ্য হয় না।

(খ) সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১১৮ ধারা মতে সপ্তম বৎসরের বালক সাক্ষ্য দিবার অযোগ্য জ্ঞান হইবে।

প্র। কোন্ কোন্ স্থলে শিক্ষক ছাত্রের হিতের নিমিত্ত অপরাধাত্মক ক্রিয়া করিয়া সাধারণ বর্জ্জিত বিধির মতে রক্ষা পাইতে পারেন না।

উ। নিম্নলিখিত স্থলে ;—

প্রথম। প্রাণ নষ্ট করিবার মানস থাকিলে কি প্রাণ নষ্ট করিবার উদ্যোগ হইলে, অথবা,—

দ্বিতীয়। ক্রিয়াকারীর প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানে, এমত কোন ব্যক্তির মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ কি গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা দূর করণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে করিলে অথবা,—

তৃতীয়। মরণ কি গুরুতর পীড়া নিবারণ কি গুরুতর রোগ কি দুর্ব্বলতা দূর করণ ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দিবার কি পীড়া দিতে উদ্যোগ করিবার বিষয়ে—এই বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

চতুর্থ। যে অপরাধ করণের উপর ঐ বর্জ্জনীয় বিধি না খাটে সেই অপরাধের সহায়তায় উপরোক্ত ঐ বর্জ্জনীয় বিধি খাটিবে না।

প্র। ভয় প্রযুক্ত অপরাধ করিলে অপরাধী কিরূপ স্থলে নিরপরাধী এবং তিনি উক্ত অধিকার হইতে কি কি অবস্থায় বঞ্চিত হন?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে নিরপরাধী ;—

(ক) যদি ভয় দেখাইয়া কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন কর্ম্ম করান যায় আর সেই ব্যক্তি যে সময়ে ঐ কর্ম্ম করিতেছে সেই সময়ে ঐ ভয়ের কথা শুনিয়া যদি যুক্তিমতে বুঝে যে এই কর্ম্ম না করিলে আমার প্রাণ নষ্ট হইবে তবে তাহার সেই কর্ম্ম করণে অপরাধ হয় না। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই কর্ম্মকারী ব্যক্তি উক্ত যে আশঙ্কিত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল সেই অবস্থায় আপন ইচ্ছামতে পতিত হয় নাই আর তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হওয়া অপেক্ষা তাহার লঘু ক্ষতি হইবার আশঙ্কা যুক্তিমতে থাকে না।

(খ) নিম্নলিখিত স্থলে অপরাধ হইতে মুক্ত নহে,—

[১] ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩০২ ধারা কি ৩০৪ ধারা মতে কোন প্রকার বধ করণ অথবা,—

[২] ১২১ ধারামতে রাজবিদ্রোহী রূপে যে যে অপরাধে প্রাণ দণ্ড হইতে পারে।

প্র। আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তির কোন্ কোন্ বিষয় রক্ষা করিবার অধিকার আছে ?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির আপনার নিম্নের লিখিত বিষয় রক্ষা করিবার অধিকার আছে।

প্রথম। যাহাতে মনুষ্যের শরীরের হানি হয় এমত কোন অপরাধ হওয়াতে কেহ আপন শরীর ও অন্য ব্যক্তির শরীর রক্ষা করিতে পারিবে।

দ্বিতীয়। চৌর্য্য কি দস্যুতা কি অপক্রিয়া কি অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ এই এই নামে যে অপরাধ হয় তাহা,

হইতে কেহ আপনার কি অন্য কোন ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে।

প্র। নিজের আত্মরক্ষার অধিকার কোন্‌ কোন্‌ নিয়মের অধীন ?

উ। নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন ;—

(ক) রাজকীয় কোন কার্য্য কারক যদি সরল ভাবে আপন পদের শক্তিতে কোন কর্ম্ম করেন কি করিবার উদ্যোগ করেন ও তাহাতে যদি কাহার প্রাণ হানির কি কোন গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে না হয়, তবে সেই কর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্য আত্ম রক্ষার অধিকার নাই যদিও সেই কার্য্য কারকের সেই কর্ম্ম আইনমতে নিতান্ত ন্যায্য না হয় তথাপি সেই অধিকার থাকে না।

(খ) যদি রাজকীয় কার্য্য কারক সরল ভাবে আপন পদের শক্তিতে কোন কর্ম্ম করিতে কাহাকেও আজ্ঞা করেন, তবে সেই আজ্ঞামতে যে কোন কর্ম্ম করা যায় কি করিবার উদ্যোগ হয়, তাহাতে যদি প্রাণ হানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তিমতে না হয় তবে সেই কর্ম্ম নিবারণের জন্য আত্ম রক্ষার অধিকার নাই। যদিও সেই আজ্ঞা আইনমতে নিতান্ত ন্যায্য না হয় তথাপি সেই অধিকার থাকে না।

(গ) যে স্থলে রাজকীয় কার্য্য কারকদের আশ্রয় লইবার অবকাশ থাকে এমত স্থলে আত্ম রক্ষার অধিকার থাকে না।

(ঘ) আত্মরক্ষার নিমিত্ত যত অপকার করা আবশ্যক তাহার অধিক আত্ম রক্ষার অধিকার ক্রমে কোন স্থানে করা যাইতে পারে না।

প্র। কি কি অবস্থায় রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা কার্য্য হইলেও আত্ম অধিকার লোপ হয় না?

উ। (ক) রাজকীয় কার্য্যকারক যখন স্বীয় পদোপলক্ষে কোন ক্রিয়া করেন কি করিবার উদ্যোগ করেন, তখন সেই কর্ম্মকারী ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যকারক, ইহা যদি কোন ব্যক্তি না জানে, কি তাহার এমন বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে তবে তাহার ঐ ক্রিয়ার বিপক্ষে আত্ম রক্ষার লোপ হয় না।

(খ) রাজকীয় কার্য্যকারকের আজ্ঞা মতে যখন কোন ক্রিয়া করা যায় কি করিবার উদ্যোগ হয়, তখন যিনি ঐ ক্রিয়া করিতেছেন তিনি সেই আজ্ঞা মতে কর্ম্ম করেন, ইহা যদি কোন ব্যক্তি না জানে কিম্বা তাহার তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে, অথবা যে ক্ষমতা মতে ঐ কর্ম্ম করিতেছেন ইহা যদি ঐ কার্য্যকারক প্রকাশ না করেন, কিম্বা সেই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা পত্র তাঁহাকে লিখিয়া দেওয়া গেলে যদি সেই ক্ষমতা পত্র না দেখান, তবে তাহার সেই ক্রিয়ার বিপক্ষে আত্ম রক্ষা করিবার অধিকার লোপ হয় না।

প্র। আত্ম রক্ষার অধিকার ক্রমে কোন্ কোন্ স্থলে আক্রমণকারীর প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে?

উ। যে প্রকারের অপরাধ প্রযুক্ত আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা যদি নিম্নের লিখিত কোন প্রকারে অপরাধ হয়, তবে ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া সেই আত্ম রক্ষার অধিকার ক্রমে আক্রমণ কারীর প্রাণ নাশ অথবা অন্য কোন প্রকার অপকার ইচ্ছা পূর্ব্বক করা যাইতে পারে অর্থাৎ,—

(ক) যখন আক্রমণকারীর প্রাণনাশ না হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ হানির আশঙ্কা যুক্তি মতে হইতে পারে।

(খ) যখন আক্রমণ কারীর প্রাণনাশ না হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তি মতে হইতে পারে।

(গ) যখন বলাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়।

(ঘ) যখন অস্বাভাবিক কামাভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়।

(ঙ) যখন মনুষ্যকে চুরি, কি হরণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়।

(চ) যখন কোন লোককে অন্যায় মতে কয়েদ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করা যায় ও অবস্থা বুঝিয়া রক্ষা পাইবার জন্য রাজকীয় কার্য্য কারকদিগের নিকট আশ্রয় লইতে পারিব না তাহার যুক্তি মতে এই আশঙ্কা থাকে।

এই ছয় স্থলে আক্রমণ কারীর প্রাণনাশ করা যাইতে পারে।

প্র। আত্ম রক্ষার অধিকার কোন্ সময়ে জন্মে এবং কত কাল থাকে?

উ। অপরাধ করিবার উদ্যোগেতে কিংভয় প্রদর্শনেতে যখন শরীরের আপদের আশঙ্কা যুক্তিমতে হয়, যদিও সেই সময়েতেই অপরাধ না হইয়া থাকে তথাপি সেই সময়াবধি আত্মরক্ষার অধিকার জন্মে, আর যতকাল শরীরের আপদের সেই আশঙ্কা থাকে তত কাল ঐ অধিকার থাকে ইতি।

প্র। সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ক্রমে কোন্ কোন্ অপরাধে অন্যের প্রাণনাশ পর্য্যন্তও করা যাইতে পারে?

উ। যে অপরাধ করা যাওয়াতে কি করিবার উদ্যোগ হওয়াতে, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ক্রমে কার্য্য করা প্রয়োজন হয়, তাহা যদি নিম্নলিখিত কোন প্রকারে হয়, তবে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ করিয়া সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ক্রমে ইচ্ছা পূর্ব্বক অপরাধীর প্রাণ-নাশ পর্য্যন্ত, কিম্বা তাহার অন্য কোন প্রকারের অপকার করা যাইতে পারিবেক।

(ক) দস্যুতা।

(খ) রাত্রিতে দোষ ভাবে পরগৃহ প্রবেশ।

(গ) যে ঘর কি তাম্বু কি নৌকাদি মনুষ্যের বাস করিবার কিম্বা সম্পত্তি প্রভৃতি রাখিবার জন্য ব্যবহার হয় এমত কোন ঘরে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে অগ্নি লাগাইয়া অপক্রিয়া করা।

(ঘ) যদি চুরি কি অপক্রিয়া কিম্বা পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ হয় ও অবস্থা বুঝিয়া আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে কার্য্য না হইলে প্রাণ হানির কি গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা যুক্তি মতে হইতে পারে, তবে সেই চুরি কি অপক্রিয়া কি পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।

প্র। সম্পত্তি রক্ষার অধিকার কোন্ সময়ে জন্মে এবং কতকাল থাকে?

উ। (ক) সম্পত্তির আপদ হইবার আশঙ্কা যে সময়ে যুক্তি মতে জন্মে সেই সময়ে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার আরম্ভ হয়।

(খ) চৌর্য্য হইলে যতকাল অপরাধী দ্রব্য লইয়া পলায়ন,

না করে, কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের সাহায্য যত কাল না পাওয়া যায় কিম্বা সেই সম্পত্তির যতকাল উদ্ধার না হয়, তত কাল সম্পত্তি রক্ষার সেই অধিকার থাকে।

(গ) দস্যুতা হইলে অপরাধী যত কাল কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে কিম্বা পীড়া দেয় অথবা কাহাকে কোন অন্যায় মতে অবরোধ করে কি সেই সেই কর্ম্ম করিবার উদ্যোগ করে কিম্বা অগৌণে প্রাণনাশ হইবার কি অগৌণে পীড়া পাইবার কি অগৌণে অবরুদ্ধ হইবার শঙ্কা যতকাল থাকে তত কাল সম্পত্তি রক্ষার অধিকার থাকে।

(ঘ) অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা অপক্রিয়া করণের জন্য অপরাধীর যতকাল সেই অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ কি সেই অপক্রিয়া করিতে থাকে ততকাল সম্পত্তি রক্ষার অধিকার থাকে।

(ঙ) রাত্রিতে পর গৃহাদিতে প্রবেশ অপরাধ হইলে সেই পরগৃহে প্রবেশেতে আরম্ভ হইয়া পর গৃহে অনধিকার প্রবেশের দোষ যত কাল হইতে থাকে তত কাল সম্পত্তি রক্ষার সেই অধিকার থাকে।

প্র। হরি রাজপথ দিয়া গমন করিতেছে; এমন সময়ে তাহার শত্রু পক্ষীয় বহুতর লোক অস্ত্রাদি লইয়া বধ করিতে উদ্যোগ করায় তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিলেন শত্রুপক্ষীয় দুই জন লোক এবং তৎসঙ্গে পঞ্চমবর্ষীয় একজন বালক হত হইল এমত স্থলে হরির কি অপরাধ হইল?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০০ ধারা মতে আত্ম

রক্ষার অধিকার ক্রমে কার্য্য করিয়া হরি, আক্রমণ কারী শত্রু পক্ষীয় দুইজন লোককে হত করায় হরির কোন অপরাধ হয় নাই।

(ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০৬ ধারার মতে আত্ম রক্ষার অধিকার ক্রমে কার্য্য করা গেলে নির্দ্দোষী, পঞ্চম বর্ষীয় বালক হত হওয়াতে হরির কোন অপরাধ করা হয় নাই।

প্র। কিরূপ স্থলে জ্ঞানপূর্ব্বক নিরপরাধী ব্যক্তির অপকার করিলেও অপরাধ হয় না?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে।

(ক) কোন ক্রিয়ার দ্বারা অপকার হইতে পারে এমত জ্ঞান থাকিলেও যদি অপরাধ করিবার অপরাধ যুক্ত কোন অভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা যায় কিম্বা সরল ভাবে কোন ব্যক্তি কি সম্পত্তির অন্য অপকার নিবারণের কি না হওয়ার জন্য করা যায়, তবে সেই ক্রিয়াতে অপকার হইতে পারে কেবল এই জ্ঞান প্রযুক্ত ঐ ক্রিয়া অপরাধ গণ্য হয় না।

অর্থ। উক্ত কার্য্যে এরূপ প্রশ্ন বিবেচ্য হইবে যে, অপকার নিবারণের কি না হওয়ার জন্য যে ক্রিয়া করা হয় তাহা এরূপ স্বভাবের এবং উক্ত উপকার হইতে রক্ষা করা এতাদৃশ দুষ্কর যে জ্ঞান পূর্ব্বক অন্য কোন অপকার করিলেও তাহা দোষ রহিত অথবা ক্ষমার যোগ্য হয় ইতি।

উদাহরণ।

কলের জাহাজ চালাইতেছেন এমত সময়ে কাপ্তান সাহেব হঠাৎ আপনার কোন দোষ কি ত্রুটি ব্যতিরেকে দেখেন যে

সম্মুখে এক ভাউলিয়াতে ২৫।৩০ জন আরোহী আছে, আর জাহাজের গতি এমন শীঘ্র রোধ করা যায় না যাহাতে তাহাদের মগ্ন হওয়ার নিবারণ হইতে পারে, তাহাদের রক্ষার কেবল এই এক উপায় যে জাহাজের গতি ফিরান। তাহা করিলে একখান পান্সি মারা পড়িতে পারে তাহাতে দুইজন আরোহী কিন্তু পান্সি বাঁচিলে বাঁচিতে পারে। তাহাতে কাপ্তান সাহেব সরল ভাবে ভাউলিয়ার লোকদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য পান্সি নষ্ট করিবার জন্য কিছু মনস্থ না করিয়া জাহাজের গতি ফিরান; এই স্থলে সেই ক্রিয়াতে পান্সি নষ্ট হইতে পারে ইহা যদিও জানিতেন ও সেই ক্রিয়াতে যদিও পান্সি নষ্ট হয়, তথাপি যে আপদ নিবারণ করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, তাহা জানিয়া যাহাতে পান্সি নষ্ট হইতে পারে এমত ক্রিয়া করিলেও কাপ্তান সাহেবের অপরাধ হয় না।

(খ) কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ হইলে যদি তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা যুক্তিমতে থাকে ও তখন আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য করিতে গেলে অন্য কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তিরও অপকারের সম্ভাবনা হয় তবে নির্দ্দোষীর সেই অপকার করিয়াও সেই ব্যক্তি আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে কার্য্য করিতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দের প্রতি বহু লোক আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যোগ করে, আনন্দ তাহাদের প্রতি গুলি না করিয়া আত্ম রক্ষার অধিকার ক্রমে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে পারে না কিন্তু ঐ জনতার মধ্যে কয়েক জন ছোট ছোট বালক

থাকা প্রযুক্ত, গুলি করিলে কোন বালকদিগের অপকার হইতে পারে, এমত স্থলে যদি আনন্দ গুলি করিয়া বালকদিগের অপকার করে তথাপি তাহার অপরাধ হয় না।

প্র। কোন্ ব্যক্তিকে কার্য্যের সহায় বলা যায়?

উ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে;—

(ক) যদি অন্য ব্যক্তিকে সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, অথবা,—

(খ) যদি সেই কার্য্য করিবার কোন কুমন্ত্রণাতে ও অন্য এক কি অধিক জনের সঙ্গে লিপ্ত হয়, ও যদি সেই কুমন্ত্রণা ক্রমে ও সেই ক্রিয়া করিবার জন্য অকর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া করা যায় কিম্বা আইন মতের কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করা যায় অথবা,—

(গ) যদি অকর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া করণের কিম্বা আইন মতের কর্ত্তব্য কোন ক্রিয়া না করণের দ্বারা সেই ক্রিয়াতে জ্ঞান পূর্ব্বক সাহায্য করেন তবে।

প্র। অপরাধের সহায়তা কাহাকে কহে ও যে স্থলে এক মত অপরাধ সূচক কার্য্যের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, অথচ অপরাধ সূচক কার্য্য উৎপত্তি হয় এমত স্থলে, সাহায্য করিবার দায় কি হইতে পারে?

উ। (ক) যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার সহায়তা করে, কিম্বা অপরাধ করিতে আইন মতের সক্ষম কোন ব্যক্তি সাহায্য করিবার সমতুল্য অভিপ্রায় কি জ্ঞান ক্রমে যে ক্রিয়া করিলে অপরাধ হয়, এমত কোন ক্রিয়া করিবার সহায়তা করে, তবে সে অপরাধের সহায়তা করে।

উদাহরণ।

আনন্দ, চাঁদকে বধ করিতে বলরামকে প্রবৃত্তি দেয়, বলরাম তাহা করিতে স্বীকার করে না, ইহাতে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করণাপরাধে বলরামের সহায়তা করিবার অপরাধী হয়।

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ১১১ ধারা অনুসারে যদি কোন এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া, অন্য ক্রিয়া করা যায়, তবে সেই অন্য ক্রিয়ার স্পষ্ট রূপে সহায়তা করিলে, সহায় ব্যক্তিকে যে প্রকারের ও যে পর্য্যন্ত দায় হইত সেই প্রকারের ও সেই পর্য্যন্ত দায় থাকিবে, পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ কৃত ক্রিয়া সেই সহায়তার সম্ভাবিত ফল হয় এবং যে প্রবৃত্তির কি সাহায্যের কুমন্ত্রণা দ্বারা সহায়তা হয়, সেই প্রবৃত্তির বলে, সেই সাহায্যতে কি সেই কুমন্ত্রণা ক্রমে করা যায়।

উদাহরণ।

যদুর আহারের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিষ মিশ্রিত করিতে আনন্দ কোন এক বালককে লওয়ায় ও সেই অভিপ্রায়ে বালকের হস্তে বিষ দেয়, যদুর খাদ্য দ্রব্যের নিকটে রামের খাদ্য দ্রব্য ছিল, উক্ত বালক সেই শিক্ষামতে কর্ম্ম করে, কিন্তু ভ্রম ক্রমে যদুর আহারে বিষ মিশ্রিত না করিয়া রামের আহারে মিশ্রিত করে। এই স্থলে যদি সেই বালক আনন্দের প্রবৃত্তি বলে কর্ম্ম করিয়া থাকে ও যে ক্রিয়া করা গিয়াছিল, তাহা ভাব গতিক বুঝিয়া যদি ঐ সহায়তার সম্ভাবিত ফল স্বরূপ হয়, তবে আনন্দ সেই বালককে রামের আহারে বিষ মিশ্রিত করিতে প্রবৃত্তি দিলে তাহার যে প্রকারের ও যে পর্য্যন্ত দায় হইত, সেই প্রকারের ও সেই পর্য্যন্ত দায় হইবে।

প্র। সিপাহীর পোষাক অন্য ব্যক্তি পরিধান করিলে, তাহার কি শাস্তি হইবে?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির ১৪০ ধারামতে তাহার তিন মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইবে কি উভয় দণ্ড হইবে।

প্র। বেআইনি জনতার অপরাধ অবধারিত জন্য তাহার আনুসঙ্গিক কি কি কার্য্য আবশ্যক?

উ। পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তির জনতা হইলে, যদি সেই জনতার সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে বেআইনি মতের জনতা বলা যায় যথা;—

প্রথম। যদি অপরাধ যুক্ত বল দ্বারা কি অপরাধ যুক্ত বল প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কিম্বা কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের কি কোন প্রেসিডেন্সির গবর্ণমেণ্টের কি কোন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের কি রাজকীয় কোন কার্য্য কারকের আইন মতের ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করণ কালে, তাঁহাকে ভয় দর্শাইবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা,—

দ্বিতীয়। যদি আইন মতের কোন কর্ম্ম হইবার কি আইন মতের কোন পরওয়ানা জারি হইবার বাধা করিবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা,—

তৃতীয়। যদি কোন অপক্রিয়া কি অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কি অন্য অপরাধ করণের অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা,—

চতুর্থ। যদি কোন ব্যক্তির উপর অপরাধযুক্ত বলদ্বারা অথবা অপরাধযুক্ত বল প্রদর্শন ক্রমে, কোন সম্পত্তি লইবার কি প্রাপ্ত হইবার, কিম্বা কোন ব্যক্তির কোন পথে গমনাগমনের অধিকার কিম্বা জলের ব্যবহার কিম্বা কোন স্থাবর বস্তু সংক্রান্ত যে কোন ভোগোপযোগী স্বত্বে অধিকার কিম্বা উপভোগ থাকে, তাহা রহিত করিবার, কিম্বা কোন কল্পিত স্বত্ব কি স্বত্ব ক্রমে বল পূর্ব্বক কার্য্য করাইবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা,—

পঞ্চম। যদি অপরাধ যুক্ত বল দ্বারা কি অপরাধ যুক্ত বল দর্শাইয়া কোন ব্যক্তিকে আইন মতে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, তাহাকে সেই কর্ম্ম করাইবার কিম্বা আইন মতে তাহার যে কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে, তাহাকে করিতে না দিবার অভিপ্রায় থাকে, এই সমস্ত আনুষঙ্গিক কার্য্য আবশ্যক।

প্র। দাঙ্গা ও হাঙ্গামায় প্রভেদ কি বিশেষ করিয়া উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

উ। (ক) যখন দুই কি ততোধিক ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে পরস্পর প্রহারাদি করত সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তি ভঞ্জন করে, তখন তাহারা "দাঙ্গা করে" এমত বলা যায়।

ব্যাখ্যা। দাঙ্গায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত থাকা আবশ্যক;—

প্রথম। দুই কি ততোধিক ব্যক্তি।

দ্বিতীয়। প্রকাশ্য স্থানে. (ঘরের মধ্যে বিবাদ হইলে দাঙ্গা হইতে পারে না।)

তৃতীয়। এমত রূপ বিবাদ হওয়ার দরকার যাহাতে সাধারণের শান্তি ভঞ্জন হয়, অর্থাৎ অপরে সে জন্য নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতা কি নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষা করিবার আশঙ্কা করে।

উদাহরণ।

রাম, যদু ও গোপাল, এই তিন জন ব্যক্তি, কোন এক খণ্ড জমি লইয়া, বিবাদ করে, তাহাতে রাম, যদুকে এবং যদু, গোপালকে ও গোপাল, রামকে প্রহার করে, এমত স্থলে, রাম, যদু ও গোপাল পরস্পর দাঙ্গা করিয়াছে, এমত বলা যায়।

(খ) যখন বেআইনী মতের জনতায় সাধারণ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য ঐ জনতার লোকেরা কিম্বা তাহাদের কোন এক ব্যক্তি বল কিম্বা অত্যাচার পূর্ব্বক কর্ম্ম করে, তখন সেই জনতার প্রত্যেক জন হাঙ্গামা করিবার অপরাধী হয়।

ব্যাখ্যা। হাঙ্গামায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত থাকা আবশ্যক।

প্রথম। পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তি।

দ্বিতীয়। পাঁচ কি অধিক ব্যক্তির সংযোগে কি সেই জনতার বলে, তাহাদের মধ্যে একজনও, বল কি অত্যাচার পূর্ব্বক কর্ম্ম করে।

উদাহরণ।

হরি বাজার করিবার জন্য কোন এক বাজারে উপস্থিত হয়, মৎস্য বিক্রেতার নিকট একটি মৎস্যের দর করে, কিন্তু উপযুক্ত দর না বলায় মৎস্য বিক্রেতা দিতে অস্বীকার করে, সেই জন্য হরি অপমান বোধ করিয়া তাহার গ্রামবাসী ১০ জন হাটুরিয়াগণের সঙ্গে যোগ করিয়া মৎস্য বিক্রেতাকে বিশেষ রূপে প্রহার করে, এবং মৎস্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, এমত স্থলে হরি এবং হরির গ্রামস্থ ১০ জন লোক হাঙ্গামা করে।

প্র। নিম্নলিখিত দণ্ডাজ্ঞাতে কি বেআইনী আছে, তাহা দেখাইয়া দেও?

(ক) নদীয়াস্থিত একখণ্ড জমীর স্বত্বাধিকারী, (জমীদার) হরি বাবু, কোন কার্য্য উপলক্ষে রাজসাহীতে বাস করেন, হরি বাবুর উপকারার্থে ঐ জমির উপর এক হাঙ্গামা হয়, তাহার কর্ম্ম কর্ত্তা জানিতেন যে, হাঙ্গামা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু হাঙ্গামা থামাইবার জন্য কোন তদ্বির করেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সেই জন্য হরি বাবুকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫৫ ধারা অনুসারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাদণ্ড করেন। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ১৫৫ ধারা অনুসারে হরি বাবুর অর্থদণ্ড ভিন্ন কারাদণ্ড হইতে পারে না, সুতরাং হরি বাবুর কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাদণ্ড হওয়াই বেআইনী।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি?

(ক) পারিতোষিক।

(খ) আইন মতে বেতন।

(গ) করিবার প্রবৃত্তি কি পুরস্কার।

উ। (ক) পারিতোষিক শব্দে টাকা পারিতোষিক কিম্বা যাহার মূল্য টাকাতে নিরূপণ হয় তাহা ভিন্ন অন্য প্রকার পারি-তোষিকও বুঝায়।

(খ) "আইন মতে বেতন" এই শব্দেতে রাজকীয় কার্য্য কারক আইন মতের যে বেতনের কার্য্য করিতে পারেন। (যে বেতন তিনি আইন মতে চাহিতে পারেন) তাহাও বুঝায় ও তদ্ভিন্ন তিনি যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন সেই গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে তিনি যে টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহাও বুঝায়।

(গ) কোন ব্যক্তি যাহা করিবার অভিপ্রায় না থাকে তাহা করিবার প্রবৃত্তি জনক ভাবে, কিম্বা যাহা করেন নাই এমত কর্ম্ম করিবার পুরস্কার স্বরূপে যাহা লইবে, তাহাও এই কথার মধ্যে বর্ত্তিবে।

প্র। আদালতের সাক্ষাতে কোন ব্যক্তি দলীল দেখাইতে আইন মতে বদ্ধ হইয়া যদি বেআইনী মতে দলীল দেখাইতে ক্রুটি করে, তবে তাহার কি শাস্তি হইবে?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭৫ ধারা মতে তাহার এক মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে, কিম্বা তাহার ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে। কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে, অথবা সেই দলীল কোন আদালতে উপস্থিত করিতে কি দাখিল করিতে হয়, তবে সে ছয় মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবে কিম্বা তাহার ১০০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

প্র। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ও মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করার প্রভেদ কি?

উ। (ক) যে কেহ শপথ পূর্ব্বক কিম্বা আইনের বিশেষ কোন বিধি ক্রমে সত্য কথা কহিতে আইন মতে বদ্ধ হইয়া কিম্বা কোন বিষয়ের বিবরণ কহিতে আইন মতে বদ্ধ হইয়া কোন মিথ্যা কথা কহে, কিম্বা যাহা মিথ্যা জানে, কি মিথ্যা রূপে বিশ্বাস করে, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করে, এমত কথা যে কহে, সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এমত বলা যায়।

(খ) যদি কেহ কোন ব্যাপার উপস্থিত করায় কিম্বা কোন বহিতে কি লিপিতে কোন মিথ্যা কথা লিখিয়া দেয় কিম্বা মিথ্যা কথা যাহাতে থাকে এমত কোন দলীল প্রস্তুত করে ও আদালতের কোন মোকদ্দমা প্রভৃতিতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে কি সালিসের সম্মুখে আইন সিদ্ধ কোন কার্য্যতে ঐ ঘটনা কি ঐ বহি প্রভৃতির লিখিত প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা যায় (করার অভিপ্রায় থাকে) ও সেইরূপ কোন মোকদ্দমা প্রভৃতির কার্য্যতে যে ব্যক্তির প্রমাণ দৃষ্টে বিচার করিতে হইবে, তাঁহার নিকটে উক্ত প্রকারের প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা ঐ ব্যাপারের কি মিথ্যা কথার কি মিথ্যা বৃত্তান্তের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতির ফল সম্পর্কীয় কোন মূল বিষয়ে তাহার ভ্রম জন্মে, ঐ ব্যক্তির যদি এই অভিপ্রায় থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিয়াছে, এমত বলা যায়।

প্র। রাম, হরিকে জব্দ করিবার মানসে, তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারা মতে অপরাধের অভিযোগ করে, বিচারে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয়, এমত স্থলে হরি যদি আদালতের আশ্রয় লয় তবে রামের কি শাস্তি হইতে পারে?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারা অনুসারে, রামের দুইবৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইতে পারে, তাহার অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইতে পারে।

প্র। কোন অপরাধের দোষ গোপন করিবার অভিপ্রায়ে

কিছু দান, বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা কিরূপ স্থলে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১৪ ধারার বর্জ্জিত বিধি অনুসারে যদি অপরাধীর সংশ্রব ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হয় ও যদি সেই কার্য্যের নিমিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে নালিস করিতে পারে, তবে তাহার সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

প্র। মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের মুদ্রার প্রভেদ কি? বুঝাইয়া দেও।

উ। (ক) ধাতু মুদ্রিত হইয়া কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে, মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য চলন হইলে তাহা মুদ্রা বলা যায়।

অর্থ। ভারতবর্ষের কোন স্বাধীন অথবা করদ রাজন্যবর্গ কিম্বা অন্য কোন বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন মুদ্রা মুদ্রিত করিয়া মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার করিবার উদ্দেশে চলন করেন, সাধারণতঃ সেই মুদ্রায় বুঝায়।

(খ) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞাক্রমে কিম্বা কোন গবর্ণমেণ্টের কি কোন প্রেসিডেন্সির কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকৃত দেশের কোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে যে মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া চলন হয়, তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর মুদ্রা বলা যায়।

অর্থ। [১] কড়ি মুদ্রা নহে।

[২] মুদ্রাঙ্কিত না করা তামার চাক্তি প্রভৃতি মুদ্রারূপে ব্যবহার হইলেও মুদ্রা হয় না।

[৩] পদক মুদ্রা নহে, যে হেতু মুদ্রারূপে তাহার ব্যবহার হইবার অভিপ্রায় নহে।

[৪] কোম্পানির টাকা নামে যে মুদ্রা চলিত আছে তাহা মহারাণীর মুদ্রা বুঝায়।

প্র। কিরূপ ব্যক্তিকে সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম করিবার দোষী বিবেচনা করা যায়?

উ। সাধারণ লোকদের কিম্বা নিকট নিবাসী লোকদের কি নিকটবর্ত্তী সম্পত্তি যাহারা ভোগ করে তাহাদের সাধারণের কোন ক্ষতি কি সঙ্কট কি অনিষ্ট যাহাতে হয় কিম্বা সাধারণের কোন অধিকার ক্রমে কার্য্য করিতে যাহাদের প্রয়োজন থাকে, তাহাদের ক্ষতি কি বাধা কি সঙ্কট কি ক্লেশ যাহাতে অবশ্য হয়, এমত কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম যে কেহ করে কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বেআইনীমতে ত্রুটি করে, সে ব্যক্তি সাধারণের অনিষ্ট কর্ম্ম করিবার দোষী হয়।

প্র। রামধন নামক কোন মাংস বিক্রেতা পচা মাংস দোকানে রাখায়, তাহার নিকট নিবাসী দোকানিরা অতিশয় কষ্ট অনুভব করিয়া পীড়াগ্রস্ত হয়, এমত স্থলে রামধনের কি দণ্ড হইতে পারে?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭৮ ধারা অনুসারে রামধনের পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

প্র। আদরমণি নামক এক জন বিধবা নিয়তই তাহার উঠানে এরূপ ভাবে অগ্নি জ্বালায় যাহাতে নিকট নিবাসী লোকদিগের অগ্নি জ্বর উপস্থিত হয়, এরূপ স্থলে আদরমণির কি দণ্ড হইতে পারে?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ২৮৫ ধারা অনুসারে তাহার ছয় মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে। কিম্বা তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারে।

প্র। রামধন তাহার রাধারমণ নামক বিগ্রহের নিমিত্ত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ লীলা সম্পর্কীয় নানা প্রকার কুরুচি পূর্ণ চিত্র চিত্রিত করে, এরূপ স্থলে রামধনের কি দণ্ড হইতে পারে?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ১৯২ ধারা বর্জ্জিত বিধিমতে রামধনের কোন অপরাধ হইতে পারে না।

প্র। অপরাধযুক্ত নর হত্যা এবং জ্ঞান কৃত বধের প্রভেদ কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

অপরাধ যুক্ত নরহত্যা।

উ। কাহার প্রাণ নাশ করিবার অভিপ্রায়ে কি যাহাতে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা হয়, এমন কোন শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন কর্ম্ম দ্বারা কোন লোকের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা জানিয়াও যদি কেহ সেই কর্ম্ম করিয়া কোন লোকের মরণের কারণ হয়, তবে সে ব্যক্তি অপরাধযুক্ত নর হত্যা করে।

১ম অর্থ। কোন লোকের পীড়া কি রোগ কি শরীরে দুর্ব্বলতা থাকিতে অন্য লোক তাহার শারীরিক কোন হানি করিয়া শীঘ্র মরণ ঘটাইলে সেই ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

২য় অর্থ। যদি শারীরিক হানি হইয়া কোন লোকের মৃত্যু হয় তবে উপযুক্ত উপায় এবং যথোচিত চিকিৎসা হইলে, যদিও

তাহার মরণ নিবারণ হইতে পারিত তথাপি যে ব্যক্তি তাহার শারীরিক হানি করিয়াছে সেই ব্যক্তি তাহার মরণের কারণ হয় এমন জ্ঞান করিতে হইবে।

৩য় অর্থ। গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা নর হত্যা নয়, কিন্তু যদি সচেতন অপত্যের কোন ভাগ নির্গত হইয়া থাকে, তবে সেই অপত্য যদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ না করে কি সম্পূর্ণমতে ভূমিষ্ঠ না হইয়া থাকে, তথাপি ঐ সচেতন অপত্য নষ্ট করা অপরাধযুক্ত নর হত্যার তুল্য হইতে পারে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন লোকের প্রাণ নাশ করণের অভি-প্রায়ে কিম্বা কোন লোকের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা জানিয়া এক গর্ত্তের উপরে ডাল পালা ও ঘাসের চাপড়া রাখিয়া সেই গর্ত্ত আবৃত করে; যদু শক্ত মৃত্তিকা জানিয়া তাহার উপরে পদ দিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া মরে, এই স্থলে আনন্দ অপরাধযুক্ত নর হত্যা করিয়াছে।

(খ) যদু কোন ঝোড়ের ভিতর বসিয়া আছে, বলরাম তাহা জানে না কিন্তু আনন্দ তাহা জানিয়া যদুর প্রাণ নাশ করাইবার অভিপ্রায়ে কিম্বা তাহার প্রাণ নষ্ট হইতে পারে জানিয়া বলরামকে ঝোড়ে বন্দুক ছুড়িতে প্রবৃত্তি দেয়, বলরাম তাহা করিয়া যদুকে হত্যা করে। এই স্থলে বলরামের প্রতি কোন অপরাধ না দর্শিতে পারে কিন্তু আনন্দ অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

(গ) আনন্দ কোন ব্যক্তির পক্ষী হত্যা করিয়া চুরি করি-বার মানসে ঐ পক্ষীকে গুলি করে, কোন ঝোড়ের আড়ালে

বলরাম বসিয়াছিল, গুলি তাহাকে লাগিয়া সে মরে কিন্তু বলরাম সেইখানে ছিল ইহা আনন্দ জানিত না; এই স্থলে যদিও আনন্দ বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছে তথাপি অপরাধযুক্ত নর হত্যার দোষী হয় না, কারণ বলরামকে হত্যা করণে কিম্বা যে কর্ম্মতে অন্যের মৃত্যু হইতে পারে এমত কর্ম্ম করিয়া তাহাকে হত্যা করণে আনন্দের মানস ছিল না।

জ্ঞান কৃত বধ।

১ম অর্থ। জ্ঞান কৃত বধ অপরাধের বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন যে কার্য্যেতে কাহার মৃত্যু হয় সেই কার্য্য যদি প্রাণ নাশ করিবার অভিপ্রায়ে করা যায়।

২য় অর্থ। অথবা শরীরে কোন হানি দ্বারা কোন লোকের প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যদি কেহ ঐ রূপ শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ মৃত্যু জনক কার্য্য করে।

৩য় অর্থ। যদি সেই কার্য্য কোন লোকের শারীরিক হানি করিবার অভিপ্রায়ে করা যায়, ও শারীরিক যে হানি করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহাতে স্বভাবতঃ মরণ হইতে পারে অথবা,—

৪র্থ অর্থ। যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করে সে যদি জানে যে ঐ কার্য্য অত্যন্ত আশঙ্কা জনক হওয়া প্রযুক্ত তাহাতে মৃত্যু হইতে পারে, কিম্বা যাহাতে মৃত্যু হয় শারীরিক এমত কোন হানি হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা ও প্রাণ নাশের, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হানি [illegible] কার্য্য করিবার কোন কারণ না থাকিলেও যদি সেই [illegible] সেই সকল স্থলে অপরাধযুক্ত যে হত্যা হয় তাহা জ্ঞান-কৃত বধ হয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যতুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে গুলি করে, তাহাতে যদু মরে, আনন্দ জ্ঞান-কৃত বধ করিয়াছে।

(খ) আনন্দ তলওয়ার অথবা যষ্ঠি লইয়া যতুকে এমত আঘাত করে যে সেই প্রকারের আঘাতে স্বভাবতঃ মনুষ্যের মরণ হয়; যদু তাহাতে মরে, এই স্থলে আনন্দ যতুকে মারিয়া ফেলিতে মনস্থ না করিলেও জ্ঞান কৃত বধের অপরাধী হয়।

(গ) আনন্দ কোন হেতু না থাকিতেও কোন জনতার প্রতি কামানের গুলি করে তাহাতে ১ জন মরে, এই স্থলে যদিও আনন্দ কোন বিশেষ লোককে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিল না তথাপি জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী হয়।

প্র। কোন্ কোন্ স্থলে অপরাধ যুক্ত নরহত্যার জ্ঞানকৃত বধ হয় না? উদাহরণ দাও।

উ। নিম্নলিখিত স্থলে—

(ক) কোন ব্যক্তি হঠাৎ রাগজনক কোন গুরুতর কার্য্যেতে অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া আত্মদমনে অসমর্থ হইয়া যে লোক তাহার রাগ জন্মাইয়াছিল তাহার প্রাণনষ্ট করে কিম্বা ভ্রান্তিক্রমে কি অকস্মাৎ অন্য কোন লোকের প্রাণনাশের কারণ হয় এমত স্থলে যে অপরাধযুক্ত নরহত্যা, তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না; কিন্তু উপরের বর্জ্জিত কথার সহিত নিম্নের বিধি গ্রহণ করিতে হইবে।

[১] কোন ব্যক্তির প্রাণনষ্ট কি ক্ষতি করিবার ওজর স্বরূপে অপরাধী আপনি ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্যে চেষ্টা না করে কিম্বা তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক না ঘটায়।

[২] আইন সঙ্গত কোন কার্য্যকরণের দ্বারা কি রাজকীয়

কার্য্যকারক স্বরূপে কোন রাজকীয় কার্য্যকারক আপনি আইন মতে ক্ষমতা ক্রমে যে কার্য্য করেন তদ্দ্বারা ঐ রাগ না জন্মায়।

[৩] আত্ম রক্ষার অধিকার ক্রমে যে কার্য্য আইন মতে করা যায় তদ্দ্বারা ঐ রাগ না জন্মে।

অর্থ। উক্ত অপরাধ যাহাতে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ না হয়, ঐ রাগ জন্মাইবার কার্য্য এমত গুরুতর কিম্বা এমত হঠাৎ ঘটনা হয়, এই কথা বৃত্তান্ত দ্বারা মীমাংসা হইবে।

(খ) সরলভাবে আত্ম রক্ষা কি সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ক্রমে আইন মতে যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে তাহার অতিরিক্ত কার্য্য যদি কোন ব্যক্তি করে ও পূর্ব্বমনস্থ না করিয়াও আত্ম রক্ষার নিমিত্তে যত হানি করা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত করিবার মানস না করিয়া যাহার বিরুদ্ধে সেই অধিকার ক্রমে কার্য্য করে, তাহার মরণের কারণ হয়, তবে এমত স্থলে অপরাধযুক্ত যে নরহত্যা তাহার জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

(গ) রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারকের সহায় ব্যক্তি, সর্ব্বসাধারণের সুবিচার উত্তম রূপে হইবার নিমিত্ত আইন মতে যে ক্ষমতা পান, তদতিরিক্ত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া কোন লোকের প্রাণ নষ্ট করেন। কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা ঐ লোকের প্রাণ নষ্ট হইল তাহা রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে আপন পদের কর্ম্ম উপযুক্ত মতে নির্ব্বাহ করিবার জন্য আইন সিদ্ধ ও আবশ্যক ইহা সরল ভাবে বোধ করিয়া, যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার প্রতি কিছু মাত্র দ্বেষ না করিয়া সেই কার্য্য করেন। এমত স্থলে অপরাধ যুক্ত যে হত্যা তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

(ঘ) হঠাৎ বিবাদ হওনকালে অত্যন্ত রাগ হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, একজন পূর্ব্বে মনস্থ না করিয়া কিম্বা অন্যকে অক্ষম দেখিয়া কোন অনুপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া ও নিষ্ঠুর কি রীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করিয়াও তাহার প্রাণ নষ্ট করে, এই স্থলে অপরাধ যুক্ত হত্যা তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

অর্থ। এমত স্থলে কে কাহার রাগ প্রথমে জন্মাইয়াছিল কে বা প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিল, এই কথা প্রয়োজনীয়।

(ঙ) যাহার মৃত্যু হয়, সে যদি আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক হইয়া আপন সম্মতি ক্রমে হত্যা হয় কিম্বা হত হইবার কষ্ট স্বীকার করে, তবে তদ্রূপ স্থলে অপরাধ যুক্ত যে নরহত্যা তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

উদাহরণ।

[১] অর্জ্জুন কোন গুরুতর কর্ম্ম করিয়া হঠাৎ আনন্দের রাগ জন্মায়, তাহাতে আনন্দ অর্জ্জুনের প্রতি পিস্তল ছোড়ে, যদু নিকটে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু আনন্দ তাহাকে দেখিতে পায় নাই এবং তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে আনন্দের কোন অভিপ্রায় ছিল না ও গুলি তাহাকে লাগিবে এমত জানিত না কিন্তু আনন্দ যদুর প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল এই স্থলে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করে নাই কিন্তু অপরাধ যুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

[২] যদু চাবুক লইয়া আনন্দকে মারিতে উদ্যত হয়, কিন্তু আনন্দের গুরুতর পীড়াজনক রূপে নহে, আনন্দ পিস্তল বাহির করে তবু যদু তাহাকে চাবুক মারিতে যায়, তাহাতে আনন্দের সরলভাবে বোধ হয় যে পিস্তল না ছুড়িলে আমার চাবুক খাওয়া হইতে অন্য কোন উপায়ে রক্ষা হয় না, অতএব পিস্তল

ছুড়িয়া যত্নুর প্রাণ নষ্ট করে, ইহাতে আনন্দ জ্ঞানকৃত বধ করে নাই, কিন্তু অপরাধ যুক্ত নরহত্যা করিয়াছে।

[৩] যদু নামে একজন যুবাপুরুষ, আনন্দ নামক যুবার সহিত লাঠি খেলা করিতে সম্মত হয়, খেলা করিবার সময় আনন্দ যতুর মস্তকে আঘাত করায় সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়, এমত স্থলে আনন্দের অপরাধ যুক্ত যে নরহত্যা, তাহা জ্ঞানকৃত বধ হয় না।

প্র। জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে, এমত অপরাধ যুক্ত নর হত্যার দণ্ড কোন্ স্থলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে ও অন্য স্থানেই বা কি পর্য্যন্ত হইতে পারে?

উ। জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে এমত অপরাধ যুক্ত নর-হত্যা কেহ করিলে তাহার যে কার্য্যেতে অন্যের মরণ হইয়াছে সেই কার্য্য যদি সে প্রাণনাশের অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, কিম্বা শারীরিক যে হানির দ্বারা প্রাণনাশ হইতে পারে তাহা করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপা-ন্তর প্রেরিত হইবে, কিম্বা দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহার অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ কার্য্যেতে প্রাণনাশ হইতে পারে জানিয়াও যদি বধ করিবার কোন অভিপ্রায়ে কিম্বা যাহাতে প্রাণনাশ হইতে পারে শারীরিক এমত হানি করিবার অভিপ্রায়ে সেই কার্য্য না করা যায়, তবে সেই ব্যক্তি দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

প্র। কিরূপ অপরাধীর প্রাণদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ডের ব্যবস্থা নাই ?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৩ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড আজ্ঞা যাহার প্রতি হইয়াছে এমত ব্যক্তি যদি জ্ঞানকৃত বধ করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ডের ব্যবস্থা নাই।

প্র। হরি ঘোষ সরকারী রাস্তার এই অভিপ্রায়ে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার উপরে ঘাসের চাপড়া দিয়া রাখে যে গোপাল ঘোষ সেই রাস্তা দিয়া যাওয়ার সময় উক্ত গর্ত্তে পড়িয়া মরিয়া যায়। গোপাল ঘোষ রাত্রে সেই রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে সেই গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এমত স্থলে হরির কি অপরাধ হইবে ?

উ। হরি ঘোষ অপরাধ যুক্ত নরহত্যা অপরাধের ৩০৪ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

প্র। এমত একটি অপরাধের উল্লেখ কর যাহার উদ্যোগে অপরাধী হইতে হয়, কিন্তু অপরাধাত্মক কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর কোন দণ্ড ভোগ করিতে হয় না।

উ। আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগ করিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৯ ধারা অনুসারে এক বৎসরের অনধিক কাল কারা দণ্ড ও অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, কিন্তু অপরাধাত্মক কার্য্য সম্পন্ন হইলে (মৃত্যু হইলে) অপরাধী নিষ্কৃতি লাভ করে।

প্র। দণ্ডবিধি আইন মত ঠগ শব্দের অর্থ কি, ও যে ঠগ হয় তাহার দণ্ডই বা কি হইতে পারে ?

উ। (ক) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন চলন হইবার পর কোন সময়ে বধকরণ পূর্ব্বক কিম্বা বধ সংযোগ দস্যুতা করিবার কি শিশু হরণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন এক কি অধিক ব্যক্তির সঙ্গে নিয়ত সংসর্গ করে, তবে সে ঠগ হয়।

(খ) যে কেহ ঠগ হয় তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবেক ও তাহার অর্থ দণ্ডও হইতে পারিবেক।

প্র। রামধন নামে একজন বাগ্‌দী অন্নকষ্ট নিবন্ধন তাহার পঞ্চম বর্ষীয় শিশুসন্তানকে এক নিবিড় বনে ফেলিয়া আসে, রামধনের কি কোন দণ্ড হইতে পারে?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩১৭ ধারা অনুসারে রামধনের সাতবৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিম্বা অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবে।

প্র। কোন্ কোন্ পীড়া, গুরুতর পীড়া বলিয়া গণ্য?

উ। নিম্নলিখিত পীড়া,—

প্রথম। মুষ্কছেদন।

দ্বিতীয়। কোন চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির চিরহানিকরণ।

তৃতীয়। কোন কর্ণের শ্রবণ শক্তির চিরহানিকরণ।

চতুর্থ। কোন অঙ্গ কি সন্ধিস্থান অকর্ম্মণ্যকরণ।

পঞ্চম। কোন অঙ্গের কি সন্ধিস্থানের শক্তি নষ্ট কি চিরকাল খর্ব্ব করণ।

ষষ্ঠ। মস্তক কি মুখ চিরবিকৃত করণ।

সপ্তম। কোন অস্থি কি দন্ত ভঙ্গ কি সন্ধি চ্যুত করণ।

অষ্টম। যে কোন পীড়াতে প্রাণের আশঙ্কা হয় কিম্বা তদ্দ্বারা পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি কুড়িদিন পর্য্যন্ত শরীরের অত্যন্ত বেদনা পায়

কিম্বা আপনার নিয়ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে অপারক হয় সেই পীড়া।

প্র। ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মান ও ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মানর প্রভেদ কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মান।

উ। (ক) যদি কেহ কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করে, কিম্বা যাহাতে কোন ব্যক্তির পীড়ার সম্ভাবনা জানে এমত কোন কর্ম্ম করে ও তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির পীড়া জন্মায়, তবে সে "ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মাইয়াছে" এমত কহা যায়।

অর্থ। যে কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মায়, তাহাতে ক্রিয়াকারী ব্যক্তির পীড়া জন্মানর অভিপ্রায় থাকে, কি অনুমান করে তবেই ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মান হয়, নচেৎ ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মান হইতে পারে না।

উদাহরণ।

রাম, হরির জমিতে গরু দিয়া ফসল নষ্ট করিয়াছে, হরি এমন সময়ে সেই জমিতে উপস্থিত হইয়া সামান্য রূপ শিক্ষা দেওয়ার মানসে, হস্তস্থিত কঞ্চি দ্বারা তাহাকে প্রহার করিল, এস্থলে হরি ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মাইয়াছে এমত বলা যায়।

ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান।

যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক কাহার পীড়া জন্মাইতে চাহে কি আপনা হইতে যে পীড়া হইবার সম্ভাবনা জানে তাহা যদি গুরুতর পীড়া হয়, ও সে যে পীড়া জন্মায় তাহা যদি গুরুতর পীড়া

হয়, তবে সে "ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে" এমত বলা যায়।

অর্থ। কেবল গুরুতর পীড়া জন্মাইলে ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অপরাধ হয় না, কিন্তু গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায় করিয়া, কিম্বা গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, যদি গুরুতব পীড়া জন্মায় তবে ঐ অপরাধ হয়। পরন্তু যদি এক প্রকারে গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায় থাকে কি জন্মাইবার সম্ভাবনার জ্ঞান হয় কিন্তু সে অন্য প্রকারের গুরুতর পীড়া নিতান্ত জন্মায়, তবে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

যদুর মুখ চিরকাল বিকৃত থাকে আনন্দ এই মানস করিয়া কিম্বা তাহার মুখের বিকৃত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া তাহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করে, তাহাতে যদুর মুখের চিরকাল বিকৃতি হয় না কিন্তু সে কুড়ি দিন পর্য্যন্ত শরীরের অত্যন্ত যাতনা পায় এই স্থলে আনন্দ ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে।

প্র। আনন্দ নামক এক জন পুলিস ইনেস্পেক্টার, যদু নামক আসামীকে জ্ঞানকৃত বধ করণ অপরাধে অপরাধী করণ মানসে রাত্রে তীক্ষ্ণ লৌহ সূচিকা দ্বারা তাহার অণ্ডকোষ বিদ্ধ করিয়া উক্ত অপরাধ স্বীকার করাইয়া লয়, উক্ত পুলিস ইনেস্পেক্টরের কি দণ্ড হইবে?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩৩১ ধারামতে আনন্দ নামক ইনেস্পেক্টরের সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল

পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ হইবেক, তাহার অর্দ্ধ দণ্ডও হইতে পারিবে।

প্র। অন্যায় মতে কয়েদ ও অন্যায়মতে অবরোধের প্রভেদ কি? উদাহরণ দাও।

উ। (ক) কোন ব্যক্তির যে দিকে যাইবার অধিকার থাকে, আইন সিদ্ধ ক্ষমতা বিনা সেই দিকে তাহার যাওয়ার নিবারণ যাহাতে হয়, এরূপে যে কেহ তাহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বাধা দেয়, সে তাহাকে অন্যায় মতে বাধা দেয়, এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

কোন পথ আনন্দের অবরোধ করিতে ক্ষমতা আছে, ইহা সরল ভাবে বিশ্বাস না করিয়াও সে ঐ পথ অবরোধ করে, যদুর সেই পথে যাইবার অধিকার আছে, কিন্তু সেই অবরোধ প্রযুক্ত তাহার যাওয়ার নিবারণ হয়, এই স্থলে আনন্দ যদুকে অন্যায় মতে অবরোধ করিয়াছে।

(খ) যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে এমত অবরোধ করে যে, সে চতুর্দ্দিকে নির্দ্ধারিত সীমার বাহিরে যাইতে পারে না, তবে সে ঐ ব্যক্তিকে অন্যায়মতে কয়েদ করে এমত বলা যায়।

উদাহরণ।

আনন্দ প্রাচীরে বেষ্টিত কোন স্থলে যদুকে প্রবেশ করাইয়া সেই দ্বারে চাবি দ্বারা বন্ধ করে, ইহাতে যদু চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের বাহিরে যাইতে পারে না, এস্থলে আনন্দ অন্যায়মতে যদুকে কয়েদ করে।

প্র। নিম্নলিখিত উদাহরণে কোন অপরাধ ঘটে কি না? যদি ঘটে তবে তাহা কি অপরাধ লিখ।

(ক) শরৎ নামে এক জন নায়েব, খাজানা বাকী পড়াতে হরি, রাম ও গোপাল এই তিন জন প্রজাকে তলফ করিয়া আনিয়া আপন কাছারিতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ঐ প্রজারা ভয় প্রযুক্ত তাহাদের খাজনার বাকীর মধ্যে ২০৲ টাকা দিয়া অব্যাহতি পায়।

উ। (ক) শরৎ নামীয় নায়েব বেআইনীমতে হরি, রাম ও গোপাল এই তিন ব্যক্তিকে আপন কাছারিতে আবদ্ধ করিয়া রাখায়, অন্যায়মতে অবরোধ করার অপরাধে অপরাধী এবং তাহার ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩৪১ ধারা অনুসারে এক মাসের অনধিক বিনা পরিশ্রমে কয়েদ কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে, কিন্তু উক্ত নায়েব অপহরণ অপরাধে অপরাধী হইবে না, কারণ প্রজারা তাহাদের ন্যায্য খাজানার টাকা দিয়াছে, যদিও ভয় প্রযুক্ত দিয়া থাকে তাহাতেও অপরাধ হইতে উক্ত নায়েব মুক্ত।

প্র। অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ ও বল প্রকাশে প্রভেদ কি?

উ। (ক) যদি কেহ কোন অপরাধ করিবার জন্য অন্য ব্যক্তির সম্মতি বিনা তাহার প্রতি ইচ্ছা পূর্ব্বক বল প্রকাশ করে কিম্বা যাহার প্রতি বল প্রকাশ হয়, তাহার হানি কি ভয় কি ক্লেশ সেই বল প্রকাশের দ্বারা জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা সেই বল প্রকাশ হইলে জন্মিবার সম্ভাবনা জানিয়া যদি সেই অন্য ব্যক্তির প্রতি বল প্রকাশ করে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ অন্যের প্রতি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করে এমত বলা যায়।

(খ) কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন লোককে গতি করায় কিং তাহার গতি ব্যতিক্রম করে, কি রহিত করে, কিম্বা যদি অন্য কোন বস্তুকে গতি করাইয়া কি সেই বস্তুর গতির ব্যতি-ক্রম করাইয়া কি গতি রহিত করাইয়া. সেই বস্তু ঐ অন্য ব্যক্তির শরীরের কোন স্থানে কি তাহার পরিহিত কি বাহিত কোন দ্রব্যাদিতে স্পর্শ করায়, কিম্বা অন্য যে বস্তুতে স্পর্শ হইলে ঐ ব্যক্তির বোধ জনক রূপে তাহার গাত্রে লাগে এমত বস্তুতে স্পর্শ করায়, তবে সেই ব্যক্তি ঐ অন্যের প্রতি বল প্রকাশ করে এমত কহা যায়; কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ গতি করায় কি ঐ গতির ব্যতিক্রম কি গতি রহিত করায় যে ব্যক্তি, সে নিম্নের লিখিত তিন প্রকারের কোন এক প্রকারের ঐ গতি করায় কি গতির ব্যতিক্রম করে কি গতি রহিত করে অর্থাৎ,—

প্রথম। আপন শরীরের বলে তাহা করে, অথবা,—

দ্বিতীয়। কোন বস্তু এমতভাবে রাখে যে স্বকীয় কিম্বা অন্য ব্যক্তির অন্য কোন কার্য্য বিনা ঐ গতি হয়, কি গতির ব্যতিক্রম হয় কি গতি রহিত হয়, অথবা,—

তৃতীয়। কোন পশু প্রভৃতিকে চালাইয়া কি তাহার গতির ব্যতিক্রম কি গতি রহিত করাইয়া ঐ কার্য্য করে।

প্র। কিরূপ হইলে আক্রমণ বলা যায়?

উ। কোন্ ব্যক্তি অঙ্গ ভঙ্গি করে কি কোন কার্য্যের উদ্যোগ করে, ইহাতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করিতে উদ্যত আছে ঐ ব্যক্তির এমত জ্ঞান জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কি এমত জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা জানিয়া

যদি তদ্রূপ অঙ্গ ভঙ্গি করে কি কার্য্যের উদ্যোগ করে তবে সে আক্রমণ করে বলা যায়।

প্র। অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ অপরাধের বিচার করিতে হইলে, বৃত্তান্ত দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে ?

উ। নিম্নলিখিত বিষয় বৃত্তান্ত দ্বারা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

প্রথম। অপরাধী যদি অপরাধের ওজর পাইবার জন্য রাগ জন্মাইতে চেষ্টা করে কি ইচ্ছা পূর্ব্বক রাগ জন্মায়।

দ্বিতীয়। অথবা আইন অনুসারে কোন কার্য্য করণ দ্বারা কিম্বা রাজকীয় কার্য্য কারক স্বরূপে কোন রাজকীয় কার্য্য কারক আইন সিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করে তদ্দ্বারা যদি ঐ রাগ জন্মায়।

তৃতীয়। অথবা আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে আইন মতে যে কার্য্য হইতে পারে এমত কার্য্য হওয়াতে যদি ঐ রাগ জন্মে, তবে উক্ত সকল স্থলে ঐ গুরুতর রাগ হঠাৎ হইলেও এই ধারা মতের অপরাধের যে দণ্ড তাহা লঘু হইবে না।

চতুর্থ। অপরাধের লাঘব যাহাতে হয়, ঐ রাগ এমত উপযুক্ত গুরুতর কারণে হইয়াছে কি অকস্মাৎ হইয়াছে এই কথা বৃত্তান্ত দ্বারা নির্ণয় হইবে।

প্র। আইন মত রক্ষক শব্দের অর্থ কি ?

উ। যে কোন ব্যক্তির প্রতি নাবালিক প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আইন মতে দেওয়া যায়, তাহাকে এই ধারার লিখিত "আইন মতের রক্ষক" শব্দেতে বুঝায়।

প্র। কি কি অবস্থায় স্ত্রী সংসর্গ করিলে বলাৎকার করা হয় ?

উ। নিম্নলিখিত অবস্থায় ;—

প্রথম। স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাতে।

দ্বিতীয়। স্ত্রীলোকের বিনা সম্মতিতে।

তৃতীয়। স্ত্রীলোককে বধ করিবার কি পীড়া দিবার ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহার সম্মতি পাইলেও।

চতুর্থ। কোন ব্যক্তি যদি জানে যে সে ঐ স্ত্রীর স্বামী নহে, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক তাহাকে চিনিতে না পারিয়া যাহার সঙ্গে আইনসিদ্ধ মতে বিবাহ হইয়াছে ঐ ব্যক্তিকে সে স্বামী বোধ করিয়া সম্মতা হয়, তবে স্ত্রীলোকের সম্মতি হইলেও।

পঞ্চম। স্ত্রীলোকের বয়স দশ বৎসরের ন্যূন যদি হয়, তবে তাহার সম্মতি হইলে কিম্বা হইলেও ঐ স্ত্রীসংসর্গ বলাৎকার হয়।

প্র। চৌর্য্য করণ, অপহরণ করণ এবং দস্যুতা করণ, এই সকল অপরাধের যে সকল বিভিন্নতা আছে তাহা লিখ।

উ। (ক) যদি কেহ কোন ব্যক্তির সম্মতি বিনা কোন অবস্থাবর দ্রব্য শঠতা ক্রমে তাহার অধিকার হইতে লইবার অভিপ্রায়ে ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করে, তবে তাহা চৌর্য্য অপরাধ হয় এমত বলা যায়।

(খ) যদি কেহ জ্ঞান পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির হানি করিবার কিম্বা অন্য ব্যক্তির কোন হানি হইবার ভয় জন্মায়, ও তদ্দ্বারা যাহার ভয় জন্মে তাহা হইতে কিছু দ্রব্য মূল্যবান নিদর্শন পত্র, দস্তখৎ করা কি মোহর করা যে কোন বস্তু লইয়া মূল্যবান নিদর্শন পত্র করা যাইতে পারে, তাহা, শঠতাক্রমে কোন ব্যক্তিকে দেওয়ায়, তবে সেই ব্যক্তি অপহরণ করে ;

(গ) যদি চুরি করিবার জন্য কিম্বা চুরি করণ কালে কি চৌর্য্যের দ্বারা প্রাপ্ত কোন দ্রব্য লইয়া যাওনেতে, কি লইয়া যাইবার উদ্যোগ করণেতে, অপরাধী সেই কার্য্য জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে, কি তাহাকে পীড়া দেয়, কি অন্যায় মতে অবরোধ করিয়া রাখে, কিম্বা হত্যা করিতে কি পীড়া দিতে কিম্বা অবরোধ করিয়া রাখিতে উদ্যোগ করে, কিম্বা কোন ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের কি তৎক্ষণাৎ পীড়ার কি তৎক্ষণাৎ অন্যায় মতে অবরুদ্ধ হইবার ভয় জন্মায় কি জন্মাইবার উদ্যোগ করে, তবে এমত স্থলে ঐ চৌর্য্য দস্যুতা হয়।

প্র। (ক) চুরি কোন্ স্থলে দস্যুতা হয় ও,—

(খ) কোন্ স্থলে ডাকাতী হয়?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে।

(ক) ইহার উত্তর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নে লেখা হইয়াছে।

(খ) যদি পাঁচ কি ততোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া দস্যুতা করে কি করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যাহারা একত্র হইয়া দস্যুতা করে কি করিবার উদ্যোগ করে ও যাহারা বিদ্যমান থাকিয়া সেই অপরাধের কি সেই উদ্যোগের সাহায্য করে, তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ যদি পাঁচ কি তাহার অধিক ব্যক্তি হয়, তবে যে প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ কার্য্য করে কি করিবার উদ্যোগ করে কি সাহায্য করে সে "ডাকাতী" করে কহা যায় ইতি।

প্র। অপরাধ ভাবে বিশ্বাস ঘাতকতার অর্থ কি?

উ। কাহার নিকটে কিছু সম্পত্তি কোন প্রকারে সমর্পিত

থাকিলে, কিম্বা সম্পত্তির উপর তাহার কোন প্রকারের প্রভুত্ব থাকিলে, যদি সেই ব্যক্তি শঠতা ক্রমে ঐ সম্পত্তি অবিহিত রূপে কি আপনার কর্ম্মে ব্যবহার করে, কিম্বা ঐ সমর্পণ ক্রমে আইন মতে যে প্রকারে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার নির্দ্দিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করিয়া, ঐ সমর্পণ ক্রমে কার্য্য করিবার বিষয়ে আইন মতের যে কোন করার স্পষ্টরূপে কি ভাবতঃ করিয়া থাকে তাহা লঙ্ঘন করিয়া, যদি শঠতাক্রমে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার কি হস্তান্তর করে, কিম্বা জ্ঞান পূর্ব্বক অন্য কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে দেয় তবে সে ব্যক্তি অপরাধ ভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করে।

প্র। বঞ্চনা করণ ও কৃত্রিম করণে প্রভেদ কি?

উ। (ক) যদি কেহ এক বস্তু অন্য বস্তুর স্বরূপ করে এবং তাহা করাতে তাহার বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় থাকে, কিম্বা তদ্দ্বারা কোন লোককে বঞ্চনা করিবার সম্ভাবনা জানে, তবে সেই ব্যক্তি কৃত্রিম করিয়াছে এমত বলা যায়।

(খ) যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া কোন দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে দিতে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে রাখিবার অনুমতি দিতে প্রতারণা ভাবে কি শঠতা ক্রমে সে বঞ্চিত ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মায়, কিম্বা সেই বঞ্চিত ব্যক্তির ভ্রান্তি না হইলে সে অকর্ত্তব্য যে কর্ম্ম করিত কিম্বা কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম করিত, এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কিম্বা এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিতে যদি জ্ঞান পূর্ব্বক তাহার প্রবৃত্তি জন্মায় ও তদ্রূপে যে কার্য্য করা যায়, কি যে কার্য্যের ত্রুটি হয় তাহাতে যদি ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির শরীরের কি মনের কি সুখ্যাতির কি সম্পা-

ত্তির হানি কি ক্ষতি হয় কি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বঞ্চনা করে এমত বলা যায়।

প্র। অপকারের অর্থ কি ?

উ। যদি কেহ সাধারণ লোকদের কি বিশেষ কোন ব্যক্তির অন্যায় মতে ক্ষতি কি অপচয় করিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা করিবার সম্ভাবনা জানিয়া, কোন সম্পত্তির নাশ করায়, কিম্বা যাহাতে সম্পত্তির মূল্য কি কর্ম্মণ্যতা নষ্ট কি ন্যূন হয় কিম্বা সম্পত্তি যাহাতে মন্দ হইতে পারে এমতে অহা পরিবর্ত্তন কি স্থানান্তর করে, তবে সে "অপকার করে।"

প্র। অনধিকার প্রবেশ কয় প্রকার এবং তাহাদের নাম কি ? অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ এবং দোষ ভাবে পরগৃহে প্রবেশের প্রভেদ কি ?

উ। (ক) ছয় প্রকার। যথা ;—

[১] অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ।

[২] পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।

[৩] লুক্কাইত রূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।

[৪] রাত্রিকালে লুক্কাইত রূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।

[৫] দোষ ভাবে পরগৃহে প্রবেশ।

[৬] রাত্রিযোগে দোষ ভাবে পরগৃহে প্রবেশ।

(খ) যদি কেহ কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা কোন সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে, তাহাকে ভয় প্রদর্শন কি তাহার অপমান করিবার কি তাহাকে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে তাহার ঐ সম্পত্তির সীমানার মধ্যে গমন কি প্রবেশ করে, কিম্বা

সেই সীমানায় আইন মতে গমন কি প্রবেশ করিয়াও যদি তদ্রূপ কোন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শন কি অপমান করিবার কি তাহাকে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে বেআইনী মতে ঐ সম্পত্তিতে থাকে, তবে সে অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ করে এমত বলা যায়।

পশ্চাল্লিখিত ছয় প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকারে যদি কেহ ঘরে কি তাহার কোন ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ রূপ দোষ করে, কিম্বা যদি সেই ব্যক্তি কোন অপরাধ করিবার জন্য ঐ ঘরে কি তাহার কোন ভাগে অবস্থিত হইয়া, কিম্বা ঘরে কোন অপরাধ করিয়া, ঐ ছয় প্রকারের কোন এক প্রকারে ঘর কি তাহার কোন ভাগ হইতে বাহির হয়, তবে সে "দোষ ভাবে পরগৃহে প্রবেশ দোষ" করে বলা যায়। ঐ ছয় প্রকার এই এই ;—

প্রথম। যদি পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার জন্য আপনার কিম্বা ঐ গৃহ প্রবেশের কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কৃত কোন পথ দিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

দ্বিতীয়। ঐ প্রবেশকারী কি ঐ অপরাধের সহায় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ, যে পথ মনুষ্যের যাতায়াতের পথ রূপে না জানে এমত কোন পথ দিয়া যদি প্রবেশ করে কি বাহির হয়, কিম্বা কোন প্রাচীর কি গৃহাদি উল্লঙ্ঘন কি আরোহণ করিয়া যে পথ দিয়া যাওয়া যায় এমত পথ দিয়া যদি প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

তৃতীয়। গৃহ-প্রবেশকারী ব্যক্তি যে উপায়ে পথ মুক্ত করিবার কল্পনা করে নাই এমত কোন উপায়ে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ

করিবার জন্য কোন ব্যক্তি কিম্বা তৎকার্য্যের সহায় কোন ব্যক্তি যে পথ মুক্ত করে, এমত পথ দিয়া যদি সে প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

চতুর্থ। যদি সে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার জন্য কিম্বা তৎকার্য্য করিবার পরে বাহির হইবার জন্য কোন তালা খুলিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

পঞ্চম। যদি সে অপরাধ ভাবে বল প্রকাশ কিম্বা আক্রমণ করিয়া কিম্বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবার ভয় দর্শাইয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়।

ষষ্ঠ। কাহার প্রবেশ না করিবার কি বাহিরে না যাইবার জন্য কোন পথ বন্ধ করা গিয়াছে জানিয়াও আপনি কিম্বা পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায় ব্যক্তি সেই রুদ্ধ পথ মুক্ত করিয়াছে জানিয়া, যদি সেই ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া প্রবেশ করে কি বাহির হয়, তবে সে দোষ ভাবে পরগৃহ প্রবেশের অপরাধ করে।

প্র। কিরূপ ভাবেব দলীলকে কৃত্রিম দলীল বলা যায়?

উ। যদি কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রকারের কর্ম্ম করে তবে সে কৃত্রিম দলীল করে বলা যায়, অর্থাৎ;—

প্রথম। যাহার দ্বারা কি যাহার অনুমতিক্রমে কোন দলীল প্রস্তুত হয় নাই ও সহী ও মোহর ও দস্তখৎ হয় নাই ইহা জ্ঞাত আছে, ও যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হয় নাই ও তাহাতে সহী ও মোহর ও দস্তখৎ হয় নাই ইহা অবগত আছে সেই সময়ে সেই ব্যক্তির কি তাহার অনুমতিক্রমে ঐ দলীল কি তাহার কোন অংশ প্রস্তুত করা গিয়াছিল ও তাহাতে সহী ও মোহর ও দস্তখৎ করা

গিয়াছিল এমত বিশ্বাস জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, যদি কেহ শঠতা ক্রমে কি প্রতারণা করিয়া কোন দলীল কি দলীলের কোন অংশ করে কি তাহাতে সহী কি মোহর কি দস্তখৎ করে, কিম্বা দলীলের দস্তখৎ হইবার কোন চিহ্ন করে অথবা,—

দ্বিতীয়। যদি কেহ আপনি কোন দলীল করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিলে পর, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দস্তখৎ হইলে পর, আইন সিদ্ধ ক্ষমতা ভিন্ন, শঠতা কি প্রতারণা ক্রমে ঐ দলীলের কোন গুরুতর, অংশ রহিত করিয়া কি প্রকারান্তরে, ব্যক্তির জীবৎমানে কি মরণান্তে পরিবর্ত্তন করে, অথবা,—

তৃতীয়। কোন ব্যক্তি মনের বিকৃতি কি মত্ততাবস্থা প্রযুক্ত কোন দলীলের মর্ম্ম কি তাহা যে রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা জানিতে পারে নাই, কিম্বা তাহার প্রতি বঞ্চনার কার্য্য হওয়া প্রযুক্ত জানে নাই, ইহা অবগত হইয়া যদি কেহ শঠতা ভাবে কি প্রতারণা ক্রমে সেই ব্যক্তিকে সেই দলীলের সহী কি মোহর কি দস্তখৎ করায় কিম্বা সেই দলীল পরিবর্ত্তন করায় তবে ঐ সকল স্থলে ঐ ব্যক্তি কৃত্রিম দলীল করে।

প্র। ব্যবসায়ীর চিহ্ন ও স্বামীত্বের চিহ্নের প্রভেদ কি?

উ। (ক) কোন বাণিজ্য বস্তু বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা বিশেষ কোন সময়ে কি স্থানে প্রস্তুত কি নির্ম্মিত হইয়াছে কিম্বা সেই বস্তুর বিশেষ গুণ আছে ইহার বোধক যে চিহ্ন দেওয়া যায় তাহাকে ব্যবসায়ীর চিহ্ন বলে ইতি।

(খ) কোন অস্থাবর দ্রব্য কোন বিশেষ ব্যক্তির আছে ইহার [illegible] যে চিহ্ন তাহাকে স্বামীত্বের চিহ্ন বলে ইতি।

প্র। নিম্নলিখিত ঘটনায় হরিকে কোন্ কোন্ অপরাধে দণ্ডনীয় করা যাইতে পারে?

(ক) হরি, রামকে গুরুতর আঘাতের ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে এক খানা সাদা কাগজে দস্তখৎ করিয়া দিতে বলিল, রাম তদনুসারে স্বাক্ষর করিল।

(খ) হরি পথের মধ্যে রামকে পিস্তল মারিবার ভয় দেখাইয়া, তাহাকে টাকা দিতে বলিল, রাম তাহাকে টাকা দিল।

(গ) হরি তাহার বন্ধু রামের বাড়ীতে যাইয়া তাহার অসাক্ষাতে পড়িবার নিমিত্ত এক খানা পুস্তক লইয়া আসিল, তৎপরে পুস্তকখানা বিক্রয় করিয়া নিজে পুস্তকের দাম লইল।

উ। (ক) হরি, রামকে গুরুতর আঘাতের ভয় প্রদর্শন করিয়া সাদা কাগজে দস্তখৎ করিয়া লওয়ায়, অপহরণ অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩৮৪ ধারা অনুসারে (তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ কি অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে) দণ্ডিত হইবে।

(খ) হরি, রামকে পিস্তল মারিবার ভয় দেখাইয়া টাকা লওয়ায়, দস্যুতা অপরাধে, ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩৯২ ধারা অনুসারে (দশ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদ কি অর্থ দণ্ডে) দণ্ডিত হইবে। (আর হরি যদি ঐ রূপ অপরাধ রাত্রে করিয়া থাকে, তবে চৌদ্দ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদের দণ্ডে) দণ্ডিত হইবে।

(গ) হরি, রামের বাড়ী হইতে পুস্তক লইয়া আসিয়া বিক্রয় করায়, অন্যের দ্রব্য পাইয়া ক্রমে অবিহিত রূপে আত্মসাৎ

করণ অপরাধে, ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৪০৩ ধারা অনুসারে (দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কি অর্থ দণ্ড কি উভয় দণ্ডে) দণ্ডিত হইবে।

প্র। দণ্ড বিধি আইনের কোন্ কোন্ স্থলে দণ্ডের ন্যূন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে ? অর্থাৎ তদপেক্ষা কম দণ্ড দেওয়ার আজ্ঞা বিচারককে দেওয়া হয় নাই, ঐ রূপ দুইটী উদাহরণ দেও ?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে ;—

(ক) যে স্থলে অপরাধী দস্যুতা কি ডাকাইতি করিবার সময়ে, কোন সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করে, কিম্বা কোন ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মায়, কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিবার কি গুরুতর পীড়া জন্মাইবার উদ্যোগ করে, অথবা,—

(খ) দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ সময়ে, অপরাধীর নিকটে কোন সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র থাকে, তবে সেই স্থলে সেই অপরাধীর কয়েদ হইবার দণ্ড কাল ন্যূন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ বিচারক তদপেক্ষা কম দণ্ড করিতে পারিবেন না।

উদাহরণ।

[১] রামধন, হরি, মধু, গোপাল, নবাই ও গোকুল এই ছয় ব্যক্তি, সড়কী, বল্লম, তলওয়ার ইত্যাদি অস্ত্র লইয়া সতীশ বাবুর বাড়ী ডাকাইতী করণ মানসে উপস্থিত হয়, উক্ত বাড়ীর জমাদার রাধানাথ সিংহ তাহাদিগকে বাধা দেওয়ায় দলপতি রামধন বাম্দী তলওয়ার দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলে, এরূপ স্থলে (ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩৯৭ ধারা

অনুসারে) রামধনের সাত বৎসরের ন্যূন কাল পর্য্যন্ত কারা- দণ্ড হইবে না অর্থাৎ বিচারক তাহার সাত বৎসরের ন্যূন কয়েদ দিতে পারিবেন না।

[২] উপরোক্ত উদাহরণে ডাকাইতগণ কোন অপকার না করিয়া যদি শুদ্ধ সতীশ বাবুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩৯৮ ধারা অনুসারে তাহাদিগকে সাত বৎসরের ন্যূন কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবে না।

প্র। নিম্নলিখিত দুইটা স্থলে যে বেআইনী আছে তাহা দেখাও।

(ক) অমরেশ বাবু এক জন প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, হরি নামক এক জন ভদ্র লোককে কার্য্য দিতে উক্ত ডেপুটী বাবুকে অনুরোধ করিবার জন্ত তাঁহারি স্ত্রী পুরস্কার স্বরূপে একটী স্বর্ণাঙ্গুরী গ্রহণ করেন, বিচারে ডেপুটী বাবুর তিন বৎসর কারাবাস এবং তাঁহার স্ত্রী নিরপরাধী হইল।

(খ) হরিঘোষ নামক এক ব্যক্তি চুয়াডাঙ্গার মুন্সফী আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইয়া কাছারী ভঙ্গ হইবার অগ্রে চলিয়া আসার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্থ হওয়ার বিচারে উক্ত ঘোষের ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস এবং ৫০০৲ শত টাকা অর্থ দণ্ড হয়।

উ। (ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ১৬৩ ধারা অনুসারে অমরেশ বাবু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের স্ত্রীর এক বৎসরের অনধিক কারাবাস কিম্বা অর্থ দণ্ড কি উভয় দণ্ড হইতে পারে, সুতরাং তিনি নিরপরাধিনী হওয়া বেআইনী।

(খ) হরিঘোষ আদালত ভঙ্গ হইবার অগ্রে চলিয়া আসার

ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ১৭৪ ধারা অনুসারে এক মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইতে পারে, সুতরাং তাহার ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস হওয়া বেআইনী।

প্র। কালী, কৃষ্ণ, গোকুল, বিপ্রদাস ও দেবী, এই পঞ্চ ব্যক্তি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ পূর্ব্বক কোন এক খণ্ড জমী দখল করিতে যায়, শরৎ, প্রিয় ও সমরেশ এই তিন ব্যক্তি যাহারা ঐ জমীর ন্যায্য দখলীকার ছিল, উহাদিগকে বাধা দেয়; যে দাঙ্গা উপস্থিত হয়, তাহাতে কালী, শরতের প্রাণ নাশ করে, প্রিয়, দেবীর প্রাণ নাশ করে, আর সমরেশ গোকুলকে বিশেষ রূপে প্রহার করে, কালী, কৃষ্ণ, গোকুল, বিপ্রদাস ও সমরেশ যদি কোন অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে, তবে কি অপরাধ নির্ণয় কর।

উ। (ক) কালী বিবাদী জমীর ন্যায্যাধিকারী, শরতের জ্ঞান পূর্ব্বক প্রাণ নাশ করায় জ্ঞান কৃত বধ অপরাধে অপরাধী, ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩০২ ধারা মতে তাহার প্রাণ দণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি তৎসহ অর্থ দণ্ড হইবে।

(খ) কৃষ্ণ, গোকুল ও বিপ্রদাস অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ ও হাঙ্গামা করণ অপরাধে অপরাধী এবং তাহাদের নিম্ন-লিখিত দণ্ড হইবে।

[১] অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ করায় ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ৪৪৭ ধারা অনুসারে তিন মাসের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কয়েদ হইবে,

কিম্বা তাহাদের পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

[২] হাঙ্গামা করণ অপরাধে ১৮৬০। ৪৫ আইনের ১৪৭ ধারা অনুসারে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবে কি তাহাদের অর্থ দণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

(গ) প্রিয়, সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করণ কালে দেবীর প্রাণ নাশ করায়, ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ১০৩ ধারা অনুসারে তিনি নির্দ্দোষী।

(ঘ) সমরেশ সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করণ কালে প্রহার করায় ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ১০৪ ধারা অনুসারে তাহার কোন অপরাধ হইবে না।

প্র। নিম্নলিখিত স্থলে সুরেন্দ্র কি অপরাধে অপরাধী হন, এবং তোমার উত্তরে ইহাও দেখাইবে যে, কি হেতুতে তাহার সেই অপরাধ হয়?

(ক) সতীশ, সুরেন্দ্রকে রাজেন্দ্রের আকার প্রকার বর্ণনা করিয়া তাহার হত্যা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিল, সে রামকে হত্যা করিল, কারণ সতীশ, রাজেন্দ্রের আকার প্রকার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, রাম সেই বর্ণনার অনুরূপ ব্যক্তি।

উ। সুরেন্দ্র, রামকে বধ করায় জ্ঞানকৃত বধ অপরাধে অপরাধী হইবে, কারণ রামের সহিত কোন বিবাদ প্রযুক্ত তাহার কোন রাগ উদ্দীপ্ত অথবা অজানিত ভাবে হত্যার কোন কারণ হয় নাই, সুরেন্দ্রের প্রকৃত বিশ্বাস ছিল, আমি রাজেন্দ্রকেই হত্যা করিতেছি, যদিও রাজেন্দ্রের পরিবর্ত্তে,

রামের হত্যা হইয়াছে, তাহা হইলেও হত্যা করিবার অপরাধ যুক্ত সম্পূর্ণ অভিপ্রায় থাকায় তিনি জ্ঞানকৃত বধাপরাধে সম্পূর্ণ অপরাধী, সুতরাং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও তৎসহ সম্পত্তি দণ্ডও হইবে ?

প্র। নিম্নলিখিত অপরাধ গুলিতে দণ্ডবিধি আইনের কত ধারা মতে কি কি দণ্ড হইতে পারে।

(ক) গৃহে অগ্নি প্রদান।

(খ) মুদ্রা কৃত্রিম করণ।

(গ) চৌর্য্য করণ।

(ঘ) অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ।

(ঙ) মিথ্যা ফৌজদারী অভিযোগ।

উ। নিম্নলিখিত ধারা মতে, নিম্নলিখিত দণ্ড হইবে।

(ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ধারা অনুসারে গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া অপকার করণ অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইবে, কিম্বা সে দশবৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, তাহাতে অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৩১ ধারা অনুসারে, মুদ্রা কৃত্রিম করণাপরাধে সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ কিম্বা অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডও হইতে পারে।

(গ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারা অনুসারে চৌর্য্য করণাপরাধে তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত

কোন এক প্রকারে কয়েদ কিম্বা অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডও হইতে পারে।

(ঘ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৭ ধারা অনুসারে অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ করণাপরাধে তিন বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কয়েদ কিম্বা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইতে পারে।

(ঙ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারা অনুসারে, ফৌজদারী মোকদ্দমার মিথ্যা অভিযোগ করণাপরাধে দুই বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইতে পারে, কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ডও হইতে পারে ও যে অপরাধের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কিম্বা সাত বৎসরের কি তাহার অধিক কাল পর্য্যন্ত কয়েদের দণ্ড হইতে পারে, এমত অপরাধের মিথ্যা নালিশ হইয়া যদি কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে সাত বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ ও অর্থদণ্ডও হইতে পারে।

প্র। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের নিম্নলিখিত ধারা গুলি কোন্ কোন্ অপরাধীর উপর বর্ত্তে?

(ক) ৩০২ ধারা।

(খ) ৩৭৬ ধারা।

(গ) ৩৯২ ধারা।

(ঘ) ৪৫৭ ধারা।

(ঙ) ৩৬৩ ধারা।

উ। (ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা জ্ঞানকৃত বধ অপরাধে, অপরাধীর উপর বর্ত্তে।

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারা বলাৎকার করণ অপরাধে অপরাধীর উপর বর্ত্তে।

(গ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯২ ধারা দস্যুতা অপরাধে অপরাধীর উপর বর্ত্তে।

(ঘ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা হাঙ্গামা করিবার অপরাধে অপরাধীর উপর বর্ত্তে।

(ঙ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৩ ধারা মনুষ্য চুরি করণ অপরাধে অপরাধীর উপর বর্ত্তে।

প্র। এমত কতকগুলি অপরাধের নাম কর যাহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান আছে।

উ। নিম্নলিখিত অপরাধ।

(ক) মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধে উদ্যোগ করণ কি সহায়তা করণ অপরাধ।

(খ) জ্ঞানকৃত বধ করণ অপরাধ।

প্র। অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ অপরাধের সাধারণ দণ্ডের বিধান কি?

উ। যে অপরাধ করিলে দণ্ডবিধি আইন অনুসারে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদ হইবার দণ্ড হয়, এমত কোন অপরাধ করিতে কি করাইতে যদি কেহ উদ্যোগ করে ও সেইরূপ উদ্যোগে ঐ অপরাধ করিবার উপলক্ষে কোন কর্ম্ম করে তবে দণ্ড বিধিমতে ঐরূপ উদ্যোগের দণ্ডের কোন স্পষ্ট বিধান না থাকিলে উক্ত আইনের ৫১১ ধারা মতে সেই অপরাধের জন্য

অত্যধিক যতকাল যে প্রকারে দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি কয়েদ হইবার বিধি থাকে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির সেই প্রকারে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কয়েদ হইবেক কিম্বা ঐ অপরাধের জন্য যত অর্থদণ্ডের বিধান হইয়াছে তাহার তত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক।

ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২। ১০ আইন।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দে কি বুঝায় ?

(ক) নালিশ। (খ) অনুসন্ধান। (গ) হাইকোর্ট

(ঘ) ক্লার্ক অব দি ক্রৌন।

(ঙ) রাজকীয় অভিযোক্তা।

(চ) পুলীস থানার অধ্যক্ষ।

(ছ) ওয়ারেণ্ট মোকদ্দমা।

(জ) ইউরোপীয় বৃটিস প্রজা।

নালিশ।

উ। (ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন, এই আইন মত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক বা লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে "নালিশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু কোন পুলীস কর্ম্মচারীর রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

অনুসন্ধান।

(খ) এই আইন মতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য পুলীসের দ্বারা কিম্বা এতদর্থে ম্যাজিষ্ট্রেটের কিম্বা ক্ষমতা

প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের বা পুলীস কর্ম্মচারীর ছাড়া কোন ব্যক্তি দ্বারা যে সকল কার্য্যে অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে "অনুসন্ধান" শব্দে তাহাও বাচ্য।

হাইকোর্ট।

(গ) ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে "হাইকোর্ট" শব্দে কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ও রেঙ্গুনের রেকর্ডার বুঝাইবে। অন্যস্থলে "হাইকোর্ট" শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থে উচ্চতম আদালত বুঝাইবে কিম্বা প্রচলিত আইন ক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে এতদর্থে যে কার্য্য কারককে নিযুক্ত করেন, "হাইকোর্ট" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

ক্লার্ক অব দি ক্রোন।

(ঘ) ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক আইনের দ্বারা ক্লার্ক অব দি ক্রোনের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে চীফ জষ্টিস সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্য কারককে বিশেষ মতে নিযুক্ত করেন "ক্লার্ক অব দি ক্রোন" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে।

রাজকীয় অভিযোক্তা।

(ঙ) "রাজকীয় অভিযোক্তা" শব্দে ফৌজদারী মোকদ্দমার

কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৪৯২ ধারা মতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশ ক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে ও কোন হাইকোর্টে আদৌ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য ক্রমে কার্য্য কালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

পুলীস থানার অধ্যক্ষ।

(চ) পুলীস থানার অধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে কিম্বা পীড়া বশতঃ আপন কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে তৎপরবর্ত্তী নিম্ন পদের যে কর্ম্মচারীর কনেষ্টবলের উর্দ্ধতন পদস্থ হইয়া পুলীস থানায় উপস্থিত থাকেন, "পুলীস থানার অধ্যক্ষ" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে অন্য যে পুলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

ওয়ারেণ্ট মোকদ্দমা।

(ছ) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড "ওয়ারেণ্ট মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা।

(জ) [১] শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেট-ব্রিটন ও আর্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয় উপ-নিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নব জিলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা অন্তরীপ কি নেটাল উপনিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন, কি চিরবাসী হন, তিনি,—

[২] তাঁহার ঔরষ পুত্র, কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র ও দৌহিত্রী।

প্র। হাইকোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালত কয় শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাহাদের নাম কি?

উ। পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—

[১] সেশন আদালত।

[২] প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

[৩] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

[৪] দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

[৫] তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

প্র। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি রূপ শ্রেণীর কর্ম্মকারকের উপর জিলার উপবিভাগের ভার দিতে পারিবেন?

উ। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জিলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতা ভার দিতে পারিবেন।

প্র। কোন্ কোন্ মাজিষ্ট্রেট বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত?

উ। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমা সম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ বিশেষ নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণতঃ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইন ক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সকল কি অল্পতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, সেই সেই মাজিষ্ট্রেট বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

প্র। কোন্ কোন্ রাজকীয় কার্য্য কারক জিলার মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কার্য্য পদ্ধতির বিধান করিতে পারিবেন? বিধান গুলির নাম লিখ।

উ। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন জিলার মধ্যে মাজিষ্ট্রেট-দের বেঞ্চের কার্য্য পদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, সেই বিধি এই আইনর সঙ্গত হইবে, তন্মধ্যে এই এই বিষয়ের বিধান থাকিবে।

(ক) যে প্রকারে মোকদ্দমার বিচার হইবে।

(খ) অধিবেশনের সময় ও স্থান।

(গ) বিচার কার্য্য চালাইবার জন্য কে কে অধিবিষ্ট হইবেন।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদেব মতেব অনৈক্য হইলে যে রূপে তাঁহাদেব বিবাদ নিষ্পত্তি কবা যাইবে।

প্র। প্রধান মাজিষ্ট্রেট আপনাব বিচারাধীন স্থানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে কি কি বিধান করিতে ক্ষমতাপন্ন?

উ। নিম্নলিখিত বিধান;—

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেটদের নানা আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ ও বিলি করিবার ও রীতি নির্দ্দেশ করিবার বিধি।

(খ) মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে যে সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবে তাহার বিধি।

(গ) যাহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবে তাহার নির্বাচনের বিধি।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি।

ঙ। শান্তি রক্ষার্থে জষ্টিসদিগের বিষয়ে বিধি।

প্র। কোন্ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কিরূপ দণ্ড বিশিষ্ট অপরাধের বিচার শ্রবণ করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন?

উ। নিম্নলিখিত দণ্ড বিশিষ্ট অপরাধ।

(ক) যে অপরাধে সাত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারা দণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট অপরাধের বিচার করিবেন না।

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারা দণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

(গ) যে অপরাধে ১ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

প্র। মাজিষ্ট্রেটদের আদালত কি কি দণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন?

উ। নিম্নলিখিত দণ্ড?—

(ক) বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত।	আইনে নির্জ্জন বদ্ধকরণ রূপ দণ্ডের অনুমতি থাকিলে তৎ সহিত ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা কশাঘাতের আজ্ঞা করিতে ও আইনে উক্ত কোন দুইদণ্ড সংযোগ করিবার অনুমতি থাকিলে তাহার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	আইন মত নির্জ্জন কারা দণ্ড সমেত দুই বৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড; এক হাজার টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড, কশাঘাতের দণ্ড।
(গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	আইন মত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয় মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কশাঘাত দণ্ড।
(ঘ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড ৫০৲ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড।

প্র। মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা ও অতিরিক্ত ক্ষমতা শব্দের অর্থ কি?

উ। (ক) জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট যে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি নিম্নে যথা ক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেই সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের নিয়মিত ক্ষমতা বলে।

(খ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া ৪র্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাহার নিয়মিত ক্ষমতার

অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থল বিশেষে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন। সেই ক্ষমতাই অতিরিক্ত ক্ষমতা।

প্র। পুলীস কর্ম্মকারক বা মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করণ কালে কোন্ কোন্ স্থলে সর্ব্বসাধারণে সাহায্য করিতে বাধ্য।

উ। নিম্নলিখিত স্থলে।

(ক) মাজিষ্ট্রেট বা পুলীস কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য।

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্পত্তি হানির চেষ্টা নিবারণার্থে।

(গ) কিম্বা হাঙ্গামা দমন করণার্থে, মাজিষ্ট্রেট কি পুলীসের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরেই হউক তাঁহার সাহায্য করিতে হইবে।

প্র। গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী কোন্ কোন্ বিষয় রিপোর্ট করিতে বাধ্য?

উ। নিম্নলিখিত বিষয় রিপোর্ট করিতে বাধ্য।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকিদার কি পুলীস কর্ম্মচারী হন, কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখলিকার হন কিম্বা গোমস্তা থাকেন কিম্বা যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরাদ্রব্য গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিয়ত বা কিয়ৎকালীন বাস করিবার কথা।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলায়িত কি কয়েদি কি ঘোষিত অপরাধী বলিয়া তাঁহার জানা আছে কিম্বা যাহার

বিষয়ে যুক্তিমতে তাঁহার এমত সংশয় থাকে সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্য দিয়া যাইবার কথা।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) সেই গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যুর কিম্বা সন্দেহজনক অবস্থার মৃত্যুর কথা।

প্র। কোন্ কোন্ স্থানে পুলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে সক্ষম?

উ। পুলীসের কর্ম্মকারক পশ্চালিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারেণ্ট না পাইয়াও এই এই ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবে অর্থাৎ,—

প্রথম। যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তি সিদ্ধমতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকাব নালিশ করা যায় কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তি মতে তদ্রূপ অপবাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাস যোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় বা যুক্তিমত সংশয় হয় তাহাকে।

দ্বিতীয়। গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র আইন সিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহাকে।

তৃতীয়। ফৌজদারী কার্য্য বিধান আইনানুসারে কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

চতুর্থ। চোরাদ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয়

থাকিতে পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে।

পঞ্চম। কোন ব্যক্তি পুলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ সময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইন মতে হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে তাহাকে।

ষষ্ঠ। শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর পল্টন হইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে।

প্র। অপরাধী কিরূপ অবস্থায় সামান্য ব্যক্তি দ্বারা ধৃত হইবে।

উ। ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হইয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

প্র। সাধারণতঃ সমন কিরূপে জারী করিতে হইবে?

উ। পুলীসের কর্ম্মকারক দ্বারা সমন জারী হইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান আইনের সঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন সে বিধির নিয়মাধীনে যে আদালত সমন দেন সেই আদালতের কর্ম্মচারীর দ্বারা সমন জারী করা যাইবে।

(ক) যে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর তদ্রূপে সমন জারী করা

যায় জারী কারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে তিনি তাহার রসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

প্র। গবর্ণমেণ্ট কি রেলওয়ের কর্ম্মচারীর নামে কিরূপে সমন জারী করিতে হয়?

উ। যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির চলিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে যে কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন ঐ সমন প্রচারক আদালত সামান্যতঃ সেই কার্য্যালয়ে প্রধান কর্ম্মকারকের নিকট ঐ সমনের দুইকেতা পাঠাইবেন তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে ঐ প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার উপর তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের দশ আইনের ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবে এবং ঐ ধারার আদেশ মত পৃষ্ঠলিপির সহিত তাহা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

প্র। যাঁহার নামে সমন হয় তিনি স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে কিরূপে সমন জারী করা উচিত?

উ। কোন আদালত যে সমন দেয় তাহা তাহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা থাকে, আদালত তথায় তাহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সমনের দুোকর লিপি পাঠাইবেন।

প্র। কিরূপ ভাবে ঘোষণা পত্র প্রচার করিতে হইবে।

উ। (ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে, কি গ্রামে

বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণা পত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্য রূপে পাঠ করা যাইবে।

(খ) সেই ব্যক্তি সচরাচর যে গৃহে বা বসত বাটীতে থাকে তাহার কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও,—

(গ) সেই ঘোষণা পত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

প্র। পলাতক ব্যক্তির অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি কি রূপ প্রকারে আদালত ক্রোক করিতে সক্ষম?

উ। নিম্নলিখিত প্রকারে,—

(ক) আটক করণ দ্বারা কিম্বা,—

(খ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা কিম্বা,—

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা কিম্বা,—

(ঘ) উপরি লিখিত সমুদয় বা কোন দুইটি উপায় দ্বারা ক্রোক করা যাইবে, যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের মাল গুজারী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে, সেই জিলার কালেক্টরের দ্বারা এই ধারা মতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন।

(ঙ) দখল করণ দ্বারা কিম্বা,—

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা কিম্বা,—

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজনা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধ সূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা কিম্বা,—

(জ) এই এই উপায়ের মধ্যে সমুদয় কি কোন দুইটি দ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

প্র। কি কি কারণে আদালত সমনের পরিবর্ত্তে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন ?

উ। কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইন ক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন।

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মান্য করিবে না; কিম্বা ;—

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয়, এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময় নিয়মিত রূপে জারি করা হয়, তাহাতে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তি সিদ্ধ কারণ দর্শান না যায়।

প্র। কোন্ কোন্ বিষয় অনুসন্ধান জন্য কোন্ কোন্ রাজকীয় কার্য্য কারক তলাসী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন, ও তলাসী পরওয়ানা জন্য পুলিসের কর্ম্মকারকের উপর কি কি ক্ষমতা দিতে পারেন ?

উ। (ক) নিম্নলিখিত স্থলে,—

কোন স্থান জোর-পূর্ব্বক খালিয়া [illegible] করিবার [illegible], কিম্বা জাল করা কিম্বা কৃত্রিম মোহর কিম্বা কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প বা মুদ্রা কিম্বা মুদ্রা বা ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র [illegible]

সরঞ্জাম রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থান স্বরূপে ব্যবহার হইয়াথাকে; কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কিম্বা কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প কি কৃত্রিম মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা কি ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে।

(খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ,—

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি সবডিভিজনের মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সন্ধান পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, তিনি পুলীসের কনেষ্টবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া, নিম্নলিখিত ক্ষমতা দিতে পারেন,—

[১] তাঁহাকে প্রয়োজন মত সহকারী লোক লইয়া উচ্চ কোন স্থানে প্রবেশ করিবার এবং,—

[২] পরওয়ানার নির্দ্দিষ্ট মতে অন্বেষণ করিবার ও,—

[৩] যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তি সিদ্ধ মতে তাহা চোরা কি অন্যায় মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কুট জ্ঞান করিলে তাহা, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার ও,—

[৪] ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্রাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধীকে যত কাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায়, তত কাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিম্বা তাঁহা লইয়া কোন নির্বিঘ্ন স্থানে রাখিবার এবং,—

[৫] ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায় মতে পাওয়া গিয়াছে, কিম্বা উক্ত দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম কিম্বা মুদ্রা কি ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম কারবার কি জাল করিবার জন্য ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে কি ব্যবহার কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকে, ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ষ্ট্যাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সহজ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়, এমত যে যে ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারেবন।

প্র। শান্তিরক্ষার মোচলকা লইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিরূপ স্থলে কাহার উপর সমনজারী করিতে পারেন?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে;—হাঙ্গামা, কি আক্রমণ কি অন্য প্রকারে শান্তি ভঞ্জন, কিম্বা তাহাতে সহায়তা করণ কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বেআইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে, অপরাধ জনক রূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলেও, উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে

শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে, ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থদণ্ডের নিয়মে তিনবৎসরের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্ত তাহাকে শান্তি ভঙ্গ না করিবার জামিন সহ কি জামিন বিনা নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্র। কিরূপ সংবাদ পাইলে কোন্ কোন্ রাজকীয় কার্য্যকারক ভ্রমণকারী ও সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট সদাচারের জামিন লইতে পারিবেন?

উ। নিম্নলিখিত রাজকীয় কার্য্যকারক;—

(ক) যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে,—

[১] তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতেছে ও কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

[২] যাহার দিনপাতের কোন প্রকার উপায় নাই কিম্বা যে আপনার সম্বন্ধ জনক বিবরণ জানাইতে পারে না উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক যত কাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, উক্ত কালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিন সহ নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

প্র। অপরাধ গ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে জামিন লইবার হুকুম হইলে, মাজিষ্ট্রেট নিবন্ধ পত্রে কি কি বিষয় লিখিবেন?

উ। নিম্নলিখিত বিষয়,—

(ক) যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম।

(খ) যে নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ।

(গ) যতকাল তাহা বলবৎ থাকে সেই কাল।

(ঘ) ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এই এই কথা লেখা থাকিবে।

প্র। সদাচারের জামিন দেওয়ার আজ্ঞা হইলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন না দেয়, তবে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্য্য অবলম্বন করা উচিত?

উ। নিম্নলিখিত কার্য্য প্রণালী।

(ক) কোন ব্যক্তি ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৬ কি ১১৮ ধারা মতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়াবস্তু হইবার তারিখে কি তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে, পশ্চাল্লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে, কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট জামিন দিবার আজ্ঞা করেন, সেই আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা আজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে থাকে, সেই জেলের অধ্যক্ষ তার প্রধান কার্য্যকারকের নিকট ঐ সময় মধ্যে সে জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

[১] মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের

নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত রূপ জামিন না দেয়, তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট শেসন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার ওয়ারেণ্ট দিবেন, এবং তদ্বিষয়ে কাগজ পত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতেব কি হাইকোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

[২] ঐ আদালত কি কোর্ট তাহা দৃষ্টি করিলেও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ কবেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন না দিলে যত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয়, তাহা তিন বৎসরেব আধিক হইবে না।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তিগণ কিরূপ কার্য্য জন্য আইন মতে অপরাধ হইতে মুক্ত জ্ঞান হইবে।

উ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ।

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট কি সেনাপতি কি পুলীসের কর্ম্মকারক কি সীপাহি কি ভলণ্টিয়র ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের নবম অধ্যায় মতে যে কর্ম্ম করেন তজ্জন্য মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

(খ) নিম্নলিখিত রূপে।

[১] কোন মাজিষ্ট্রেট কি পুলীসের কর্ম্মকারক ফৌজদারী

মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের নবম অধ্যায় মতে সরল মনে কার্য্য করিলে, ও,—

[২] কোন কর্ম্মকারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৩১ ধারা মতে সরল মনে কার্য্য করিলে ও,—

[৩] কোন ব্যক্তি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১২৮ কি ১৩০ ধারা মত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরল মনে কোন কার্য্য করিলে ও,—

[৪] কোন অধঃস্থন কর্ম্মচারী কি সামান্য সৈনিক কি ভলণ্টিয়ার সৈন্য সংক্রান্ত আইনানুসারে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, সেই আজ্ঞাপালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে ও,—

[৫] তাহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

প্র। সাধারণের অনিষ্ট কার্য্য না হইবার জন্য নিষেধ আজ্ঞা প্রদান করিলে তাহা কতদিন বলবৎ থাকিবে?

উ। লোকের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা স্বচ্ছন্দতার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে কাগজ পত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে আজ্ঞা না দিলে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৪৪ ধারা মতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা, আজ্ঞার তারিখ অবধি ২ মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

প্র। যে পর্য্যন্ত লিখিত কার্য্য দ্বারা অবজ্ঞা না হয় ব্যক্তি-

ষ্ট্রেট তাবৎ কোন্ কোন্ গতিকে কোন্ জমি বা ফসল কাহার স্থির রাখিতে পারিবেন ?

উ। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন বিচরাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে স্থাবর সম্পত্তি সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, পুলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া স্বদ্বোধ মতে জানিলে আপন স্বদ্বোধ মতে তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতুর ফরকারী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপনার আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপন আপন দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন, (অর্পিত হইল) উক্ত মাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, উভয়ের অর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন। তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন, ঐ সাক্ষ্যের বলবত্তা-বিবেচনা করিবেন আর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাহা লইবেন ও তদনন্তর বিবাদীয় বিষয় কোন পক্ষের দখল আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিয়া যে ব্যক্তি দখলে থাকে, সেই ব্যক্তিকে যতকাল বেদখল না করা যায় তত কাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও তত কাল তাহার দখলে কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্র। এক ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে

ফৌজদারী আদালত কোন্ স্থানে তাহাকে দখল পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ?

উ। বিবাদীয় সম্পত্তি এক পক্ষে দখল আছে ঐ মাজিষ্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিলে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৪৫ ধারা মতে সেই ব্যক্তিকে যতকাল বেদখল না করা যায় তত কাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও তত কাল তাহার দখলের ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

প্র। ভূমি সম্বন্ধীয় বিবাদে যে স্থানে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে মাজিষ্ট্রেট কি কি ক্ষমতা মতে কার্য্য করিতে পারিবেন ?

উ। নিম্নলিখিত মতে ;—

(ক) ইহার প্রথমাংশের উত্তর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে লেখা হইয়াছে, অবশিষ্ট যথা ;—বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখল নাই ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্দ্ধার্য্য করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে, সেই কথা স্ববোধ মতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত, এই কথা যত কাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায়, তত কাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

(খ) কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে কার্য্য করিবার কি তাহা ধারণ করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানে বিবাদ আছে, ও তাহাতে শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ঐ রূপ কোন মাজিষ্ট্রেট স্ববোধ মতে এই কথা জানিলে ইহার

অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে, অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে, সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কি স্থল বিশেষে তাহা করিতে স্বত্ববান উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এই রূপ নিষ্পত্তি যত কাল না হয় তত কাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থল বিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকার মতে বার মাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকার ক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কাল বিশেষে অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে, তবে নালিশ হইবার পূর্ব্বে সেই কালে ঐ অধিকার ক্রমে কার্য্য না হইলে, মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ধারা মতে কোন কার্য্য করিবার অনুমতি সূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

(গ) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের দ্বাদশ অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইবে। কোন জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্য পাঠাইতে পারিবেন ও তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি দর্শাইবার জন্য তৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয়, তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে, ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন, যে ব্যক্তিকে ঐ রূপে পাঠান যায়,

তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমার সাক্ষ্য স্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে, ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক আইনের দ্বাদশ অধ্যায় মত কার্য্যানুষ্ঠানের কোন পক্ষ সাক্ষীর বা উকীলের কি বা ঐ উভয় বলিয়া কোন খরচ করিলে যে মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৪৫, ১৪৬ বা ১৪৭ ধারা মতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কি ঐ খরচ দিবেন, উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ এবং সমস্ত বাকী অংশ বা পরিমাণ দিবে এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্র। কিরূপ স্থলে পুলীস থানার অধ্যক্ষ সাক্ষীগণকে উপস্থিত করিতে ক্ষমতাপন্ন ?

উ। পুলিসের যে কর্ম্মকারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি যে ব্যাপারে অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে প্রাপ্ত সংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে তিনি অনুজ্ঞা পত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে।

প্র। পুলীসের কর্ম্মকারক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন কি না এবং সেই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে কি না ?

উ। (ক.) পুলীসের কর্ম্ম কারক মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কালে যে ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে, এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির

বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন, যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভি· যোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে। তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে হইবে।

(খ) পুলীসের কার্য্য কারকের অনুসন্ধান সময়ে কোন ব্যক্তির মৃত্যু কালীন উক্তি ছাড়া যে উক্তি হয় তাহা ফৌজদারী কার্য্য বিধান আইনের ১৬২ ধারামতে কিম্বা সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২। ১ আইনের ২৫ ধারা মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য স্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে না।

প্র। পুলীসের কর্ম্মকারক কিরূপ স্থলে সাক্ষীকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে সক্ষম?

উ। কোন সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ফৌজদারী মোক-দ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৭০ ধারা নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে- পুলীস থানার অধ্যক্ষ ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১৭১ ধারা মতে তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

প্র। রোজ নামচা কাহাকে কহে? প্রতিবাদী কিম্বা তাঁহার মোক্তার কোন্ সময়ে ঐ রোজ নামচা ব্যবহার করিতে পারেন?

উ। পুলীসের কর্ম্মকারক যে অনুসন্ধান করেন, এবং তিনি তৎসম্পর্কে দিন দিন যে কার্য্য করেন, তাহার বৃত্তান্ত যে বহীতে লেখেন অর্থাৎ অপরাধীর সংবাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে

পৌঁছে, ও তিনি অনুসন্ধান কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন, ও যে স্থানে কি যে যে স্থানে যান ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ যে বহীতে লেখেন তাহাকে কার্য্যের রোজ নামচা বলা যায়।

(ক) পুলীসের যে কর্ম্মকারক রোজ নামচা লিখিয়াছেন তিনি যদি তাঁহার স্মরণ চিহ্নের উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি ঐ পুলীসের কর্ম্মকারকের কথা খণ্ডাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারা বা স্থল বিশেষে ১৪১ ধারা অনুসারে প্রতিবাদী কি তাঁহার মোক্তার উক্ত রোজ নামচা দেখিতে সক্ষম।

প্র। কোন্ কোন্ অপরাধ শ্রবণ মাত্র পুলীসের কর্ম্মকারক নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে রিপোর্ট (Report) দিয়া পরে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন?

উ। নিম্নলিখিত অপরাধ,—

(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা,—

(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে কিম্বা জন্তু দ্বারা বা কলে পড়িয়া বা অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে কি,—

(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তি সিদ্ধ সন্দেহ হয়, এই সংবাদ পাইলে।

প্র। কোন্ কোন্ মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন।

উ। এই এই মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন, যথা ;—কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

প্র। কোন অপরাধের বিচার ও তদন্ত যে স্থানে হইবে, তাহার সাধারণ নিয়ম কি? নিম্নলিখিত অপরাধের বিচার সাধারণ নিয়মানুসারে কোথায় হইবে?

(ক) বর্দ্ধমান জেলায় হরি আঘাতি হইয়া নদীয়া জেলায় মরিল, অপরাধ যুক্ত হত্যার বিচার কোন্ জিলায় হইবে?

(খ) হরি রাজসাহী হইতে একটি গরু চুরি করিয়া মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের মধ্য দিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়, এই অপরাধের বিচার কোন্ জিলায় হইবে?

উ। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালতের দ্বারা তদন্ত ও বিচার করা যাইবে। (ফৌঃ কাঃ ১৭২ ধাঃ)

(ক) ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৭২ ধারা অনুসারে হরির বিচার বর্দ্ধমানে হইবে।

(খ) ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৭২ ধারা অনুসারে হরির গরু চুরির মোকদ্দমা রাজসাহীতে হইবে।

প্র। ঢাকায়, রাম, গোপাল কর্ত্তৃক আহত হইয়া, চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আইসে এবং তথায় সেই আঘাত জন্য অসুস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, গোপাল জ্ঞান কৃত বধের তুল্য নহে,

এমন অপরাধ যুক্ত নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইল, এই অপরাধের জন্য গোপালের বিচার কোথায় হইবে?

উ। ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৭৯ ধারা অনুসারে গোপালের বিচার ঢাকায় কিম্বা কলিকাতায় হইতে পারিবে।

প্র। বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করিলে, মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন?

উ। যখন কোন প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎ পক্ষে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাহার বিচারাধীন স্থানে মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে (ব্রিটীষ ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক আর বাহিরে হউক) কোন অপরাধ করিয়াছে ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৭৭ ধারা হইতে ১৮৪ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না কিন্তু প্রচলিত কোন আইন বলে ব্রিটীষ ভারতবর্ষ মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে স্বীয় বিচারাধীন স্থান মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পাইতেন তদ্রূপ তদন্ত লইতে ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে, তৎক্রমে, তাহাকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে তাঁহার নিকটে

তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত জামিন সহিত বা জামিন ব্যতীত নিবন্ধন পত্র লইতে পারিবেন, উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং কাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আবদ্ধ করিতে হইবে, এই ধারা ক্রমে কার্য্যকারী মাজিষ্ট্রেট এই বিষয় কিছু স্থির করিতে না পারিলে হাইকোর্ট আজ্ঞা জন্য মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন।

প্র। ব্রিটীষ প্রজারা ব্রিটীষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে, তাহাদের বিচার কোথায় হইবে?

উ। (ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৮৮ ধারা মতে) যে কোন স্থানে ব্রিটিষ প্রজাকে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তাহার সেই অপরাধ হেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে।

প্র। পলিটিকাল এজেণ্ট শব্দের অর্থ কি? ও কোন কোন্ ব্যক্তি পলিটিকাল এজেণ্ট বলিয়া গণ্য?

উ। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৮৮ ও ১৮৯ ধারা মতে পলিটিকাল এজেণ্ট শব্দে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে ও তাঁহারা ঐ শব্দে গণ্য হইবেন।

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে প্রধান যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ হন্ তিনি।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কিম্বা

মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধীদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন মতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের একাংশ ভিন্ন কোন দেশের পলিটিকাল এজেণ্টের সকল কি কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণার্থে ব্রিটিষ ভারতবর্ষস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি।

প্র। কোন্ কোন্ মাজিষ্ট্রেট, কোন এক অপরাধ, কখন ধর্ত্তব্য করিতে পারিবেন?

উ। (ক) নিম্নলিখিত মাজিষ্ট্রেটগণ:—

কোন প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ও এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট।

(খ) নিম্নলিখিত স্থলে;—

[১] কোন অপরাধাত্মক ঘটনার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে কিম্বা,—

[২] উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পুলীসের রিপোর্ট পাইলে কিম্বা,—

[৩] পুলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

প্র। মাজিষ্ট্রেট কি কি ক্রমে বাদীর এজাহার লইবেন?

উ। নিম্নলিখিত মতে।

(ক) নালিশ হইলে যে মাজিষ্ট্রেট, কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন তিনি শপথ করাইয়া বাদীর পরীক্ষা লইবেন ও সেই

পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন কিন্তু,—

(খ) লিখিয়া নালিশ করা গেলে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৯২ ধারা মতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের যে বাদীর পরীক্ষা লইতে হইবে এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞাত হইবে না।

(গ) উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলে, প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি শপথ করাইয়া কি না করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তাহা লেখা লইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(গ) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১৯২ ধারা মতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে যে মাজিষ্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন তিনি বাদীর পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তিনি বাদীকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য।

প্র। অভিযোগ কাহাকে কহে? অভিযোগ পত্রে অপরাধের অবস্থা কি প্রকারে বর্ণনা করিতে হয়?

উ। (ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন, ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইন মতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক

কি লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে নালিশ বা অভিযোগ তাহাকে কহে।

(খ) অভিযোগ পত্রে নিম্নলিখিত রূপে অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে।

[১] যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে অভিযোগ পত্র কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

[২] যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে, প্রতিবাদীর নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয়, তাহা যেন সে জানিতে পায়, এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশ করণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

[৩] যে আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায় অভিযোগ পত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

প্র। অভিযোগ পত্র উপস্থিত করিলে কি অনুমান হইবে?

উ। কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন সংক্রান্ত যে যে নিয়ম না থাকিলে আইন মতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না, সেই স্থলে ঐ ঐ নিয়ম যে পূর্ণ হইল ঐ অভিযোগই ইহার বর্ণনার তুল্য অনুমান হইবে।

প্র। ফৌজদারী কার্য্য বিধি মতে মাজিষ্ট্রেটগণ কি রূপ অপরাধের মোকদ্দমা এক সঙ্গে বিচার করিতে সক্ষম?

উ। (ক) কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া

অভিযোগ হইলে, তিন বারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে না। (যে যে অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কিম্বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারা মতে একই পরিমাণে দণ্ড হইতে পারে, সেই সেই অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ।)

(খ) [১] কএক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই ব্যাপার হইলেও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া ঘটিত দুই কি ততোধিক অপরাধ করা গেলে, সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

[২] যৎকালের প্রচলিত যে আইন মতে অপরাধের অর্থ নির্ণয় ও দণ্ড হয়, এমন কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

[৩] অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কএক ক্রিয়া স্বতঃই অপরাধ হইলেও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে বিভিন্ন এক অপরাধ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত ক্রিয়া সমষ্টিতে যে অপরাধ হয়, সেই অপরাধের কিম্বা উক্ত এক কি কএক ক্রিয়ার যে কোন অপরাধ হয় সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

(গ) একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়া সংযোগের ভাব দৃষ্টে যে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে, তাঁহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন্ অপরাধটি হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর

অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেই সেই অভি- যোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে, কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে:

(ঘ) দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কি অপবাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের নামে একত্র বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব ভাগেব বিধান খাটিবে।

প্র। যে মোকদ্দমাব সমন বাহিব হয তাহাব কার্য্য প্রণালী পর্য্যায়ক্রমে লিখ।

উ। মাজিষ্ট্রেটেবা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমার এই প্রণালী মতে কর্ম্ম কবিবেন।

(ক) মাজিষ্ট্রেটদেব সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপবাধেব অভি- যোগ হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পাব কি না? কিন্তু রীতিমত অভিযোগ পত্র লেখা আবশ্যক হইবে না।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি, তাহার নামে যে অপরাধের অভি-

যোগ হয়, তাহা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে, যতদূর সম্ভব তাহা ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট, বাদী থাকিলে তাঁহার কথা ঐ অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে, তাহাও শুনিবেন।

মাজিষ্ট্রেট বাদীর কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা মতে, উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

বিচারের কার্য্যপক্ষে সাক্ষীর উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তি মতে লাগিতে পারে মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনা মতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতে ঐ খরচ আমানৎ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(ঘ) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করান তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইন মতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

(চ) নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রমাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি ফৌজদারী কার্য্য বিধান আইনের ২০ অধ্যায় মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়, মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ২৪৩ কি ২৪৫ ধারা মতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

(ছ) নালিশ ক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুননী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে, মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনাইবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্যদিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

(জ) এই অধ্যায় মতে কোন মোকদ্দমায় শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে, এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

(ঝ) নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, কোন প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি গ্রহণ

পূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট হেতু লিপিবদ্ধ করত স্বীয় বিবেচনা মতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

(ঞ) নালিশ ক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, যদি মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ২৪৫ কি ২৪৭ ধারা মতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন ও বিবেচনা করেন যে অভিযোগ তুচ্ছ কি দুঃখ দায়ক তিনি স্বীয় বিবেচনা মতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের হানি পূরণের নিমিত্ত ৫০৲ টাকার অনধিক যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন, ঐ বাদীর প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন।

প্র। যে মোকদ্দমার মাজিষ্ট্রেটগণ ওয়ারণ্ট বাহির করেন তাহার কার্য্য প্রণালী পর্য্যায়ক্রমে লিখ।

উ। যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচার কালে এই প্রণালীতে কার্য্য করিবেন।

(ক) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে, মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা শুনিবেন ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

(খ) যে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে ও অভিযোগের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারিবে, মাজিষ্ট্রেট বাদীর স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের যত

জনকে আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য সমন করিবেন।

(গ) ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদয় সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই যাহার বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয়, মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে তাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন সময়ে অপরাধীকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক আইনের ২১ ধারার কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

(ঘ) উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণ রূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক আইনের ২১ অধ্যায় মতে বিচার্য্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে, মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

(ঙ) পরে ঐ অভিযোগ পত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ?

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট সেই কথা লিপি বদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনা মতে, তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

(চ) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ও তাহার সপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও প্রতিবাদ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সরহদ্দের মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষীদিগকে পুনর্ব্বায় ডাকিয়া কূট পরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনা পত্র অর্পণ করে, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

(ছ) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমত কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা বা কূট পরীক্ষার্থ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত অথবা দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত পত্র, কষ্ট দিবার বা বিলম্ব ঘটাইবার কিম্বা সুবিচারের উদ্দেশ্য বিফল করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে তিনি এই হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

তদ্রূপ প্রার্থনা মতে কোন সাক্ষীকে সমন দিবার পূর্ব্বে

মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন, যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে তাহার যে যুক্তি মত খরচ পড়ে তাহা আদালতে আমানত করা যায়।

(ঙ) ফৌজদারী কার্য্য বিধান বিষয়ক আইনের ২১ অধ্যায় মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

ঐ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট আইন মতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

(ঝ) নালিশ ক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিরূপিত দিনে বাদী উপস্থিত না হইলেও ফৌজদারী কার্য্য বিধান আইন মতে অপরাধের কথা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনা মতে পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

প্র। সংক্ষেপ বিচার কাহাকে কহে? কোন্ কোন্ রাজকীয় কার্য্য কারক সরাসরী বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন? কোন্ কোন্ অপরাধ সংক্ষেপ বিচার দ্বারা বিচারিত হইতে পারে? সংক্ষেপ বিচারে বিচারিত কোন্ ব্যক্তির কতদিন পর্য্যন্ত, মোকদ্দমায় দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে?

উ। (ক) যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটগণ রীতিমত নিজে জবানবন্দি না গ্রহণ করিয়া আপনার বিবেচনার উপর নির্ভর করত বিচার করেন, উক্ত সকল মোকদ্দমার বিচারকে সরাসরী বিচার কহে।

(খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সরাসরী বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধান আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও,—

[১] জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

[২] এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট।

[৩] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের কোন বেঞ্চ নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরা-সরী বিচার করিতে পারিবেন।

[/০] যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণ দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারা দণ্ড না হয় সেই অপরাধ।

[৵০] ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারা মতে ওজন ও পরিমাণ যন্ত্র বিষয়ক অপরাধী।

[৶০] উক্ত আইনের ৩২৩ ধারা মতে পীড়া জন্মাওন।

[।০] চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারা মতে চৌর্য্য।

[।/০] চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারা মতে চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা রাখা।

[।৵০] চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারা মতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণের সাহায্য করণ।

[।৶৹] উক্ত আইনের ৪২৭ ধারা মতে অপরাধ করণ।

[॥৹] উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারা মতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।

[॥৵৹] উক্ত আইনের ৫০৪ ধারা মতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশে অপরাধ করণ ও ৫০৬ ধারা মতে অপরাধ ভাবে ভয় প্রদর্শন।

[॥৶৹] পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।

[॥৷৹] পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ। (কিন্তু যে মোকদ্দমায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ফৌজদারী কার্য্যবিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৭ ধারা মতে অর্পিত বিশেষ প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।)

(গ) সরাসরী বিচারে তিন মাসের অনধিক কাল কারা দণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

প্র। সরাসরী বিচারের অভিযোগ পত্রে কি কি বর্ণনা থাকা আবশ্যক?

নিম্নলিখিত বর্ণনা,—

উ। (ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদীর নাম।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা এবং ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ২৬০ ধারার (ঘ), (ঙ), বা (চ), প্রকরণের অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে তাহার মূল্য।

(ছ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা।

(ঝ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা ও,—

(ঞ) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা।

প্র। সদর কোর্ট শব্দের অর্থ কি?

উ। মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায় মতে যে সকল হাইকোর্ট স্থাপন হইয়াছে কি হইবে, কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ২৭৬ ও ৩০৭ ধারা ছাড়া এই অধ্যায়ে "হাইকোর্ট" শব্দে সেই সকল হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল আদালত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ২৩ অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী হাইকোর্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল আদালত বুঝাইবে।

প্র। প্রতিবাদী কি অভিযোক্তা পক্ষ কি কি কারণে জুরি নির্ব্বাচনে আপত্তি করিতে সক্ষম?

উ। নিম্নলিখিত কারণে —

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি।

(খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি, যথা তিনি ভিন্ন দেশীয় লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইন মতে কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন বিধিমতে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার এমন কোন গুণের অভাব আছে কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক বলিয়া যে আপত্তি।

(গ) তিনি আচার ক্রমে কিম্বা ধর্ম্ম সংক্রান্ত মানস করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন।

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন।

(ঙ) তিনি পুলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন কিম্বা তাঁহার প্রতি পুলীস সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনা মতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহার এমত কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে।

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

(জ) আদালতের বিবেচনা মতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুরের কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন গতিক থাকার হেতু।

প্র। জুরি সহযোগে বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের এবং জুরির কর্ত্তব্য কি?

উ। (ক) জজ সাহেবের কর্ত্তব্য এই এই।

[১] তিনি বিচার কালে উত্থিত আইন ঘটিত সমস্ত বিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন্ ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন করা হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন।

[২] বিচারকালে যে দলীল প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবেন।

[৩] বিষয় বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন।

[৪] কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় দ্বারা জুরি বদ্ধ হইবেন।

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

(খ) জুরির কর্ত্তব্য এই এই ;—

[১] বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন

এবং জজ সাহেবের আদেশ মত তাঁহাদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন।

[২] আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

[৩] আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্ত ঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয়, সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

[৪] সাধারণ ও অনির্দ্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইনানুযায়ী কার্য্য প্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে এমত একতর স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তি জুররের কার্য্য হইতে মুক্ত?

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ,—

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেটের উর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মকারক সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা।

(খ) জজেরা।

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিস্যনর ও কালেক্টর সাহেবরা।

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেণ্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে

সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্ম প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাহারা।

(চ) যাঁহারা আপন আপন ধর্ম্ম সম্পর্কীয় পৌরহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

(ছ) সৈন্য সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি, কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ মতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিরত প্রকাশ্য রূপে চিকিৎসা করেন তাঁহারা।

(ঝ) ডাক ঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঞ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ এবং ৬৪১ ধারার বিধান মতে যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া যায় তাঁহারা।

(ট). স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরির বা আসেসরের কর্ম্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন তাঁহারা।

প্র। অপরাধীগণের মধ্যে কোন্ কোন্ অপরাধ ক্ষমা করিবার কিরূপ নিয়ম ফৌজদারী কার্য্য বিধানে আছে?

উ। (ক) কেবল সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হইলে অনুমান অপরাধে যাহার স্পষ্ট রূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সংস্রব থাকা অনুমান হয়, তাহার সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে, সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধ

কবণ কার্য্যে অন্য যতজন মুখ্যভাবে বা সহায় স্বরূপ লিপ্ত থাকে তাহাদেব নাম প্রকাশ কবিবে এই নিযমে জিলাব মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারী প্রথম শ্রেণীব মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলাব মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা কবিবাব প্রস্তাব কবিতে পাবিবেন।

কোন ব্যক্তি এই ধারা মত ক্ষমাব প্রস্তাব গ্রাহ্য কবিলে ঐ মোকদ্দমাব সাক্ষীব ন্যায় ঐ ব্যক্তিব সাক্ষ্য লওয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি যদি হাজিব জামিন দিয়া মুক্ত না থাকে তবে সেশন আদা-লতে বা হাইকোর্টে ঐ মোকদ্দমাব বিচাব সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে বাখা যাইবে, প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেট এই ধারা মত ক্ষমাব প্রস্তাব করেন, তিনি তাহাব কাবণ লিপি বদ্ধ কবিবেন, এবং কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধাবা মতে তদ্রূপ প্রস্তাব কাবয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব কবা যায়, তাহার পরীক্ষা লইলে, আপনি মোকদ্দমাব বিচাব কবিতে পাবিবেন না, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ কবিযাছে বলিযা প্রতীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও পাবিবেন না।

(খ) তদ্রূপ কোন অপরাধে বাহ্যরূপ স্পষ্ট রূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, যে আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার কালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রাপ্তাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন, কিম্বা সমর্পণ কারী মাজিষ্ট্রেটকে বা

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম মতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(গ) ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারা মতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছা পূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবে নিয়মানুযায়ী কার্য্য যদি না করে, তবে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারা মতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাই-বার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়া ছিল তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে।

ঐ কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অভিযোগ হাইকোর্টের অনুমতি বিনা গ্রাহ্য হইবে না।

(ঘ) পূর্ব্বে কি পশ্চাৎ কৃত অপরাধ নির্ণয় ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয় ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা করা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(ঙ) মুল কারাদণ্ডের কিম্বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপ-রাধের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত অর্থ দণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, এবং যে ব্যক্তি সেই মুল দণ্ড ভোগ করিতেছে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে পর তাহার আর এক কি অধিক মুল

কারাদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দণ্ড রূপ পরিশ্রম দণ্ড ভোগ করিতে হইলে, সেই ব্যক্তির ঐ এক কি অধিক মূল দণ্ড ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড না দেওয়াতে যে কারা দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা বলবৎ করা যাইবে না।

প্র। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কোন্ কোন্ ধারার লিখিত কি কি অপরাধ আদালতের অনুমতি লইয়া রফা করা যাইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত অপরাধ;—ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪, ৩৩৫, ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারা মতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা পীড়া জন্মান কিম্বা যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি পাইলে যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায়, সেই ব্যক্তি তাহা রফা করিতে পারিবেন।

প্র। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ পত্র কিরূপে লিখিবেন?

উ। পূর্ব্বোক্ত বিধান মতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) বাদী থাকিলে তাহার নাম।

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং ইউরোপীয় ব্রিটীস প্রজা

হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(ঙ) যে অপরাধের প্রমাণ হয় কি নালিশ হয় তাহা।

(চ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা।

(ছ) শেষ আজ্ঞা।

(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ।

(ঝ) মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারা দণ্ডের কিম্বা ২০০৲ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা।

প্র। কশাঘাত ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কত ঘা হইতে পারে? এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিগণ কশাঘাত হইতে মুক্ত?

উ। (ক) ৩০ ঘা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

(খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কশাঘাত হইতে মুক্ত।

[১] স্ত্রীলোকেরা।

[২] যে পুরুষদের প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম বা পাঁচবৎসরের অধিক কালের কারা দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদের।

[৩] যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিবেচনা করেন, সেই পুরুষদের।

প্র। আদালতকে অবজ্ঞা করার ফল কি?

উ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারায় নির্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টি গোচর কি সম্মুখে করা গেলে অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হউক কি

না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধীর দুইশত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ইতি মধ্যে ঐ অর্থ দণ্ড দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

প্র। কিরূপ অবস্থায় স্ত্রী পুত্রদিগকে কত টাকার অনধিক টাকা মাসহারা দিতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন? ঐ টাকা না দিলেই বা কি রূপে আদায় হইবে?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে;—

(ক) কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সম্পত্তি থাকিতেও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভরণ পোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসি-ডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণ পোষণের নিমিত্ত মাসে মাসে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট যে সময়ে যে ব্যক্তির নিকট আদেশ করেন সেই টাকা সেই ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে।

ভরণ পোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) যদি ঐ রূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক

ঐ করিতে উপেক্ষা করে, তবে যতবার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় তত বার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিয়া অর্থ দণ্ড আদায়ের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত মতে ঐ দেয় টাকা আদায় করিবার ও ওয়ারেণ্ট জারী হইলেও কোন মাসের টাকার সমুদায় বা কোন অংশ অদত্ত থাকিলে ঐ ব্যক্তির একমাস কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্র। হবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার দ্বারা কোন্ কোন্ স্থলে হাইকোর্ট কি কি আজ্ঞা করিতে সক্ষম?

উ। ফোর্ট উইলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট যে সময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এই এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইয়া ও আইন মতে কার্য্য হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(খ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে আসামী বদ্ধ থাকে, উক্ত কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে সেই বিষয়ে সাক্ষী স্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্য তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(গ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনী মতে, কি অনুচিতমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা।

(ঘ) কোর্ট মার্শ্যালের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কোন কমিশ্যনের বলে কর্ম্মকারী

কোন কমিশুনরদের সম্মুখে বিচার হইবার জন্য কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শ্যালের কি কমিশুনরদের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত মত বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্য তাহার বদ্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা।

(চ) ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া শরিফ সাহেব নীপাই কর্পস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে পাইয়াছি) বলিয়া যে রিটর্ণ দেন, তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা।

বিবিধ প্রশ্ন।

প্র। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে মাজিষ্ট্রেটের যথার্থ কায করা হয় কি না?

(ক) একজন মাজিষ্ট্রেট একখানা উড়ো চিঠি পাইলেন, তাহাতে লেখা আছে রামধন জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট রামধনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন।

(খ) কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার রায়ে এক জন সবর্ডিনেট জজ সাব্যস্থ করিলেন যে, বাদীর দাখিলি এক দলীল জাল; প্রতিবাদী মাজিষ্ট্রেটের নিকট রায়ের নকল লইয়া বাদীর নামে জাল করা অপরাধের নালিশ করিল, মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন।

উ। (ক) উড়ো চিঠি পাইয়া কোন মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিলে সে স্থলে তাঁহার ঠিক কার্য্য করা হয় না, কারণ ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৯১ ধারা অনুসারে, তাঁহার নালিশ গ্রাহ্য করিবার স্থল হয় নাই।

(খ) জাল করিবার অপরাধের অভিযোগ হওয়ায়, মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট বাহির করা ঠিক কার্য্য হইয়াছে, কারণ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯১ ধারা মতে তাঁহার মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার অধিকার আছে।

প্র। রামধন মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্তের সময় অপরাধ স্বীকার করে কিন্তু সেশন আদালতে বিচারের সময় অস্বীকার করিল, অপরাধ স্বীকারের সাবুদ দেওয়া হইল কিন্তু অভি-

মোক্তার পক্ষ হইতে আর কোন প্রমাণ দেওয়া হইল না, রামধন দোষী সাব্যস্থ হইতে পারে কি না?

উ। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে, রামধন দোষী সাব্যস্থ হইতে পারে, কারণ মাজি-ষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করায় অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার হইবার বিধি আছে।

প্র। যে অপরাধের বিচার হইতেছে সেই অপরাধের কোন অংশ তদন্তকারী পোলীসকে সেই অপরাধের অভিযোগ চালা-ইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উ। পারে না।

মোক্তার সুহৃদ্।

দেওয়ানী বিভাগ।

বাকী খাজানার মোকদ্দমা বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন।

প্র। মধ্যস্বত্ব, জোৎ, রায়ত, উত্তরাধিকার, খাজানা, কাহাকে কহে?

উ। (ক) মধ্যস্বত্ব শব্দে মধ্য স্বত্বাধিকারীর বা অধীন মধ্য স্বত্বাধিকারীর স্বার্থ বুঝায় এবং তাহাকেই মধ্যস্বত্ব কহে।

(খ) কোন স্বতন্ত্র প্রজা স্বত্বের বিষয়ীভূত যে বা যে যে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, তাহাকে জোৎ কহে।

(গ) যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাঁহাকে ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী থাকে কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দিতে দায়ী থাকিত, প্রজা অর্থাৎ রায়ত তাহাকে কহে।

(ঘ) অকৃত চরম পত্র চরম পত্রানুযায়ী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইল মত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারকেই উত্তরাধিকার কহে।

(ঙ) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে নগদ টাকা বা শস্য যোগে প্রজার যাহা কিছু আইন মতে দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, খাজানা তাহাকেই কহে।

প্র। প্রজা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? মধ্য স্বত্বাধিকারী সা প্রজা কাহাকে কহে?

উ। রায়ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(ক) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার বা প্রজা বসাইয়া ভূমি আবাদ করাইবার উদ্দেশে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ভূম্যধিকারীর নিকট বা অন্য কোন মধ্য স্বত্বাধিকারীর স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, মধ্য স্বত্বাধিকারী বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে, এবং যাঁহারা ঐরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকেও বুঝাইবে।

(খ) কোরফা রায়তের অধীনে যে রায়ত জমী ভোগ করে তাহাকে সা প্রজা কহে।

প্র। স্থিতিবান রায়ত কাহাকে কহে এবং স্থিতিবান রায়ত বলিয়া গণ্য হইলে, তাহার স্বত্ব সম্বন্ধে কি অনুমান করা যায়?

উ। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ রূপে পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত ১২ (বার) বৎসর কাল কোন গ্রামের অন্তর্গত জমী রায়ত স্বরূপ পট্টা ক্রমে বা প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগ করিয়া থাকে তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের স্থিতিবান রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(ক) স্থিতিবান রায়ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ অনুমান করা যায়।

[১] কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও ঐ ধারার কার্য্য পক্ষে

ঐ ব্যক্তি ঐ গ্রামে ক্রমাগত ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

[২] কোন ব্যক্তি, যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়ত স্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্য পক্ষে, সেই জমী রায়ত স্বরূপ ভোগ করিয়াছে গণ্য হইবে।

[৩] কোন জমী দুই বা ততোধিক অংশীদার রায়তী জোৎ স্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্য পক্ষে ঐ জমী ঐ রূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়ত স্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

[৪] কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যতকাল রায়ত স্বরূপ জমী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামে স্থিতিবান রায়ত থাকিবে।

[৫] যদি কোন রায়ত ৮৭ ধারা মতে (খাজানার আইন) ভূমি দখল পায় তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও স্থিতিবান রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

[৬] যদি এই আইন মত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়ত স্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবত বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয় তাবৎ এই ধারার কার্য্য পক্ষে ঐ ব্যক্তির বা যে সকল ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ত স্বরূপ ক্রমাগত ১২ (বার) বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

প্র। কি কি হেতুতে প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়?

১ম। চুক্তিক্রমে।

২য়। বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে প্রজার উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের স্থানীয় গড় দর বৃদ্ধি হইয়াছে।

৩য়। রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি স্রোতের গতিতে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৪র্থ। দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা সেই গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রাইয়ৎ তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয় ও তাহার তত কম হারে খাজানা দিবার উপযুক্ত কারণ নাই।

৫ম্। বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়, ভূম্যধিকারীর বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে, ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষ সাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্র। কি কি হেতুতে রায়ত আদালতে খাজানা আমানত করিতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত হেতুতে আদালতে খাজানা দাখিল হইতে পারে;—

(ক) প্রজা খাজানা দিতে গেলে ভূম্যধিকারী যদি তাহা না লন, কি দাখিলা দিতে স্বীকার না হন।

(খ) ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে কোন সময়ে খাজানা লইতে অথবা দাখিলা দিতে অস্বীকার করায় প্রজার মনে যদি এরূপ ধারণা

হইয়া থাকে ভূম্যধিকারী খাজানা লইবেন না অথবা দাখিলা দিবেন না, তাহা হইলে প্রজা খাজানা আমানত করিতে পারিবে।

(গ) যে সকল সরীকি মহলে এজমালিতে সকল সরীকের খাজানা আদায় হইয়া থাকে, সেখানে সকল সরীকে মিলিয়া যদি দাখিলা না দেয় কিম্বা তাহাদিগের সকল সরীকের পক্ষ হইতে দাখিলা দিতে পারে এমন লোক যদি কেহ না থাকে।

(ঘ) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি খাজানার জন্য তলব করিলে যে খাজানা পাইতে অধিকারী তদ্বিষয় প্রজার মনে সন্দেহ হইলে প্রজা খাজানা আমানত করিতে পারেন।

প্র। খাজানা আমানত করিবার দরখাস্ত লিখ।

উ। পরিশিষ্ট দেখ।

প্র। কোন্ কোন্ কার্য্যগুলি জমীর উন্নতির কার্য্য বলা যাইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি জমীর উন্নতির কার্য্য বলা যাইতে পারে;—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষকদের ও চাষের বলদের জলপানের নিমিত্ত কূপ পুষ্করিণী অথবা জল প্রণালী খনন করা।

(খ) জল সেচনার্থ ভূমি প্রস্তুত করা।

(গ) আবাদী বা আবাদের যোগ্য জমী হইতে জল বাহির করা, নদী কি বিল খালাদির জল হইতে জমী উদ্ধার করা, বন্যা হইতে তাহা রক্ষা করা কিম্বা জলে ক্ষয় কি অন্য হানি না হয় এরূপ উপায় করা।

(ঘ) কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত কোন জমী হাসিল বা পরিষ্কার করা, ঘিরিয়া দেওয়া বা অন্য স্থায়ী উন্নতি করা।

(ঙ) উপরিউক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া মেরামত করা, পরিবর্ত্তন করা বা পরিবর্দ্ধন করা।

(চ) রায়তের ও তাহার পরিবারের বাসের জন্য ঘর নির্ম্মাণ করা এই সমস্ত কার্য্যই জমীর উন্নতি বর্দ্ধক।

প্র। ফসল ক্রোক করিবার দরখাস্তে কি কি বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক?

উ। নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ লেখা আবশ্যক,—

(ক) বাকীপড়া জোৎ, তাহার চৌহদ্দি বা অন্য পরিচয়।

(খ) প্রজার নাম।

(গ) যত দিনের বাকীখাজানা দাবী করা যায়।

(ঘ) যত টাকা খাজানা বাকী তাহার উপর সুদ এবং পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা বেশী খাজানার দাবী করিলে যে চুক্তি বা আদালত ঘটিত যে কার্য্যের দ্বারা সেই বেসী খাজানার দাবী করা যায়।

(ঙ) যে ফসল ক্রোক হইবে তাহার অবস্থানুযায়ী মূল্য।

(চ) যে স্থানে যেই ফসল থাকে তাহার চৌহদ্দি বা অন্য পরিচয়।

(ছ) ফসল জমী হইতে কাটা বা সংগ্রহ না হইয়া থাকিলে যত দিনে কাটা বা সংগ্রহ হইতে পারে সেই সময় এবং ফসল ক্রোকের দরখাস্তের শিরোভাগে ও নীচে সত্য পাঠ লিখিয়া দস্তখৎ করিতে হইবে।

প্র। বাকী খাজানার নিলামে খরিদদার কোন্ কোন্ স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব উচ্ছেদ করিতে পাবে না?

উ। (ক) যে সকল পেটাও তালুক বা দরজোৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে সৃষ্টি হইয়া এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

(খ) যে জমীর উপর বাসগৃহ, কোন কারখানা কি কোন স্থায়ী ইমারৎ আদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, কিম্বা যে জমীতে স্থায়ী কোন আবাদ কি স্থায়ী বাগান, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা হইয়াছে সেই জমীর পাট্টাই স্বত্ব।

(গ) দখলি স্বত্ব।

(ঘ) ১৮৮৫ সালের ৮ আইনেব ৪৬ ধাবা অথবা ১৩ ধারা মতে যে সকল স্বত্ববিহীন রায়তকে ৫ সন পর্য্যন্ত জমী দখল কবিবার স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহাদেব সে স্বত্ব পাঁচ সনের মধ্যে ধ্বংস কবা যাইবে না।

(ঙ) রেজেষ্টবীকৃত দায়ে যদি কোন জমী কি জোৎ আবদ্ধ থাকে তবে সেই জোৎ কি জমী—এই সমস্ত বিষয় উচ্ছেদ করিতে পারিবে না।

পত্তনি বিষয়ক ১৮১৯ সালের ৮ আইন।

প্র। পত্তনি বন্দোবস্ত কাহাকে কহে?

উ। চিরকালের জন্য একনির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দেওয়া স্বত্বে দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখলের জন্য যে তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় তাহার নাম পত্তনি বন্দোবস্ত।

প্র। পত্তনি বন্দোবস্ত কয় প্রকার?

উ। জমীদারের কাছে যে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় তাহা পত্তনি বন্দোবস্ত এবং পত্তনীদারের কাছে যে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় তাহা দরপত্তনি, ও দরপত্তনির নিকট হইতে যে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় তাহা ছেপত্তনি—এই তিন প্রকার।

প্র। খোসকবুলা বা দেন ডিক্রিতে পত্তনি স্বত্ব বিক্রয় হইলে নাম খারিজের নিয়ম কি?

উ। খোসকবলায় বা দেন ডিক্রিতে খরিদদারকে খরিদ করিয়া শতকরা ২৲ টাকার হিসাবে ১০০৲ টাকার অনধিক রোস্থম এবং উপযুক্ত মাতব্বরী সহ জমীদারী সেরেস্তায় জমীদারের নিকট দরখাস্ত করিয়া নাম খারিজ করিয়া লইতে হয়।

প্র। অষ্টম কাহাকে কহে?

উ। পত্তনিদার খাজানা বাকী রাখিলে জমীদার অনায়াসে এবং সহজ উপায়ে যাহাতে তাঁহার নিকট খাজানা আদায় করিতে পারেন সেই জন্য ১৮১৯ সালের ৮ আইনের সৃষ্টি হয়, জমীদার এই ৮ আইনমতে পত্তনিদারের নামে যে নালিশ করেন তাহার নাম অষ্টম।

প্র। কোন্ কোন্ সময়ে অষ্টম হইতে পারে?

উ। হাল খাজানার জন্য বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রথম ছয়মাসের বাকী খাজানার জন্য ১লা কার্ত্তিক এক বার এবং কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত ছয়মাসের বাকী খাজানার জন্য ১লা বৈশাখ আর একবার—বৎসরের মধ্যে এই দুইবার অষ্টম হইতে পারে।

প্র। অষ্টম করিতে হইলে জমীদারের কি কি করা কর্ত্তব্য ?

উ। জমীদারকে অষ্টম করিতে হইলে নিজের লোক দ্বারা অষ্টমের নোটিস পত্তনিদারের কাছারিতে দিয়া পত্তনিদার অথবা পত্তনিদারের ক্ষমতাপন্ন প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে নোটিস জারির রসিদ লইতে হয়। যদি জমীদার অথবা তাঁহার প্রধান কর্ম্মকারকের নিকট রসিদ লওয়ার ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে গ্রামের প্রকাশ্য কোন স্থানে দুই তিন জন মাতব্বর প্রজার সাক্ষাতে নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিয়া উক্ত মাতব্বর লোকদিগের নিকট রসিদ লইতে হয়।

প্র। পত্তনিদার কি কি কারণে অষ্টমের দায় হইতে অব্যাহতি পান ?

উ। নিম্ন লিখিত কারণে পত্তনিদার অষ্টম দায় হইতে অব্যাহতি পান।

(ক) অষ্টমের নোটিস জারি হওয়ার পরে একমাসের মধ্যে যদি পত্তনিদার বাকীর সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে পারেন।

(খ) অথবা অষ্টমের দায়ে বিক্রীত সম্পত্তির অধীন দরপত্তনিদার কি ছেপত্তনিদার অথবা অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত ১ মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিয়া দেন, তাহা হইলে পত্তনিদার অষ্টমের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

পত্তনি বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ৮ আইন।

প্র। বাকী খাজানার দায়ে পত্তনি তালুক বিক্রয় করিতে হইলে কি কি বৃত্তান্তের সহিত কতদিন সময় দিয়া কোন্‌ কোন্‌ স্থানে বিজ্ঞাপন দেওয়া কর্ত্তব্য ?

উ। যে মোকদ্দমা ক্রমে ডিক্রি দেওয়া গিয়াছিল তৎসম্পর্কীয় নালিশ পত্তনির বাকী উল্লেখ করিয়া ঐ পেটোয়া তালুক যে পরগণা প্রভৃতি স্থানীয় বিভাগের যে মহলের যে গ্রামের অন্তর্গত ও সেই পেটোয়া তালুকের বার্ষিক যত খাজানা দিতে হয় ও ডিক্রির বলে মোট যত টাকা আদায় হইতে পারে এই সকল কথা বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

(ক) অন্যূন বিংশতি দিবস অতীত হইলে বিক্রয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত এবং উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন যে আদালতে পেশ করা যাইতেছে সেই আদালতে এবং জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ও বিক্রীত সম্পত্তির সদর কাছারিতে টাঙ্গাইতে হইবে।

প্র। পেটোয়া তালুক বিক্রয় সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত কি কি কার্য্য বিধান অবলম্বনে সম্পূর্ণ করিতে হইবে ?

উ। নিম্ন লিখিত রূপ কার্য্য বিধানে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

(ক) মুক্তদার কাছারিতে যে ব্যক্তি নিলামে অত্যধিক ডাকিবেক তাহার নিকট উক্ত পেটোয়া তালুক বিক্রয় হইবে।

(খ) খরিদারের ডাক মঞ্জুর হইলেই তৎক্ষণাৎ শতকরা ২৫৲ টাকা নগদ কি মুদ্রাবৎ চলিত গবর্ণমেণ্টের নোট করিয়া প্রদান করিতে হইবে।

(গ) অবশিষ্ট টাকা বিক্রয়ের তারিখ হইতে ৮ম দিনের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে কিম্বা সেই ৮ম দিন রবিবার হইলে অথবা বন্ধের দিন হইলে সেই অষ্টম দিনের পরে যে দিন কাছারি খুলিবেক সেই দিনেই টাকা দিতে হইবে। যদি সেই দিনে টাকা দিতে না পারেন তাহা হইলে ক্রীত সম্পত্তির পুনর্ব্বার নিলাম করিয়া যে টাকা পূর্ব্বে ডাক হইতে কম হইবে তাহা পূর্ব্ব ক্রয়ে ক্রেয় সম্পত্তির খরিদদারের নিকট হইতে আদায় হইবে।

(ঘ) খরিদদার টাকা দিলে কালেক্টর সাহেব নিম্ন লিখিত রূপ সার্টিফিকেট দিবেন ;—

আমি ইহা দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে অমুক পরগণাস্থিত অমুক জেলার কালেক্টরী তৌজিভুক্ত এত নম্বরের সম্পত্তি অমুকের অধিকারে ছিল বাকী খাজানার দায়ে বিক্রয় হওয়ায় এক্ষণে অমুক স্থানবাসী অমুক ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির মালিক হইলেন।

অমুক কালেক্টর।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৭৯৩ সালের ১৯ আইন।

প্র। নিষ্কর জমী কাহাকে কহে এবং তাহা দান করিতে কে সমর্থ, এবং কোন সময়ের দান সিদ্ধ ?

উ। যে জমী জমীদার অথবা অন্য কাহারও নিকট খাজানা না দিয়া ভোগ করিতে পারা যায় তাহার নাম নিষ্কর জমী।

(ক) গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য কাহারও দানের ক্ষমতা নাই।

(খ) ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে সেই দান করিয়া থাকিলে তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য।

প্র। দেবসেবা এবং ব্রাহ্মণের ভরণ পোষণের জন্ত কত বিঘা জমী কোন্ সন পর্য্যন্ত দান করিলে সে দান গ্রাহ্য হইতে পারিত?

উ। দশ বিঘার অধিক না হয় এমন যে নিষ্কর ভূমির দান সুবে বাঙ্গালায় ১১৭৮ সালে ও সুবে বেহারে ও সুবে উড়িষ্যায় ১১৮৯ সনের পূর্ব্বে দান হইলে তাহা গ্রাহ্য থাকিবে।

প্র। নিষ্কর জমীর কর ধার্য্যের নোটিস হইলে নিষ্কর ভোগীর কি কি বৃত্তান্ত সহযোগে কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য?

উ। (ক) ভূমি ব্রহ্মোত্তর কি বিষ্ণু প্রীতি আদি সংজ্ঞায় যাহা থাকে তাহার নাম, ভূমি দাতার নাম, ভূমি গৃহীতার নাম, ভূমি এক্ষণে ভোগবানের নাম, ও সে ব্যক্তি গৃহীতা না হইলে গৃহীতার সহিত সে কি সম্পর্ক রাখে এবং উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে কি বিক্রয় অথবা অন্য যেরূপে ভূমি দখল পাইয়াছে। ভূমি দানের নিদর্শনী লিখন থাকিলে সেই লিখনের তারিখ ও তাহা না থাকিলে সেই ভূমি দানের তারিখ যে গ্রাম কি গ্রাম সকলের সামীলে অথবা যে গ্রাম কি গ্রাম সকলের মধ্যে ভূমি থাকে তাহার নাম। মাপের মুখে ভূমির সংখ্যা সমেত যে গ্রাম কি গ্রাম সকলের সামীল সেই ভূমি থাকে তাহার বিস্তৃতির পরিমাণ। যে পরগণা কি পরগণা সকলের মধ্যে ভূমি থাকে তাহার নাম, ভূমির আসল সনন্দের কি অন্য নিদর্শনী লিখনের নকল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৭৯৩ সালের ১ আইন।

প্র। ইস্তামারী বন্দোবস্ত কাহাকে বলে এবং সে বন্দো-বস্তের উদ্দেশ্য কি?

উ। দশশালা বন্দোবস্তের সময় যে বন্দোবস্তের সৃষ্টি তাহা-কেই ইস্তামারী বন্দোবস্ত কহে; এবং সেই সময়েই যে কর ধার্য্য হইয়াছে সেই জমাই সে ভূমির উত্তরাধিকারাদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর বাহাল রহিবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৭৯৩ সালের ৮ আইন।

প্র। দশশালা বন্দোবস্ত কাহাকে কহে এবং সেই বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্য কি?

লর্ড করন্‌ওয়ালিসের সময়ে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমে দশ-বৎসরের জন্য জমীদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়া যে বন্দোবস্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের দ্বারা অনুমোদিত হওত ১৭৯৩ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে গণ্য হয় সেই বন্দোবস্তকেই দশশালা বন্দোবস্ত কহে।

প্র। গবর্ণমেণ্ট কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত দশশালা বন্দো-বস্ত করিতে নিষেধ করিবার হুকুম প্রচার করিয়াছেন?

উ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।

(ক) আজো শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কৌন্সিলে যে সকল স্ত্রীলোকে তাহাদের ভূমি তত্ত্বাবধারণ ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের উপযুক্ত জানেন তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোক।

(খ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণ।

(গ) যাহারা আজন্ম হতজ্ঞান।

(ঘ) বাতুল বা অন্য যে সকল ভূম্যধিকারী শারীরিক দোষ বা অপটুতা প্রযুক্ত অথবা অন্য কোন স্বাভাবিক দোষের নিমিত্ত আপনাদের ভূমির বিষয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করণে অক্ষম।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৮৫৯ সালের ১১ আইন।

প্র। কোন্ খাজানা মালগুজারীর বাকী জ্ঞান হইবে?

উ। যে সন ধরিয়া কোন মহলের বন্দোবস্তের ও কিস্তি-বন্দির নিয়ম হয়, সেই সনের কোন মাসের সমুদায় কিস্তি অথবা তাহার কোন অংশ সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখ পর্য্যন্ত যদি না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ না দেওয়া টাকা মালগুজারীর বাকী জ্ঞান হইবে।

প্র। কোন্ দেশে কোন্ জেলায় জমীদারদিগের বাকীপড়া মহল প্রথমে বিক্রয় না হইয়া অগ্রে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হয়?

উ। বাঙ্গালা দেশের শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে বাকীদারের মহল নিলাম না করিয়া প্রথমে তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম করিতে বোর্ড অব্ রেভিনিউর সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

প্র। নিলামী ইস্তাহারে মহল নিলাম সম্বন্ধে কি কি বিবরণ দেওয়া আবশ্যক?

উ। (১) বাকী টাকা কি দাওয়া যে প্রকারে ও যত হয় এবং শেষ তারিখে যাহা গ্রাহ্য হইবে।

(২) চলিত বৎসরে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরের বাকী ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

(৩) যে মহল নিলাম হইবে তাহা ছাড়া অন্য মহলের বাবদ বাকী।

(৪) আদালতের কোন কার্য্য কারকের হুকুম ক্রমে যে মহল ক্রোক হইয়াছে তাহার কি তদ্রূপ হুকুম মতে কালেক্টর সাহেবের সরবরাহ মহলের বাকী।

(৫) তাগাবী বা পুলবন্দি অথবা ভূমির মালগুজারী না হইয়া অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার বাবদ বাকী।

প্র। কি কি কারণে গবর্ণমেণ্টের বাকীমহলের নিলাম অসিদ্ধ হইতে পারে?

উ। বাকী পড়া নিলামের সামীল যদি কতক সংখ্যক টাকা (যে টাকায় মহলের দাবী পরিশোধ হইতে পারে) কালেক্টর সাহেবের নিকট থাকে তাহা হইলে বাকীদার উপযুক্ত সময় মধ্যে দরখাস্ত করিলে পর, অথবা ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৫ ধারায় যে লিখিত একরার নামার বিধান হইয়াছে তাহা করা গেলে পর, যদি কালেক্টর সাহেব ঐ বাকী মালগুজারি দেওয়ান মতে ঐ টাকা খারিজ দাখিল করিতে ত্রুটি করেন অথবা অপ্রচুর কারণে অস্বীকার করেন তবে কেবল তাহাকেই নিলাম নিবারণ কি অসিদ্ধ হইতে পারে।

প্র। কোন এজমালি সম্পত্তির অংশীদার কালেক্টর সাহেবের নিকট নামজারির দরখাস্ত করিলে কালেক্টরের কি করা কর্ত্তব্য?

উ। সাধারণ রূপে ভোগ করা এজমালি মহলের একজন লিখিত অংশী গবর্ণমেণ্টের মালগুজারির যে অংশ আপনি দিতে হয় তাহা যদি স্বতন্ত্র দিতে চাহে এবং সে জন্য দরখাস্ত করে তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব উক্ত দরখাস্তের এক কেতা নকল আপন কাছারীতে ও সেই এজমালি মহলে কি তাহার কোন অংশ যাঁহাদের এলাকার মধ্যে থাকে এবং জজসাহেবের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের (অথবা বিষয় বিশেষে জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের) ও মুনসেফদের কাছারীতে ও পুলিষ থানায় ও সেই মহলেরই কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিবেন; দরখাস্তের ঐ সকল এতলা প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত যদি লিখিত অন্য কোন অংশী কিছু আপত্তি না করে তবে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তকারীর সঙ্গে পৃথক একটা হিসাব আরম্ভ করিবেন।

প্র। মহল রেজেষ্টরী করিতে হইলে তাহার দরখাস্তে কি কি বিষয় লেখা আবশ্যক?

উ। (১) তালুক প্রভৃতি যে এক কি অধিক পরগণার মধ্যে থাকে তাহা।

(২) তালুক প্রভৃতির [illegible] প্রকার।

(৩) যে এক কিম্বা অধিক গ্রামের জমী লইয়া সেই তালুক আদি হইয়াছে তালুকাদি যে যে গ্রামে আছে তাহার নাম।

(৪) তালুকাদিতে কালি করিয়া জমী যত আছে তাহা ও তাহার সীমা সরহদ্দের বিশেষ কথা।

(৫) তালুকাদির সালিয়ানা যত খাজানা দিতে হয়, ও জমা

মেয়াদি কি ইস্তামারি রূপে ধার্য্য হইয়াছে ও তৎপ্রযুক্ত যদি কোন কর্ম্ম করিতে হয় তাহা।

(৬) যে দলিলক্রমে তালুকাদি হইয়াছে তাহার তারিখ কি যে তারিখে তালুকাদি করা যায় তাহা।

(৭) যে মালিক তালুকাদি করিয়া দিয়াছেন তাঁহার নাম।

(৮) ঐ তালুকাদির ১ম দখলিকারের নাম।

(৯) বর্ত্তমান দখলিকারের নাম ও আপনি যদি প্রথম দখলিকার না হয় তবে সে যে প্রকারে অর্থাৎ উত্তরাধিকারীত্ব ক্রমে, কি দান পত্র ক্রমে, কি খরিদ করিয়া, কি অন্য যে প্রকারে ঐ তালুকাদির অধিকারী হইয়াছে ও সে অন্যদের সঙ্গে কি একা দখল করিতেছে এই কথা।

উত্তরাধিকারীত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১০ আইন।

প্র। উইল, প্রবেট, এক্জিকিউটর ও আডমিনিষ্টেটর কাহাকে কহে?

উ। (ক) চরম পত্রকারী ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি বিষয়ক যে মনস্থ আপনার মৃত্যুর পরে সিদ্ধ হইবার বাঞ্ছা করেন তাহার মনস্থ প্রকাশক আইন সিদ্ধ আবেদনকে উইল অর্থাৎ চরম পত্র কহে।

(খ) উপযুক্ত বিচারাধিকারী বিশিষ্ট আদালতের মোহরের দ্বারা সপ্রমাণীকৃত চরমপত্রের যে প্রতিলিপির সহিত চরম পত্র কারী ব্যক্তির সম্পদের নির্ব্বাহ করণের ক্ষমতাপত্র হয় তাহাকে প্রবেট অর্থাৎ প্রামাণিক পত্র কহে।

(গ) চরম পত্রকারী ব্যক্তির নিযোগের বলে কোন মৃত ব্যক্তির চরমপত্রের সাধন যে ব্যক্তির প্রতি সমর্পিত হয় তাহাকে একজিকিউটর অর্থাৎ চরমপত্র সাধক বা অছি কহে।

(ঘ) একজিকিউটর না থাকিলে যে ব্যক্তি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা কোন মৃত ব্যক্তির সম্পদ নির্ব্বাহ করণের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তাঁহাকে আডমিনিষ্ট্রেটর অর্থাৎ ধনাধ্যক্ষ কহে।

প্র। কোন্ কোন্ কারণে পত্নীর নিবাস-স্বত্ব পতির নিবাস স্বত্বের অনুগত নহে?

উ। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের আজ্ঞা ক্রমে পতি পত্নীর বিয়োগ হইলে কিম্বা পতি দ্বীপান্তরে প্রেরিত হওন দণ্ড ভোগ করিলে পত্নীর নিবাস স্বত্ব পতির নিবাস স্বত্বের অনুগত হয় না।

প্র। স্বগোত্রতা কাহাকে কহে?

(ক) একটি বংশাবলী লিখিয়া বুঝাইয়া দেও।

উ। এক গোত্রে অর্থাৎ এক পূর্ব্ব পুরুষের বংশে জাত ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ কি সম্পর্ক আছে তাঁহাকে জ্ঞাতি কি স্বগোত্রতা বলা যায়।

☞ পর পৃষ্ঠা দেখ।

(ক) স্বগোত্রতার ক্রম।
৪
বৃদ্ধ প্রপিতামহ।
৩
প্রপিতামহ
৫
প্রপিতামহের ভ্রাতা।
২
পিতামহ
৪
পিতামহের ভ্রাতা
১
পিতা
৩
পিতৃব্য
৫
পিতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র
যে ব্যক্তির জ্ঞাতি গণনা করিতে হইবে
২
ভ্রাতা
৪
পিতৃব্যপুত্র
৬
পিতামহের ভ্রাতুষ্পৌত্র
১
পুত্র
২
ভ্রাতুষ্পুত্র
৫
পিতৃব্য পৌত্র
২
পৌত্র
৩
ভ্রাতুষ্পৌত্র
৬
পিতৃব্যপ্রপৌত্র
প্রপৌত্র

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তি চরম পত্র করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন, ব্যাখ্যা সহ লিখ।

উ। অপ্রাপ্ত ব্যবহার না হইলে, সুস্থমনা প্রত্যেক ব্যক্তি চরম পত্র দ্বারা আপন সম্পত্তি বিষয়ক বিধান করিতে ক্ষমতাপন্ন হন।

১ ব্যাখ্যা। বিবাহিত স্ত্রী জীবিতকালে আপনার ক্রিয়া দ্বারা যে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন, তদ্বিষয়ক বিধান চরম পত্র দ্বারা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন।

২ ব্যাখ্যা। বধির কি মূক কি অন্ধ লোকেরা চরম পত্র দ্বারা যাহা করেন, তাহা জানিতে সক্ষম হইলে, ঐ ঐ ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য হেতুক, তাঁহারা চরম পত্র করিতে অক্ষম হন না।

৩ ব্যাখ্যা। যে ব্যক্তি নিয়ত ক্ষিপ্ত, তিনি কালান্তরে যাবৎ সুস্থমনা হন, তাবৎ চরম পত্র করিতে পারেন।

৪ ব্যাখ্যা। যে ব্যক্তি যাহা করে, তাহা মত্ততা কি পীড়া কি অন্য কোন কারণ বশতঃ যদি না জানে, তবে যাবৎ তাহার মনের এমন অবস্থা থাকে, তাবৎ চরম পত্র করিতে, তাহার ক্ষমতা নাই।

প্র। কি কি প্রকারে সামান্য প্রকারের চরম পত্র দস্তখৎ হইতে পারে?

উ। যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত কিম্বা প্রকৃত যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈন্য কিম্বা সাগরস্থ নাবিক না হইলে, চরম পত্রকারী প্রত্যেক জনের নিম্ন লিখিত বিধি অনুসারে আপনার চরম পত্রে দস্তখৎ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম। চরম পত্রকারী ব্যক্তি চরম পত্রে স্বাক্ষর করিবেন,

কিম্বা তাহাতে আপনার কৃত চিহ্ন দিবেন, নতুবা তাঁহার সাক্ষাতে ও তাঁহার আদেশানুসারে অন্য কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

দ্বিতীয়। চরমপত্রকারী স্বাক্ষর কি চিহ্ন কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কেহ স্বাক্ষর করিলে, সেই ব্যক্তির স্বাক্ষর এমত স্থলে দিতে হইবে, যে তদ্দ্বারা তাহা চরম পত্র স্বরূপে ঐ লিপি প্রবল করণার্থক প্রকাশ পায়।

তৃতীয়। দুই কি অধিক জন সাক্ষী, সেই চরম পত্রে স্বাক্ষর দিবেন; এমত সাক্ষী হইতে গেলে, ইহা আবশ্যক যে চরম পত্রকারী ব্যক্তি তদ্রূপ প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষাতে চরম পত্রে স্বাক্ষর করেন, কি চিহ্ন দেন, কিম্বা চরমপত্রকারী ব্যক্তির সাক্ষাতে ও আদেশানুসারে অন্য কোন সাক্ষীর সাক্ষাতে, সেই চরম পত্রে স্বাক্ষর করেন, নতুবা চরম পত্রকারী ব্যক্তি আপনি সাক্ষীর নিকটে নিজ স্বাক্ষরের কি চিহ্নের, কি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অন্য ব্যক্তির স্বাক্ষরের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাও আবশ্যক যে প্রত্যেক সাক্ষী চরমপত্রকারীর সাক্ষাতে চরম পত্র স্বাক্ষর করেন। কিন্তু এক সময়ে একজনের অধিক সাক্ষী যে উপস্থিত হন, ইহা অনাবশ্যক এবং সাক্ষ্য দিবার কোন বিশেষ পাঠের প্রয়োজন নাই।

প্র। বিশেষ অধিকার ঘটিত চরম পত্র কাহাকে কহে?

উ। যুদ্ধ যাত্রাতে নিযুক্ত, কি প্রকৃত যুদ্ধে ব্যাপৃত কোন সৈন্য কিম্বা সাগরস্থ কোন নাবিক সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক হইলে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ৫০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট প্রকারের চরম পত্র দ্বারা আপন সম্পত্তি বিষয়ক বিধান

করিতে পারেন। তদ্রূপ চবম পত্রকে বিশেষাধিকার ঘটিত চরম পত্র বলে।

প্র। বিশেষ অধিকাব ঘটিত চবম পত্রের বচনা, কোন্‌ কোন নিয়মেব অধীন?

উ। নিম্ন লিখিত নিয়মেব অধীন,—

প্রথম। এমত চবম পত্রকারী ব্যক্তি, যিনি সেই সমুদয় চবম পত্র স্বহস্তে লিখিতে পারেন, তাহা হইলে, তাহাতে স্বাক্ষর করা কি সাক্ষ্য দেওয়া অনাবশ্যক।

দ্বিতীয়। তাহাব সমুদয় কি তাহার কোন অংশ অন্য কোন ব্যক্তিব দ্বাবা লিখিত হইলে চরম পত্রকারী ব্যক্তি, তাহাতে স্বাক্ষর কবিতে পাবেন, এমত স্থলে তাহাতে সাক্ষ্য দেওয়া অনাবশ্যক।

তৃতীয়। যে লিপি চরম পত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাব সমুদব কি কোন অংশ অন্য ব্যক্তির দ্বাবা লিখিত হইলে, যদ্যপি চবম পত্রকারী ব্যক্তি, তাহাতে স্বাক্ষব না কবিয়া থাকেন, তথাপি তাহা, তাঁহার চরম পত্র রূপে গণ্য হইতে পাবিবে, কিন্তু ইহাব নিমিত্ত আবশ্যক যে, সেই চরম পত্রকারী ব্যক্তিব আদেশানুসারে তাহা লিখিত কিম্বা সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিজ চবম পত্র রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়; সেই লিপি দৃষ্ট [illegible] যদি আপাততঃ প্রকাশ পায়, যে তাঁহার অভিপ্রায় মতে তাহার রচনাদি কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই, তবে ইহাতেও সেই লিখিত পত্র অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত ইহা আবশ্যক যে, সেই পত্রে নির্দিষ্ট চরম বিধানের অভি-প্রায় ত্যাগ করণ ভিন্ন, অন্য কোন কারণে তিনি তাহাতে

দস্তখৎ করেন নাই, ইহার যুক্তিসিদ্ধ আনুমানিক প্রমাণ প্রকাশ পায়।

চতুর্থ। সেই সৈনিক কি নাবিক পুরুষ আপন চরম পত্রের রচনা বিষয়ক উপদেশ লিখিয়া যদি এমত শীঘ্র মরেন, যে চরম পত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে দস্তখৎ করিবার অবকাশ না হয়, তবে ঐ উপদেশ, তাঁহার চরম পত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে।

পঞ্চম। সেই সৈনিক কি নাবিক পুরুষ দুই জন সাক্ষীর সাক্ষাতে আপন চরম পত্রের রচনা বিষয়ক মুখস্থ উপদেশ দিলে, যদি তাঁহার জীবিত কালে তাহা লিপি বদ্ধ করা যায়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই পত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে দস্তখৎ করিবার অবকাশ না পান, তবে উক্ত উপদেশ তাঁহার অসাক্ষাতে লিপি বদ্ধ হইয়া, তাঁহার কর্ণগোচরে পাঠ না হইলেও, তাহাই তাঁহার চরম পত্র বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ষষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সৈনিক কি নাবিক পুরুষ, এক সঙ্গে উপস্থিত, দুই জন সাক্ষীর সাক্ষাতে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করত বাক্য ক্রমে আপনার চরম পত্র স্বরূপ চরম বিধান করিতে পারিবেন।

সপ্তম। বিশেষাধিকার ঘটিত চরম পত্র করিতে চরম পত্র-কারীর অধিকার অবসান হওনাবধি এক মাস অতীত হইলে, পর বাক্য ক্রমে কৃত চরম দান অসিদ্ধ হইবে।

প্র। কি কি কারণে সাধারণ চরম দান অসিদ্ধ হয়;—

উ। নিম্ন লিখিত কারণে সাধারণ চরম দান অসিদ্ধ হয়।

প্রথম। বিশেষ বর্ণনার দ্বারা কোন ব্যক্তির পক্ষে চরম দান করা গেলে, যদি চরম পত্রকারী ব্যক্তির মরণ কালে, সেই বর্ণনার

অনুরূপ কোন ব্যক্তির উদ্ভব না হইয়া থাকে, তবে সেই চরম দান অসিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয়। চরম পত্রকারী ব্যক্তির মরণ সময়ে, যাহার উদ্ভব হয় নাই, এমত কোন ব্যক্তির পক্ষে যদি সেই চরমপত্রে নির্দ্দিষ্ট পুর্ব্বের কোন চরম দানের অধীন চরম দান করা যায়, তবে দত্ত বিষয়ে চরম পত্রকারী ব্যক্তির সমুদয় শেষ সম্পর্ক তাহাতে পরিগৃহীত না হইলে, সেই পশ্চাতের চরম দান অসিদ্ধ হইবে।

তৃতীয়। চরম পত্রকারী ব্যক্তির মরণ কালে, বিদ্যমান এক কি অধিক জনের জীবিতকালাতিরিক্ত ও সেই কালের অবসানে প্রাপ্তোদ্ভব যে ব্যক্তি প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে, দত্ত সম্পত্তির স্বামী হইবে, এমত অন্য কোন ব্যক্তির অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালাতিরিক্ত বিলম্ব না করিলে দত্ত সম্পত্তিতে স্থিত স্বত্ব যাহাতে পাইবার সম্ভাবনা না হয়, এমত কোন চরম দান সিদ্ধ হইবে না।

চতুর্থ। কোন জন শ্রেণী বিশেষের পক্ষে চরম দান করা গেলে, যদি ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণে কিম্বা তাহার মধ্যে অন্য কোন্ রূপে নির্দ্দিষ্ট বিধির বলে, সেই চরম দান, ঐ জন শ্রেণীর কোন কোন লোকের বিষয়ে বিফল হয়, তবে সেই চরম দান সর্ব্বতোভাবে অসিদ্ধ হইবে।

প্র। কোন্ কোন্ পণাধীন চরম দান অসিদ্ধ হয়?

উ। নিম্ন লিখিত পণাধীন চরম দান অসিদ্ধ হয়;—

প্রথম। যে চরম দান কোন অসাধনীয় পণের উপর নির্ভর করে তাহা অসিদ্ধ।

দ্বিতীয়। যে পণের সাধন ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কি ঔচিত্য বিরুদ্ধ, এমত পণের উপর নির্ভরকারী চরম দান অসিদ্ধ।

প্র। বিশেষ চরম দান কাহাকে কহে?

উ। চরম পত্রকারী ব্যক্তি যদি কোন জনকে আপন সম্পত্তির বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট অথচ সেই সম্পত্তির অন্য সকল অংশ হইতে ভিন্ন কোন অংশ দান করেন, তবে তাহাই বিশেষ চরম দান।

প্র। নির্দ্দেশক চরম দানের অর্থ কি? বিশেষ চরম দান ও নির্দ্দেশক চরম দানের প্রভেদই বা কি?

উ। চরম পত্রকারী কোন ব্যক্তির বিশেষ পরিমাণের টাকা কি বিশেষ পরিমাণের অন্য কোন দ্রব্য দান করণ কালে, যদি বিশেষ কোন বস্তু কি ঠিক নির্দ্দিষ্ট করিয়া, আদৌ তাহা হইতে পরিশোধ করিবার আদেশ করেন, তবে সেই চরম দানকে নির্দ্দেশক চরম দান বলা যায়।

(ক) চরম পত্রকারী ব্যক্তি, যদি কোন জনকে আপন সম্পত্তির বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট অথচ সেই সম্পত্তির অন্য সকল অংশ হইতে ভিন্ন কোন অংশ দান করেন, তবে তাহাকেই বিশেষ চরম দান বলে;—বিশেষ চরম দান এবং নির্দ্দেশক চরম দানের মধ্যে এই প্রভেদ।

প্র। কোন্ গতিকে চরম দান মনোনীত করা যায়?

উ। কোন ব্যক্তি যে দ্রব্যের বিষয়ে, বিধান করিতে স্বত্ববান নন। এমত দ্রব্যের বিষয়ে যদি চরম পত্রের দ্বারা আপনার কৃত বিধান প্রকাশ করেন, তবে সেই বিধানে সম্মতি কি অসম্মতি ইহার মধ্যে একটী সেই দ্রব্যের স্বামী মনোনীত করিবেন। যদি তিনি অসম্মত হন, তবে সেই চরম পত্রের কোন বিধান দ্বারা তাহার যে উপকার দর্শিত, তাহা তিনি ত্যাগ করিবেন।

প্র। কোন্ ব্যক্তিকে প্রবেট দেওয়া অকর্ত্তব্য ?

উ। অপ্রাপ্ত ব্যবহার কি অসুস্থমনা কোন ব্যক্তিকে কিম্বা অগ্রে পতির সম্মতি না লইয়া কোন সধবা স্ত্রীকে প্রবেট দেওয়া অকর্ত্তব্য।

প্র। ন্যায্য কি কি কারণে প্রবেট কি ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতা পত্র রহিত কি অসিদ্ধ করিতে পারা যায়।

উ। নিম্নলিখিত কারণে প্রবেট কি ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতা পত্র রহিত কি অসিদ্ধ করিতে পারা যায়।

(১) সেই ক্ষমতাদি দান পাইবার জন্য কৃত কর্ম্মের সারাংশ অসম্পূর্ণ হইলে।

(২) অলীক সূচনা দ্বারা কিম্বা গুরুতর কোন বিষয় আদালত হইতে প্রচ্ছন্ন করণ দ্বারা প্রতারণা ক্রমে সেই ক্ষমতা পত্র পাইলে।

(৩) ক্ষমতা দানের ঔচিত্য প্রতিপাদনার্থে যে বিষয় আইনানুসারে অতি গুরুতর এমন বিষয়ের অজ্ঞানতায় কি অনবধানতা ক্রমে অতথ্য কথা কহাতে ঐ ক্ষমতা পাওয়া গেলে।

(৪) ভাব গতিক ক্রমে সেই ক্ষমতা দান ব্যর্থ ও বিফল হইলে।

প্র। প্রবেটের দরখাস্তে কি কি বিষয় লিখিতে হয় ?

উ। (১) প্রার্থনা পত্রে চরম পত্রকারী ব্যক্তির মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

(২) নামের উল্লেখের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছি প্রার্থনাকারী আমি আছি এই সকল কথা লিখিতে হইবে।

(৩) জেলার জজ সাহেবের নিকট প্রার্থনা হইলে ইহাও

লিখিতে হইবে যে ঐ মৃত ব্যক্তির মরণকালে সেই জজ সাহেবের বিচারাধিপত্যের মধ্যে তাহার স্থির বাসস্থান কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি ছিল।

প্র। আদালতে ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র কিরূপ পাঠে এবং কি কি বৃত্তান্ত সংযোগে লিখিতে হইবে।

প্র। কোন মৃত ব্যক্তির সম্পদ বিষয়ে চরমপত্রের প্রতিলিপি সম্বলিত কি তদ্বিহীন ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দেওয়া যদি জজ সাহেবের উপযুক্ত বোধ হয় তবে তিনি তাহা দিবেন ও নিজ আদালতের মোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত করিবেন। অমুক জেলার জজ অমুক আমি ইহা দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে অমুক সালের অমুক মাসে অমুক তারিখে অমুক স্থান নিবাসী মৃত অমুকের সম্পত্তি ও পাওনা টাকা বিষয়ক চরম পত্র সম্বলিত অথবা তদ্বিহীন ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র সেই মৃত ব্যক্তির পিতা অথবা অন্য সম্পর্ক বিশিষ্ট অমুককে দত্ত হইল ও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিতে ও উক্ত সম্পত্তির ও পাওনা টাকার যথার্থ এক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে এবং অদ্যাবধি এক বৎসর অবসানকালে কি তৎপূর্ব্বে এই আদালতে উপস্থিত করিয়া দেখাইতে ও তাহার যথার্থ হিসাব দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

প্র। প্রবেটের নিমিত্ত যে প্রার্থনাপত্র তাহার চরমপত্রে কত জন সাক্ষ্য দ্বারা দৃঢ় করিতে হইবে এবং সাক্ষী সেই প্রার্থনা পত্রে কি লিখিবেন?

উ। প্রবেটের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র [illegible] এক জন সাক্ষ্য দ্বারা দৃঢ় করিতে হইবে, এবং তাহা নিম্নলিখিতরূপে দৃঢ় করার নিয়ম ;—

"এই প্রার্থনাপত্রে উল্লিখিত চরমপত্রকারী ব্যক্তির চরম পত্রের ও চরম বিধানের সাক্ষীদের মধ্যে এক জন অমুক আমি ইহাতে প্রকাশ করিতেছি যে, আমি উপস্থিত থাকিয়া উক্ত চরম পত্রকারী ব্যক্তিকে ইহাতে স্বাক্ষর করিতে অথবা আপনার চিহ্ন দিতে দেখিয়াছিলাম। অথবা যে আমার সাক্ষাতে উক্ত চরমপত্রকারী ব্যক্তি এই প্রার্থনাপত্রের ক্রোড়পত্র, আপনার চরমপত্র ও চরম বিধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

প্র। অছি কি ধনাধ্যক্ষ পক্ষে কি বিপক্ষে মৃত ব্যক্তির কোন্ কোন্ বিষয়ের দাওয়া প্রবল থাকিবে না?

উ। নিম লিখিত দাওয়া প্রবল থাকিবে না।

১। দুর্নাম করণ।

২। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের বর্ণিত আক্রমণ।

৩। যাহা মৃত্যুজনক নহে, এমত অন্য শারীরিক হানি জন্য বিবাদের হেতু।

৪। যে স্থলে অগ্রে মৃত্যু হওয়া প্রযুক্ত বাঞ্ছিত প্রতী কার ভোগ করা অসাধ্য হয় কিম্বা দত্ত হইলেও ব্যর্থ হয় এমত স্থল।

দায়ভাগ।

প্র। হিন্দুশাস্ত্রমতে ধন কয় প্রকার?

উ। দুই প্রকার যথা—পৈতৃক এবং স্বোপার্জ্জিত।

প্র। ধনস্বামী কাহাকে কহে?

উ। যিনি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন,

অথবা দানসূত্রে কি উত্তরাধিকারসূত্রে কিম্বা অন্য কোন রকমে প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করেন তাহাকে ধনস্বামী বলে।

প্র। দায়ভাগমতে পৈতৃক সম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে কিরূপে বিভাগ হইয়া থাকে এবং জননী অংশ প্রার্থনা করিতে সক্ষম কি না?

উ। পৈতৃক সম্পত্তি পুত্রেরা সম অংশে বিভাগ করিয়া লইতে পারে, এবং মাতা অংশ প্রার্থনা করিতে পুত্রগণের সমধিকারিণী।

প্র। পুত্রহীন পিতার কোন্ কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারিণী হয়।

উ। পিতার মৃত্যুকালে যদি অবিবাহিতা কন্যা থাকে তবে সেই কন্যা উত্তরাধিকারিণী হয়।

প্র। বন্ধ্যা বা পতি পুত্র বিহীনা কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে কি না?

উ। হইতে পারে না।

প্র। কোন্ কোন্ স্থলে বন্ধ্যা বা পতি পুত্র বিহীনা কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে?

উ। যে স্থলে পুত্রবতী অথবা বিবাহিতা কন্যা প্রথমে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া পরে পুত্রহীনা অথবা বন্ধ্যা বলিয়া পরিচিতা হয়।

প্র। স্ত্রীধন কাহাকে কহে? এবং তাহা কত প্রকার?

উ। স্ত্রীলোকেরা যে ধন স্বেচ্ছাক্রমে দান বিক্রয় করিতে সক্ষম হয় তাহাকে স্ত্রীধন বলে।

(ক) স্ত্রীধন ছয় প্রকার যথা—অধ্যগ্নি, অধিবাহনিক, প্রীতিদত্ত, পিতৃদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত এবং মাতৃদত্ত।

প্র। অধ্যগ্নি ও অধিবাহনিক শব্দ দ্বয়ের প্রভেদ কি?

উ। যে ধন স্ত্রীলোকেরা বিবাহকালীন প্রাপ্ত হয় তাহাকে অধ্যগ্নি এবং স্বামী গৃহে প্রথম আসিবার কালে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহাকে আধিবাহনিক বলে।

প্র। স্বামী দত্ত ধন অথবা অন্য কোন স্ত্রীধন কোন্ সময়ে স্বামী কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে?

উ। পারিবারিক অভাব, শ্রাদ্ধ এবং অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ম্মে গ্রহণ করিতে পারে।

প্র। বিবাহকালীন স্ত্রী যে ধন পায় তাহাতে কাহার কাহার অধিকার আছে?

উ। কুমারী কন্যা, বাগদত্তা কন্যা, পুত্র সম্ভাবিতা কন্যা, পুত্র, দৌহিত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, সপত্নী পুত্র, সপত্নী পৌত্র এবং প্রপৌত্র।

প্র। স্ত্রীলোকের পিতা মাতা দত্ত ধনে কাহার কাহার অধিকার আছে?

উ। বাগদত্তা কন্যা ভিন্ন উপরোক্ত সমস্ত অধিকারী ও অধিকারিণীর অধিকার আছে।

দত্তক চন্দ্রিকা।

প্র। দত্তক পুত্র কাহাকে কহে ?

উ। অপুত্রক ধনস্বামীর জীবিতকালে, অথবা জীবন কালেব অনুমত্যনুসাবে, তাহার বংশ রক্ষার জন্য যে পুত্র গ্রহণ বরা যায, তাহাকে দত্তক পুত্র কহে।

প্র। কি অবস্থাবি ব্যক্তি দত্তক পুত্র লইতে সমর্থ হয়েন।

উ। যিনি যে ব্যবস্থা মান্য ববেন, সেই ব্যবস্থানুসারে প্রাপ্ত ব্যবহাব হইলে, দত্তব পুত্র লইতে পারেন। উর্দ্ধবেতাঃ বা অন্য কোন বাবণে দত্তব পুত্র লওয়াব বাধা নাই।

প্র। বি কি কাবণে দত্তক পুত্র লওয়া অসিদ্ধ হয় ?

উ। নিম্ন লিখিত বাবণে দত্তক পুত্র লওযা অসিদ্ধ হয়।

প্রথম। মৃতাশৌচ কালে।

দ্বিতীয়। ধন স্বামীর অমতে।

তৃতীয়। ধন স্বামীর মৃত্যুন্তে, (যদি অনুমতি না করিযা গাইয়া থাকেন)।

চতুর্থ। ধন স্বামীর পুত্র বর্ত্তমানে।

পঞ্চম। এক জন দত্তক পুত্র বর্ত্তমানে।

ষষ্ঠ। যে দত্তক লওয়া যায়, তাহা যদি তাহাব জনকের জ্যেষ্ঠ অথবা এক মাত্র পুত্র হয়, এবং চূড়াকরণ অথবা জাতীয় সংস্কার হওযার পরে [illegible]।

প্র। কোন্ সময়ে, কি [illegible] অবস্থায় পিতার অনু-মতি ব্যতীত, মাতা দত্তক পুত্রের জন্য, পুত্র লইতে সমর্থ হয়েন ?

উ। নিম্ন লিখিত অবস্থায় মাতা পুত্র দানে সমর্থ হইতে পারেন।

প্রথম। যখন পিতা পুত্রগণকে ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ হন।

দ্বিতীয়। পিতার মৃত্যু হইলে, কি পিতা অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে।

তৃতীয়। জাতিভ্রষ্ট হইলে, অথবা পিতা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইলে।

চতুর্থ। দেশান্তরে গমন করিলে।

প্র। দত্তক পুত্র তাহার জনকের মৃত্যুতে কত দিন পর্য্যন্ত অশৌচ বহন করিবে?

উ। তিন রাত্র অশৌচ বহন করিবে।

প্র। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পালিত পুত্রের এবং সন্তানের মধ্যে প্রভেদ কি?

উ। প্রমাতাদিগের সম্পত্তির অধিকার ভিন্ন উত্তরাধিকারীত্ব সম্বন্ধে পালিত পুত্রের (অর্থাৎ দত্তক পুত্রের) এবং সন্তানের অন্য কোন বিষয়ে প্রভেদ নাই।

প্র। দত্তক পুত্র গ্রহণান্তে যদি ধনস্বামীর পুত্র হয় তবে তাহাদের বিষয় বিভাগের নিয়ম কি?

উ। ধনস্বামীর সমগ্র বিষয় তিন অংশে বিভক্ত হইয়া এক তৃতীয়াংশ দত্তকপুত্র ও অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ ঔরসপুত্র পাইবে।

প্র। যদি দত্তক গ্রহণ কোন কারণে অসিদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীত্ব সম্বন্ধে কি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে?

উ। দত্তক গ্রহণ কোন কারণে অসিদ্ধ হইলে দত্তক পুত্র উভয় কুল হারাইয়া গ্রহীতা বা তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে কেবল মাত্র ভরণ পোষণ পাইবে।

মিতাক্ষরা।

প্র। দায়দ কয় প্রকার এবং দায়দ শব্দের অর্থ কি?

উ। দায়দ দ্বিবিধ, যথা—অপ্রতিবন্ধ ও সপ্রতিবন্ধ।

(ক) দায়—শব্দের অর্থে যে ধন সম্পত্তি অধিকারীর সহিত সম্পর্ক থাকিবার হেতুতে অন্যের সম্পত্তি হয় তাহা বুঝিতে হইবে।

প্র। অপ্রতিবন্ধ ও সপ্রতিবন্ধ দায়দ কাহাকে কহে?

উ। “পুত্রানাং পৌত্রানাঞ্চ পুত্রত্বেন পৌত্রত্বেন চ পিতৃ ধনং পিতামহ ধনঞ্চ স্বংভবতিত্য প্রতিবন্ধো দায়,”—অর্থাৎ যে দায়দের উত্তরাধিকারিত্বে অধিকারী হইবার কোন বাধা নাই, তাঁহাকেই অপ্রতিবন্ধ দায়দ কহা যায়, যথা পুত্র পৌত্র ইত্যাদি।

(ক) “পিতৃব্য ভ্রাতৃপ্রভৃতীনাং তু পুত্রাদ্যভাবে স্বাম্যং ভবেচ স্বংভবতীতি পুত্র [illegible] প্রতিবন্ধসদ্ভাবে পিতৃব্যত্বেন ভ্রাতৃত্বেন [illegible]” অর্থাৎ যে দায়দের উত্তরাধিকারিত্বে [illegible] হইবার বিঘ্ন আছে, তাহাকে প্রতিবন্ধ দায়াদ কহে, যথা, ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃব্য পুত্র ইত্যাদি।

প্র। বাঁটোয়ারা কাহাকে কহে? পৈতৃক এবং পুত্রেরা শব্দের অর্থ কি?

উ। একটী সম্পূর্ণ সম্পত্তির বিশেষ অংশ সমুহের উপস্বত্ব বিতরণ দ্বারা সমুদয় সম্পত্তি বিষয়ক একটী স্বত্বের বিশেষ বিশেষ বিভাগকে বাঁটোয়ারা কহা যায়।

(ক) "পৈতৃক" শব্দে এমন কোন সম্পর্ক বুঝায়, যাহাতে অধিকারের কারণ উৎপন্ন হয়।

(খ) "পুত্রেরা" শব্দে সামান্যতঃ আত্মীয়বর্গকে বুঝিতে হইবে।

প্র। কোন্ কোন্ সম্পত্তি বিভাগ হইতে বর্জ্জিত?

উ। নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিভাগ হইতে বর্জ্জিত।

প্রথম। শৌর্য্যের দ্বারা অর্জ্জিত ধন।

দ্বিতীয়। বিবাহ সম্বন্ধীয় স্ত্রীধন।

তৃতীয়। বিদ্যার্জ্জিত ধন।

চতুর্থ। বিজ্ঞান বলে লব্ধ ধন।

পঞ্চম। পিতৃ প্রসাদ হইতে লব্ধ ধন।

ষষ্ঠ। পরিধেয় বস্ত্র, অলঙ্কার, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি।

প্র। পুত্রেরা কোন্ সময়ে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারেন? এসম্বন্ধে গৌতম ঋষির মত কি?

উ। নিম্ন লিখিত সময়ে পুত্রেরা অংশ করিয়া লইতে পারেন।

প্রথম। যখন [illegible] অবস্থা গত হয়।

দ্বিতীয়। পিতার মৃত্যু হইলে।

তৃতীয়। পিতা যদি জীবিত কালে পৃথক হইবার ইচ্ছা করেন।

চতুর্থ। যৎকালে মাতার আর অধিক সন্তান প্রসবের শক্তি না থাকে, তৎকালে পিতার ইচ্ছা না থাকিলে ও যদি তিনি পাপাসক্ত অথবা অন্য কোন দীর্ঘ কাল ব্যাপিনী পীড়ায় পীড়িত থাকেন, তবে পুত্রগণের মনঃপূত হওয়া মত বিভাগ হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে।

প্র। পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন হয়, সেই ধন উপার্জ্জন কর্ত্তা কিরূপ অংশ পাইবেন?

উ। দুই ভাগ অংশ পাইবেন।

প্র। দ্বয় মুষায়ন পুত্র কাহাকে কহে? এবং উক্ত পুত্র পিতার পিণ্ড দানে সমর্থ কি না?

উ। যে এক ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান নাই, সে ব্যক্তি অন্য কোন লোকের স্ত্রীতে শাস্ত্রানুসারে নিযুক্ত হইয়া, যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে দ্বয় মুষায়ন পুত্র কহে। দ্বয় মুষায়ন পুত্র তাহার পিতার পিণ্ড দানে সক্ষম হয়।

প্র। পুত্র কয় প্রকার? তাহাদের নাম কি কি? কোন্ ব্যক্তিকে অপুত্রক কহা যায়?

উ। পুত্র দ্বাদশ প্রকার; যথা, ঔরষ পুত্র, ক্ষেত্রজ, গুঢ়জ, কানীন, পৌনর্ভব, দত্তক পুত্র, ক্রীতপুত্র, স্বয়ং দত্তপুত্র, সহোঢ়া, অপবির্দ্ধ; দ্বয় মুষায়ন এবং যাগদত্ত পুত্র।

(ক) উপরি উক্ত প্রকারের কোন পুত্র যাহার নাই, তিনিই অপুত্রক নামে কথিত হয়েন।

প্র। অপবির্দ্ধ, সহোঢ়া এবং গুঢ়জ পুত্র কাহাকে কহে?

উ। পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে অপবির্দ্ধ, গর্ভে বাস কালে যে সন্তানকে তাহার গর্ভধারিণীর সহিত গ্রহণ করা

যায় তাহাকে সহোঢ়া এবং গুপ্তভাবে বাটীর মধ্যে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহাকে গুঢ়জ পুত্র বলে।

প্র। ধন স্বামীর যদি উত্তরাধিকারী কেহ না থাকে, তাহা হইলে সে সম্পত্তি অগ্রে কাহার প্রাপ্য হয়?

উ। মাতায় বর্ত্তে।

প্র। সমান জাতীয় লোক কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? তাহাদের নাম লিখ।

উ। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা, ধনস্বামীর স্বসম্পর্কীয়, পিতা এবং মাতার সম্পর্কীয়।

প্র। স্বসম্পর্কীয় এবং পিতা মাতার সম্পর্কীয় কাহাকে কহে?

উ। ধনস্বামীর পিতার ভগ্নী-পুত্রগণ এবং তদীয় মাতার ভগ্নী-পুত্রেরা ও তাহার নিজ মাতুলের পুত্রেরা স্বসম্পর্কীয় বলিয়া কথিত হয়।

(ক) পিতার পিতৃব্য পত্নীর পুত্রেরা এবং তাহার পিতার মাতুল পুত্রেরা পিত্রার স্বসম্পর্কীয়, ঐরূপ মাতার স্বসম্পর্কীয়ও হয়।

প্র। পুনঃসংযুক্ত অংশীদার ও পুনঃসংযুক্ত ভ্রাতা শব্দের অর্থ কি?

উ। যে ব্যক্তি একবার পৃথক হইয়া স্নেহ বশতঃ আপনার পিতা, ভ্রাতা কিম্বা [illegible] একত্রে বাস করে, তাহাকে পুনঃ সংযুক্ত অংশী[illegible]

(ক) যে ভ্রাতা পূর্ব্বে পৃথক হইয়া পরে সংযুক্ত হয়, তাহাকে পুনঃসংযুক্ত ভ্রাতা কহা যায়।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তিগণ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন?

উ। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন, যথা ;—

ক্লীব, পতিত, ও তাহার সন্তান, খঞ্জ, উন্মত্ত, জড়, জন্মান্ধ, চিকিৎসার অসাধ্য উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তি।

প্র। পিতার কোন্ কোন্ সম্পত্তিতে পুত্রগণ অধিকারী হইতে পারে না ?

উ। খ্যাতি, পদ, পেন্সন, এবং পিতা স্নেহ পরবশ হইয়া কোন সম্পত্তি দান করিলে সেই সম্পত্তিতে, পুত্রেরা অধিকারী হইতে পারে না।

মহম্মদীয় আইন।

প্র। উত্তরাধিকার কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? তাহাদের নাম লিখ।

উ। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা অংশভাগী, অবশিষ্ট ভাগী ও দূরবর্ত্তী দায়দ।

প্র। প্রকৃত ও অপ্রকৃত পিতামহ কাহাকে কহে ?

উ। মৃত ব্যক্তি ও যে সকল উপর পুরুষের মধ্যে, কোন স্ত্রী মধ্যবর্ত্তিনী হয় তাহাকে প্রকৃত পিতামহ এবং যদি কোন স্ত্রী মধ্যবর্ত্তিনী না হয়, তাহাকে অপ্রকৃত পিতামহ কহা যায়।

প্র। অবশিষ্ট ভাগীগণের নাম লিখ।

উ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অবশিষ্ট ভাগী, যথা—পুত্র পৌত্র ক্রমে অধস্তন পুত্রের পুত্র, সম্পূর্ণ ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, উভয়

ভ্রাতার ক্রমিক অধস্তন পুত্র, খুল্লতাত পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ঐ উভয় প্রকার খুল্লতাতের ক্রমিক অধস্তন পুত্রগণ, পিতামহের ভ্রাতা ও তাহাদের ক্রমিক অধস্তন পুত্রগণ।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তিগণ মুসলমান আইন অনুসারে প্রত্যাগম পাইবার অধিকারী নহেন?

উ। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ প্রত্যাগম পাইবার অধিকারী নহেন। যথা—স্বামী ও স্ত্রী।

প্র। উইলের ক্রম লিখ।

উ। মুসলমানগণ লিখিয়া কিম্বা মুখে উইল করিতে পারেন স্ত্রী পুরুষ সাবালক কিম্বা নাবালক অবস্থায় উইল করিতে ক্ষমতাবান হয়েন।

প্র। "ওয়কৃফ" কাহাকে কহে? এবং কোন্ সম্পত্তি ওয়কৃফ হইতে পারে?

উ। দেবসেবা বা সাধারণের কোন হিতকর কার্য্যের উদ্দেশে, যে স্থাবর সম্পত্তি অর্পণ করা যায়, তাহার নাম ওয়কৃফ।

(ক) স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সম্পত্তি ওয়কৃফ করিতে পারা যায় না।

প্র। মুতল্লি কাহাকে কহে? মুতল্লি কত দিন পর্য্যন্ত ওয়কৃফ করিতে পারেন?

উ। সাধারণের হিতকর কার্য্যে বা দেবসেবার উদ্দেশে যে সম্পত্তি অর্পণ করা যায়, তাহার অধ্যক্ষকে মুতল্লি কহে। মুতল্লি ভিন্ন [illegible] পর্য্যন্ত স্থাবর সম্পত্তি ওয়কৃফ করিতে পারেন।

প্র। পতি ও পত্নী, প্রকৃত মাতামহী এই তিন জনের অংশ নির্দ্দেশ কর।

উ। নিম্ন লিখিতরূপ অংশ পাইবে।

১। পতি; —

সিকি (চারি অংশের এক অংশ) যখন নিজের কোন সন্তান অথবা পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রগণের কোন সন্তান থাকে। নচেৎ অর্দ্ধেক (দুই অংশের এক অংশ)।

২। পত্নী।

মৃতের সন্তান বা তাহার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কাহারো কোন সন্তানাদি থাকিলে পত্নীর অংশ সিকি। নচেৎ ৮ অংশের ১ অংশ পাইবে।

৩। প্রকৃত মাতামহী।

মাতা না থাকিলে ছয় ভাগের এক ভাগ। পিতা মাতা না থাকিলেও ৬ অংশের ১ অংশ কিন্তু পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিলে তিনি বর্জ্জিত হয়েন।

সম্পত্তি সংক্রান্ত ১৮৮২ সালের ৪ আইন।

প্র। স্থাবর সম্পত্তি ও [illegible] কি কি বুঝায়?

উ। (ক) এই [illegible] পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না [illegible]

[১] ভূমিতে যে [illegible] থাকে কিম্বা যে শস্য বা ঘাস কাটা হয় নাই স্থাবর সম্পত্তি [illegible] তাহা গণ্য হইবে না।

[২] "নিদর্শন" পত্র শব্দে উইল ভিন্ন কোন নিদর্শন পত্র বুঝিতে হইবে।

[৩] দখলি রেজষ্টরী করণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তদনুসারে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে রেজ-ষ্টরী করা যায় রেজষ্টরী শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে।

(খ) "ভূসংলগ্ন শব্দে,—

[১] তরু ও গুল্মের ন্যায় ভূমিতে মূলবদ্ধ বা,—

[২] ভিত্তির বা গৃহাদির ন্যায় ভূমিতে গ্রথিত,—

[৩] তদ্রূপ গ্রথিত বস্তু স্থায়ী রূপে ভাল করিয়া ভোগ করিবার উদ্দেশে তাহাতে সংলগ্ন বুঝিতে হইবে।

প্র। কোন্ কোন্ বস্তু হস্তান্তর করা যাইতে পারে?

উ। এই আইনে কিম্বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, যে কোন প্রকারে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে।

(ক) ভাবী উত্তরাধিকারীর বিষয়াধিকারী হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা কোন জ্ঞাতি বা কুটুম্বের মৃত্যু হইলে তদীয় উইল ক্রমে কোন ব্যক্তির দ্রব্যাদি পাইবার সম্ভাবিত স্বত্ব, কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন সম্ভাবিত স্বত্ব মাত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(খ) পরবর্ত্তী বিষয় ভঙ্গ হইলে পুনঃপ্রবেশ করিবার স্বত্ব মাত্র তৎসংসৃষ্ট সম্পত্তির স্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

(গ) স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব প্রধান সম্পত্তি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(ঘ) সম্পত্তিগত যে স্বার্থ কেবল স্বামীরই ভোগের নিমিত্ত আছে, তাহা তিনি হস্তান্তর করিতে পারেন না।

(ঙ) প্রবঞ্চনা বা অবৈধরূপে হানি করা গেলে তন্নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা করিবার স্বত্বমাত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(চ) কোন রাজকীয় পদ হস্তান্তর করা যাইতে পারে না, এবং কোন রাজকীয় কর্ম্মচারীর বেতন প্রাপ্য হইবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(ছ) গবর্ণমেণ্টের সামরিক ও সিভিল পেন্‌সন্‌ ভোগী ব্যক্তিদের বৃত্তি ও রাজনীতি ঘটিত পেন্‌সন্‌ হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(জ) [১] যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যায় তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলে কিম্বা [২] অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা [৩] যে ব্যক্তি আইনমতে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হইতে পারে না তাহার অনুকূলে হস্তান্তর করণ হইতে পারে না।

প্র। চিরস্থায়ীত্ব নিষেধক বিধি কি?

উ। হস্তান্তর করিবার সময়ে যে এক বা একাধিক ব্যক্তি জীবিত থাকেন, তাঁহাদের জীবৎকাল এবং সেই কালের অবসান হইবার সময়ে জীবিত যে ব্যক্তি [illegible] ব্যবহার হইলে সৃষ্ট স্বার্থ প্রাপ্ত হইবেন, [illegible] কাল গত হইবার পর যে স্বার্থ ফলবৎ [illegible] হস্তান্তর করণ ক্রমে এরূপ স্বার্থ সৃষ্ট করা [illegible] না।

প্র। নির্দ্ধারিত স্বার্থ কাহাকে কহে?

উ। স্বার্থ কোন সময়ে ফলবৎ হইবে ইহা নির্দ্দেশ না

করিয়া অথবা উহা তৎক্ষণাৎ অথবা যে ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে সেই ঘটনা ঘটিলে ফলবৎ হইবে বাক্যে এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণ ক্রমে কোন ব্যক্তির অনুকূলে যদি তাহাতে স্বার্থ সৃষ্ট করা যায়, তবে হস্তান্তর করণের নিয়ম মধ্যে বিপরীত অভিপ্রায় দৃষ্ট না হইলে উক্ত স্বার্থকে নির্দ্ধারিত স্বার্থ বলে।

প্র। কি কি কারণে হস্তান্তর কার্য্য দৃঢ় বলিয়া অনুমিত হইবে ?

উ। যে ব্যক্তির উপকারসাধন করা যায় সেই ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিলে তিনি হস্তান্তর কার্য্য দৃঢ় করিতে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি মনোনীত করিবার নিজ স্বত্ব অবগত হইয়া কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে যে বিষয় বিশেষ বুঝিয়া বিচারপূর্ব্বক মনোনীত করেন, তাহা জানেন অথবা সেই বিষয় বিশেষের অনুসন্ধান করিবার স্বত্ব ত্যাগ করেন

(ক) যে ব্যক্তির উপকার সাধন করা যায় সেই ব্যক্তি অসম্মতিসূচক কোন কার্য্য না করিয়া, দুই বৎসর কাল ঐ উপকার ভোগ করিলে বিপরীত প্রমাণাভাবে উক্তমরূপ জ্ঞান বা স্বত্বত্যাগ অনুমান করিয়া লইতে হইবে। ঐ ব্যক্তি বিশেষ কোন কার্য্য না করিলে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহা হয় সেই সম্পত্তির স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা হইত তাহাদিগকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করা যদ্দারা অসাধ্য হয় ঐ ব্যক্তি এরূপ কোন কার্য্য করিলে উক্তরূপ জ্ঞান বা স্বত্বত্যাগ অনুমান করা যাইতে পারিবে

প্র। তৃতীয় ব্যক্তি ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী হইলে ভূমি হস্তান্তর করণ কিরূপে সিদ্ধ এবং কিরূপে অসিদ্ধ হয়?

উ। স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির ভরণপোষণ পাইবার কিম্বা সাংসারিক উন্নতির বা বিবাহের বিধানার্থ টাকা পাইবার স্বত্ব থাকিলে এবং উক্ত স্বত্ব ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে হস্তান্তর ক্রমে গৃহীতা যদি উক্ত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন কিম্বা যদি বিনা মূল্যে হস্তান্তর করা যায়, তবে ঐ গৃহীতার বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারিবে, কিন্তু মূল্য দিয়া ও উক্ত স্বত্বের কথা না জানিয়া যিনি হস্তান্তর ক্রমে গৃহীতা হন তাহার বিরুদ্ধে বা তাহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইবে না।

প্র। বিক্রয় শব্দের অর্থ কি এবং কিরূপ বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে?

উ। প্রদত্ত বা অঙ্গীকৃত অথবা কিয়ৎপরিমাণে প্রদত্ত ও কিয়ৎপরিমাণে অঙ্গীকৃত মূল্যের বিনিময়ে স্বামীত্ব হস্তান্তর করাকে বিক্রয় বলে।

(ক) এক শত টাকা ও তদধিক মূল্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি হইলে কিম্বা ভাবী উত্তরাধিকার কিম্বা অন্য অতীন্দ্রিয় স্বত্ব হইলে উক্তরূপ হস্তান্তর করণ কেবল রেজষ্টরী করা নিদর্শন পত্র দ্বারা হইতে পারিবে। এক শত টাকার কম মূল্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি হইলে উক্ত হস্তান্তর করণ রেজষ্টরী করা নিদর্শন পত্র দ্বারা কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ দ্বারা হইতে পারে। বিক্রেতা ক্রেতাকে বা তাহার আদেশ মত

ব্যক্তিকে সম্পত্তি দখল দিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির সমর্পণ ঘটে ।

প্র। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইলে ক্রেতা এবং বিক্রেতার কি কি কার্য্য করিতে হইবে।

উ। বিক্রেতার জ্ঞাত ও ক্রেতার অজ্ঞাত যে দোষ, ক্রেতা সামান্য সতর্কতা দ্বারা জানিতে পারিতেন না ক্রেতার নিকটে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রেতার তৎসম্পত্তির সেই দোষ প্রকাশ করিতে হইবে।

(ক) ঐ সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বিক্রেতার নিকটে বা অধিকারে থাকে তাহা ক্রেতার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তদীয় প্রার্থনাক্রমে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

(খ) ক্রেতা ঐ সম্পত্তি কিম্বা তদ্গত অধিকার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যে সকল প্রশ্ন করেন বিক্রেতার স্বীয় জ্ঞানানুসারে তাহার উত্তর দিতে হইবে।

(গ) মূল্যের টাকা যত দেনা থাকে ক্রেতা তাহা দিলে কি দিতে চাহিলে বিক্রেতার স্বাক্ষর করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ে ঐ স্থানে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত হস্তান্তর পত্র তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করা গেলে বিক্রেতার তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(ঘ) যাহার স্বত্ত্বে বিক্রেতা আছে এরূপ সম্পত্তি স্বামী ঐ সম্পত্তির ও তৎসংক্রান্ত দলীলের যে রূপ যত্ন লন বিক্রয়ের চুক্তির তারিখ অবধি সম্পত্তি সমর্পণের তারিখ পর্য্যন্ত বিক্রেতার ঐ সম্পত্তির ও তৎসংক্রান্ত অধিকার সূচক যে দলীল তাঁহার হস্তে থাকে তাহার সেই রূপ যত্ন লইতে হইবে।

(ঙ) সম্পত্তির ভাব বিবেচনায় যে রূপ দখল দেওয়া সম্ভব হয়, আদেশ পাইলে ক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশ মত ব্যক্তিকে বিক্রেতার সেই রূপ দখল দিতে হইবে।

(চ) বিক্রয়ের তারিখ পর্য্যন্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল রাজকীয় প্রাপ্য ও খাজানা দেনা পড়ে এবং ঐ তারিখে সম্পত্তির দায় ঘটিত যে সুদ দেওয়া হয় বিক্রেতার তাহা দিতে হইবে এবং যে স্থলে সম্পত্তি দায় যুক্ত থাকিয়া বিক্রীত হয় তদ্ভিন্ন স্থলে তৎকালে সম্পত্তির উপর যে সকল দায় থাকে তাহা হইতে বিক্রেতার ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিতে হইবে।

প্র। বন্ধক, বন্ধকিপত্র, বন্দক গৃহীতা ও ইংলণ্ডীয় বন্ধক কাহাকে কহে?

উ। যে টাকা ঋণ স্বরূপ অগ্রিম দেওয়া যায় বা দেওয়া যাইবে তাহার কিম্বা বর্ত্তমান কি ভাবী ঋণের শোধ কিম্বা যাহাতে অর্থ সংক্রান্ত দায় উৎপন্ন হইতে পারে, এরূপ অঙ্গীকারের পালন সুনিশ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ স্থাবর সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে সেই হস্তান্তর কার্য্যকে বন্ধক বলা যায়। হস্তান্তরকারী ব্যক্তিকে বন্ধক দাতা ও যাহার প্রতি হস্তান্তর করা যায় তাহাকে বন্ধক গৃহীতা বলা যায়, যে আসল টাকার ও সুদের শোধ তৎকালে সুনিশ্চিত করা যায়, তাহা বন্ধকী ঋণ, ঐ নিদর্শন পত্র থাকিলে যে নিদর্শন পত্র দ্বারা সে হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করা যায়, তাহা বন্ধকী পত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

(ক) যে স্থলে বন্ধক গৃহীতা নিম্ন লিখিত কোন নিয়মে বন্ধকী সম্পত্তি প্রকাশ্যত বিক্রয় করেন অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন

তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করা না গেলে ঐ বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে, কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবেন এই স্থলে এই ব্যাপারটীকে কট কবলায় বন্ধক, ও বন্ধক গৃহীতাকে কট কবলায় বন্ধক গৃহীতা বলা যায়।

(থ) যে স্থলে বন্ধক গৃহীতা নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করিবার অঙ্গীকারে আপনাকে বদ্ধ করিয়া বন্ধক গৃহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তি এক বারে হস্তান্তর করিয়া দেন কিন্তু এই রূপ নিয়ম থাকে যে অঙ্গীকার মতে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করিলে বন্ধক গৃহীতা সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন সেই স্থলে যে ব্যাপার হয়, তাহাকে ইংলণ্ডীয় বন্ধক বলা যায়।

প্র। বন্ধকদাতার পাকতঃ কি কি চুক্তি থাকে?

উ। তাহাতেরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধকদাতা বন্ধক গৃহীতার সহিত এই চুক্তি করিয়াছেন এমত জ্ঞান করা যাইবে।

(ক) বন্ধকদাতা বন্ধক গৃহীতাকে যে স্বার্থ হস্তান্তর করিতেছেন তাহা এখন আছে ও বন্ধকদাতা তাহা হস্তান্তর করিতে সক্ষম।

(খ) বন্ধকদাতা [illegible] সম্পত্তিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে তাহা বজায় [illegible] অধিকারের বন্ধকী সম্পত্তি [illegible] বন্ধক গৃহীতাকে সক্ষম করিবেন।

(গ) [illegible] সম্পত্তি না থাকিলে বন্ধকদাতা [illegible] প্রাপ্য দেয় [illegible] তাহা [illegible]

(ঘ) [illegible]

হইলে বন্ধকীপত্র সম্পাদনের সময় পর্য্যন্ত ঐ পাট্টার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া গিয়াছে ও তন্মুল্লিখিত নিয়ম পালন হইয়াছে ঐ পাট্টাদার যে সকল চুক্তি ক্রমে বদ্ধ আছেন তাহা পালন করা গিয়াছে এবং প্রতিভূ যত দিন প্রবল থাকে ও বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকী গৃহীতার অধিকারে না থাকে বন্ধকদাতা তত দিন ঐ পাট্টা কিম্বা নূতন পাট্টা লওয়া গেলে নূতন পাট্টার নির্দ্ধারিত খাজানা দিবেন ও তন্মুল্লিখিত নিয়ম পালন করিবেন ও পাট্টাদার যে সকল চুক্তিক্রমে বদ্ধ আছেন তাহা পালন করিবেন এবং উক্ত খাজানা দেওয়াতে বা উক্ত নিয়ম পালন না হওয়াতে ও চুক্তিমতে কার্য্য না হওয়াতে যে সকল দাওয়া ঘটে তৎপক্ষে বন্ধক গৃহীতাকে ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।

(ঙ) সম্পত্তির উপর যে বন্ধকীদায় বর্ত্তান যায় তাহা দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তী দায় হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক দায় ঘটিত সুদ সময়ে সময়ে যে রূপে যখন দেনা পড়ে তাহা দিবেন এবং যথাকালে উক্ত রূপ প্রত্যেক দায় ঘটিত আসল টাকা শোধ করিবেন।

প্র। সম্পত্তি বন্ধকদাতার ভোগ থাকিলে কি কি কার্য্য করিতে হইবে?

উ। বন্ধক থাকিবার সময় যদি [illegible] বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন, তবে [illegible] হইবে।

(ক) সাধারণ [illegible] সম্পত্তির [illegible] করিবেন।

(খ) ঐ সম্পত্তির [illegible] [illegible]।

(গ) ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে তিনি যতদিন ঐ সম্পত্তি ভোগ করেন, ততদিন সেই সম্পত্তির আয় হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও তৎসম্পর্কে রাজকীয় ভাবাপন্ন অন্য যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা এবং যে বাকী খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে ঐ সম্পত্তির সরাসরি মতে বিক্রীত হইতে পারে তাহা দিবেন।

(ঘ) ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব হইতে (গ) প্রকরণের উল্লিখিত দেয় টাকা ও আসল টাকার সুদ দিয়া উক্ত খাজানা ও উপস্বত্বের যে টাকা বাঁচে তাহা হইতে যদি পারা যায় ঐ সম্পত্তির আবশ্যক সংস্কার করিবেন।

(ঙ) তিনি এমন কোন কার্য্য করিবেন না যাহাতে সম্পত্তির বিনাশ সাধন ও স্থায়ী হানি হইতে পারে।

(চ) তিনি সমুদায় সম্পত্তি বা তাঁহার অংশ অগ্নি জন্য হানি কি ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বিমা পত্র লইয়া আসিলে ও তদ্রূপ হানি কি ক্ষতি হইলে সেই বিমা পত্র ক্রমে যে টাকা পান তাহা কিম্বা তন্মধ্যে যত টাকা আবশ্যক তত লইয়া সম্পত্তির পুনঃসংস্থাপন করিয়া দিবার জন্য ব্যয় করিবেন কিম্বা বন্ধকদাতার আদেশ থাকিলে তদ্দ্বারা বন্ধকী ঋণের টাকা দিবেন বা পরিশোধ করিবেন।

(ছ) বন্ধক গৃহীতা সেই পদোপলক্ষে যত টাকা পান ও খরচ করেন তাহার স্পষ্ট ও পূর্ণ ও ঠিক হিসাব রাখিবেন ও বন্ধক থাকিবার কোন সময়ে বন্ধকদাতা চাহিলে তাঁহার খরচ ঐ হিসাবের তাহা যে বৌচর (প্রমাণ পত্র) দ্বারা প্রতিপোষিত হয় তাহার যথার্থ নকল দিবেন।

(জ) বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যত টাকা পান কিম্বা স্বয়ং

উক্ত সম্পত্তি দখল করিলে যাহা দখল করিবার উপযুক্ত খাজানা হয়, তাহা হইতে (গ) ও (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত খরচ ও ঐ খরচের সুদ বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা তাঁহার নামে খরচ লেখা যাইবে ও বন্ধক ক্রমে তাঁহার বন্ধকী টাকার উপর সুদ পাওনা থাকিলে সময়ে সময়ে যত পাওনা হয় তাহার লঘুকরণ ও সেই সুদের অতিরিক্ত যত থাকে তাহা বন্ধকী ঋণের লঘুকরণ বা শোধ বলিয়া লওয়া যাইবে। যদি বেশী থাকে তাহা বন্ধকদাতাকে দিতে হইবে।

(ঙ) বন্ধকের বাবৎ তৎকালে যত টাকা পাওনা থাকে তাহা বন্ধকদাতা দিতে চাহিলে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানক্রমে আমানত করিলে এই ধারার অন্য প্রকরণে বিপরীত বিধান থাকিলেও দিতে চাহিবার তারিখ অবধি কিম্বা স্থলবিশেষে অতি পূর্ব্বে যে সময়ে তিনি আদালত হইতে উক্ত টাকা লইতে পারিতেন সেই সময় অবধি বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যত টাকা পান তাহার হিসাব বন্ধকগৃহীতার দিতে হইবে।

প্র। বন্ধকদাতা ভিন্ন কোন্ কোন্ ব্যক্তি সম্পত্তি উদ্ধারের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে?

উ। বন্ধকদাতা ভিন্ন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিতে বা উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(ক) যে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা হয় তাহার বন্ধকগৃহীতা ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ বা তদুপরি দায় থাকে;

(খ) সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্বে যে ব্যক্তির স্বার্থ কিম্বা সেই স্বত্বের উপর যে ব্যক্তির দায় থাকে।

(গ) বন্ধকী ঋণ কি তাহার কোন অংশ শোধ করিবার প্রতিভূ।

(ঘ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্ধকদাতার পক্ষে তাঁহার সম্পত্তির অভিভাবক।

(ঙ) ক্ষিপ্তমনা কি জড় বন্ধকদাতার পক্ষে তৎসংক্রান্ত কমিটি কি আইনমত অন্য সম্পত্তি রক্ষক।

(চ) বন্ধকদাতার ডিক্রীমত মহাজন বন্ধকদাতার সম্পত্তিগত স্বার্থ ক্রোকদ্বারা ডিক্রীজারীর আজ্ঞা পাইলে তিনি।

(ছ) বন্ধকদাতার মহাজন তাঁহার মহলের ধনাধ্যক্ষতা করণের মোকদ্দমায় বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ডিক্রী পাইলে তিনি।

প্র। স্থাবর সম্পত্তি আদালত দ্বারা বিক্রয় হইয়া কি কি প্রকারে তাহা প্রয়োগ হইবে?

উ। বিক্রয় উৎপন্ন টাকা আদালতে আনা যাইবে ও এই এই প্রকারে তাহার প্রয়োগ হইবে।

প্রথম। বিক্রয় করণের নিমিত্ত সকল খরচা ও বিক্রয় করণের উদ্যোগে ন্যায্য যে খরচা হয় তাহার শোধ হইবে।

দ্বিতীয়। যদি পূর্ব্ব কোন বন্ধকের দায় ব্যতীত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া থাকে তবে ঐ বন্ধকক্রমে যত প্রাপ্য থাকে তাহা শোধ করা যাইবে।

তৃতীয়। যে বন্ধক হেতু বিক্রয়ের আজ্ঞা হইল তজ্জন্য যত সুদ প্রাপ্য থাকে ঐ সুদ ও যে মোকদ্দমায় বিক্রয় করণের আজ্ঞা সূচক ডিক্রী হইল সেই মোকদ্দমার খরচ শোধ হইবে।

চতুর্থ। উক্ত বন্ধক হেতুক মূল ঋণের যত টাকা প্রাপ্য হয়

তাহা শোধ করা যাইবে ও শেষ কথা এই। উদ্বর্ত্ত থাকিলে তাহা বিক্রীত সম্পত্তিতে যে ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থের প্রমাণ করেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। কিম্বা তদ্রূপ একের অধিক ব্যক্তি থাকিলে ঐ সম্পত্তিতে যাঁহাদের প্রত্যেক জনের স্বার্থানুসারে কি তাঁহাদের সাধারণ রসিদ লইয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে।

চুক্তিবিষয়ক আইন।

প্র। কখন্ বলা যায়, "কোন্ ব্যক্তি প্রস্তাব করেন?"

উ। কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করণ কিম্বা কার্য্য না করণ বিষয়ে অন্যের সম্মতি পাইবার অপেক্ষায় সেই কর্ম্ম করিতে কিম্বা সেই কর্ম্ম না করিতে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি প্রস্তাব করেন ইহা বলা যায়।

প্র। অঙ্গীকার প্রবৃত্তি এবং কড়ার কাহাকে বলে?

উ। (ক) যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তিনি তদ্বিষয়ে সম্মতি স্বীকার করিলে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল বলা যায়, প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলেই অঙ্গীকার হয়।

(খ) অঙ্গীকার গ্রহীতা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অঙ্গীকারকারীর ইচ্ছা মতে কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন কিম্বা করিতে নিরস্ত হইয়া থাকেন কিম্বা করেন বা করিতে নিরস্ত হন কিম্বা করিতে কি করণ হইতে নিরস্ত থাকিতে অঙ্গীকার করেন, তবে সেই কার্য্য ও সেই নিরস্ত হওন সেই অঙ্গীকারটি অঙ্গীকারের নিমিত্ত প্রবৃত্তি বলা যায়।

(গ) প্রত্যেক অঙ্গীকার এবং যে যে অঙ্গীকার শ্রেণী পরস্পরের প্রবৃত্তি স্বরূপ হয় তাহাই কড়ার।

প্র। অসিদ্ধ চুক্তি ও অসিদ্ধের চুক্তি ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি?

উ। (ক) কোন চুক্তি আইন ক্রমে আর প্রবল করা যাইতে না পারিলে যদবধি তাহা প্রবল করা যাইতে না পারে তদবধি অসিদ্ধ হয়।

(খ) কোন কড়ার আইনানুসারে ঐ কড়ার সংক্রান্ত এক বা অধিক ব্যক্তির স্বেচ্ছামতে প্রবল করা যাইতে পারিলে কিন্তু অন্যের বা অন্যদের স্বেচ্ছামতে করা যাইতে না পারিলে সেই চুক্তি অসিদ্ধ।

প্র। কি কি প্রকারে প্রস্তাব অন্যথা হইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত প্রকারে প্রস্তাব অন্যথা হয়:—

(ক) অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাবকারীর অন্যথা করণের কথা জ্ঞাত করণ দ্বারা।

(খ) প্রস্তাবে গ্রাহ্য করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সেই সময় অতীত হওন দ্বারা, যদি সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে যুক্তিসিদ্ধ সময় গত হইলেও গ্রাহ্য করণের কথা জ্ঞাত না করণ দ্বারা।

(গ) গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য হইলে গ্রাহ্যকারীর সেই নিয়ম পালন না করণ দ্বারা।

(ঘ) গ্রাহ্যকারীর দ্বারা গ্রাহ্য হওনের পূর্ব্বে যদি তিনি প্রস্তাবকের মৃত্যুর কি ক্ষিপ্ত না হওয়ার কথা জানিতে পান তবে প্রস্তাবকের ঐ মৃত্যু কি ক্ষিপ্ত হওন দ্বারা।

প্র। কিরূপ ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম ?

উ। কোন ব্যক্তি যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন তদনুসারে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে ও সুস্থমনা হইলে ও যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন তদনুসারে চুক্তি করিবার অযোগ্য না হইলে তিনি চুক্তি করিতে সক্ষম হন।

প্র। স্বাধীন সম্মতি ও প্রতারণা শব্দের অর্থ কি ?

উ। (ক)

[১] * ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট ভাবানুসারে বলপ্রকাশ, কিম্বা,—

[২] ১৬ ঐ ঐ ঐ অবিহিত প্রতিপত্তির বল,—

[৩] ১৭ ঐ ঐ ঐ প্রতারণাক্রমে কিম্বা,—

[৪] ১৮ ঐ ঐ ঐ অযথা সাধন দ্বারা কিম্বা,—

[৫] ২০, ২১ ও ২২ ধারার বিধানবশে ভুল ক্রমে সম্মতি না হইলে তাহা স্বাধীন সম্মতি বলা যায়।

(খ) চুক্তি বিষয়ক আইনের ১৭ ধারা ও তাহার প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

প্র। অবিহিত প্রতিপত্তির অর্থ কি ?

উ। চুক্তি বি, আ, ১৬ ধারার [১] [২] প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

প্র। অসিদ্ধ কড়ার ও অসিদ্ধ চুক্তি কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

উ। (ক) আনন্দ, শ্যামকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা করিয়া বলে যে আমার আড়তে ২৫৫৲ মন করিয়া

---

* এই আইনে যে কোন ধারার কথা লিখিত হইল তাহা চুক্তি বিষয়ক আইনের ধারা বলিয়া জানিতে হইবে।

চিনি বৎসর বৎসর উৎপন্ন হয়, এই প্রকার শ্যামকে ঐ আড়ত ক্রয় করিতে লওয়ান, শ্যামের ইচ্ছা হইলে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হয়।

(খ) জাহাজের অধ্যক্ষ মিঃ টনীর জীবন পর্য্যন্ত মিঃ স্মিথ কোন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া হেনরীকে তাহা বিক্রয় করিতে সম্মত হন, ঐ চুক্তি করণ সময়ে মিঃ টনী মৃত ছিলেন কিন্তু উভয় পক্ষ তাহা জানিতেন না ঐ কড়ার অসিদ্ধ হয়।

প্র। কোন্ কোন্ স্থলে কড়ারের প্রবৃত্তি কি উদ্দেশ্য অবৈধ হয় ?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে অবৈধ হয় ;—

যদি আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, কিম্বা সেই কড়ারের ভাব বিবেচনায় যদি তাহা করা গেলে কোন আইনের বিধানে অন্যথা হয়, কিম্বা যদি তদ্দারা অন্য ব্যক্তির কি তাহার সম্পত্তির হানি হয় কি ভাবতঃ হানি হয় কিম্বা যদি প্রতারণা ঘটিত হয় কিম্বা যদি আদালত তাহা নীতি বিরুদ্ধ কিম্বা রাজ নিয়ম বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন, তবে উক্ত প্রত্যেক স্থলে কড়ারের প্রবৃত্তি কিম্বা উদ্দেশ্য অবৈধ বলা যায়।

প্র। প্রবৃত্তি বিনা কোন্ কোন্ স্থলে কড়ার করিলে তাহা সিদ্ধ হয় ? কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

উ। প্রবৃত্তি বিনা যে কড়ার করা যায় তাহা অসিদ্ধ, কিন্তু যদি লিপিবদ্ধ হইয়া তাহা রেজেষ্টারী করা যায়।

(ক) তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া নিদর্শন পত্রাদি রেজেষ্টারী করিবার যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা গেলে এবং উভয় পক্ষের আসন্ন কুটুম্বিতা

প্রযুক্ত নৈসর্গিক প্রণয় হেতুক করা গেলে, অথবা যদি কৃত কোন কার্য্যের পারিশ্রমিক দানের অঙ্গীকার হয়।

(খ) কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছা ক্রমে অঙ্গীকারকারীর নিমিত্ত পূর্ব্বে কোন কর্ম্ম করাতে সম্পূর্ণ রূপে কিম্বা অংশতঃ উহার প্রত্যুপকার অঙ্গীকার হইলে কিম্বা আইন মতে অঙ্গীকারকারীর যে কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য সেই কর্ম্ম করিবার অঙ্গীকার হইলে অথবা যদি মিয়াদের আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ঋণ শোধের অঙ্গীকার হয়।

(গ) মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ বিষয়ক আইন না থাকিলে মহাজন যে ঋণের সমুদয় টাকা কিম্বা একাংশ বল ক্রমে আদায় করিতে পারিতেন সেই টাকা দিবার দায় যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে তিনি কিম্বা তৎপক্ষে সাধারণ কি বিশেষ মতে ক্ষমতা প্রাপ্ত তাঁহার কর্ম্মকারক ঐ টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে পূর্ব্বোক্ত অন্যতর স্থলে তদ্রূপ চুক্তি হয়।

(ঘ) উদাহরণ ২৫ ধারার ক, খ, ইত্যাদি প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

প্র। নৈমিত্তিক চুক্তি কাহাকে কহে?

উ। যে কার্য্য করিবার চুক্তি করা যায় তাহার প্রতিপোষক কোন কার্য্য ঘটিলে কি না ঘটিলে ঐ কার্য্য করা কি না করা যাইবে এই মর্ম্মের যে চুক্তি হয় তাহাকে নৈমিত্তিক চুক্তি বলে।

প্র। কোন্ কোন্ কড়ার অসিদ্ধ হয়?

উ। নিম্ন লিখিত কড়ার অসিদ্ধ হয়;—

(ক) অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিবাহ নিবারণার্থ প্রত্যেক কড়ার।

(খ) কোন কড়ার দ্বারা কোন ব্যক্তির বৈধ বৃত্তি কি বাণিজ্য কি কোন প্রকারের ব্যবসায় করিবার বাধা হইলে যতদূর তদ্রূপ বাধা হয় ঐ কড়ার ততদূর অসিদ্ধ।

(গ) কড়ারের অর্থ স্পষ্ট না হইলে ও স্পষ্ট করা যাইতে না পারিলে তাহা অসিদ্ধ হয়।

(ঘ) বাজী রাখা স্বরূপ যে কড়ার করা যায় তাহা অসিদ্ধ, কোন দ্রব্য পাওয়া যাইবে বলিয়া কিম্বা খেলার ফল স্বরূপ কি অন্য যে অনিশ্চিত বিষয় লক্ষ্য করিয়া বাজী রাখা যায় তাহার ফলস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট পণ রাখা গিয়াছে বলিয়া তাহা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

প্র। কার্য্য সম্পাদন করিবার প্রসঙ্গ গ্রাহ্য না করিবার ফল কি?

উ। চুক্তি বিষয়ক আঃ ৩৮ ধারা এবং (১) (২) ও (৩) প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

প্র। হরি, গোপালের স্থানে কিছু টাকা কর্জ্জ লয়, পরে হরি, গোপাল ও রামধন একবাক্য হওয়ায় হরির পরিবর্ত্তে রামধনকে আপন পাওনার দায়ী স্থির করিল, অনন্তর রামধন দেউলিয়া হইল, এক্ষণে গোপাল হরির স্থানে টাকা আদায় করিতে পারিবে কি না?

উ। ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২। ৯ আইনের ৪১ ধারা অনুসারে হরির স্থানে টাকা আদায় করিবার গোপালের

অধিকার নাই। যেহেতু গোপাল পূর্ব্বে রামধনকে আপনার পাওনা টাকার দায়ী স্থির করিয়াছিল।

প্র। হরি, রামধন এজমালে (একত্রে) গোপালের নিকট হইতে কিছু টাকা কর্জ্জ লয়, গোপাল হরিকে মুক্ত দিয়া তাবৎ দেনা রামধনের নিকট আদায় করে, এমত স্থলে রামধন যে টাকা দিয়াছিল, তাহার কোন অংশের জন্য হরির নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে পারে কি না?

উ। ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ৪৩ ধারার ২ প্রকরণ অনুসারে রামধন হরির নামে নালিশ করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্দ্ধেক টাকা আদায় করিয়া লইতে সক্ষম।

প্র। দুই কি ততোধিক ব্যক্তি সাধারণ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলে অঙ্গীকার গ্রহীতা অঙ্গীকার মত কার্য্য কিরূপে সাধন করিতে সক্ষম?

উ। ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের চুক্তি বিষয়ক আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে অঙ্গীকার গ্রহীতা, অঙ্গীকার মত কার্য্য, দুই জনের মধ্যে কোন এক জনের দ্বারা বল ক্রমে সাধন করাইতে পারিবেন।

প্র। পরস্পর অঙ্গীকার ঘটিত চুক্তিতে যে অঙ্গীকার প্রথম নিষ্পাদন করা কর্ত্তব্য তাহার ত্রুটির ফল কি?

উ। চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ৫৪ ধারা সমস্ত লিখিতব্য।

প্র। হরির মাল ক্রোক করিয়া, গোপাল নামক মহাজন, কোন মুন্সেফী (*Moonsiff's Court*) আদালতে লইয়া যান, হরির উপকারের জন্য কৃষ্ণ টাকা দিয়া উক্ত মাল খালাস

করিয়া দেন, কৃষ্ণ সেই টাকা আইনমতে পাইতে পারেন কি না?

উ। চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ৬৯ ধারা অনুসারে কৃষ্ণ টাকা পাইতে পারেন।

প্র। চুক্তি ভঙ্গ করণের ফল কি? চুক্তি ভঙ্গ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, গৌণ কি অনির্দ্দিষ্ট ক্ষতি বা অপচয়ের জন্য, ঐ রূপ চুক্তি ভঙ্গের হেতু বাদে, ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিতে পারেন কি না?

উ। চুক্তি ভঙ্গ হইলে, সেই চুক্তি ভঙ্গ দ্বারা যে ব্যক্তি ক্ষতি প্রাপ্ত হন, ঐ চুক্তি ভঙ্গ দ্বারা স্বভাবতঃ কার্য্য করণ ভাবে, তাঁহার যে ক্ষতি কি হানি হয়, কিম্বা ঐ চুক্তি করণ সময়ে, উভয়পক্ষ ঐ চুক্তি ভঙ্গ হইলে, তাঁহার যে ক্ষতি কি হানি হইবার সম্ভাবনা জানিতেন, চুক্তি ভঙ্গকারীর স্থানে, তাহার সেই হানির কি ক্ষতির প্রতীকার পাইবার অধিকার আছে।

(ক) ঐ চুক্তি ভঙ্গ দ্বারা গৌণে কি অস্পষ্ট যে হানি কি ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতির পূরণ পাওয়া যাইবে না।

প্র। দ্রব্য ও বিক্রয় শব্দের অর্থ কি? এবং কি রূপে বিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হয়?

উ। (ক) দ্রব্য শব্দে অস্থাবর প্রত্যেক প্রকার দ্রব্য বুঝাইবে ও গণ্য হইবে।

(খ) মূল্য লইয়া সম্পত্তি দেওয়াই বিক্রয়। এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রীত দ্রব্যের স্বামীত্ব, বিক্রেতা হইলে ক্রেতার প্রতি বর্ত্তে।

(গ) মূল্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের ও নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের

নিমিত্ত মূল্য দিবার প্রস্তাবকরণ ও তাহা গ্রাহ্যকরণ দ্বারা ও তৎসহ মূল্য দান ও দ্রব্য দান কিম্বা মূল্য দিবার প্রস্তাব কি মূল্যে কিয়দংশ কিম্বা বায়না কি দ্রব্যের কিয়দংশ দান দ্বারা কিম্বা মূল্য কিম্বা দ্রব্য কি ঐ উভয়ই বিলম্বে দেওয়া যাইবে স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ এমন চুক্তির দ্বারা বিক্রয় হয়। যদি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করিবার চুক্তি থাকে, তবে সমুদয় মূল্য কিম্বা মূল্যের একাংশ কিম্বা বায়না দেওয়া গেলে কিম্বা সমুদয় দ্রব্য কি দ্রব্যের একাংশ দেওয়া গেলে ক্রেতার প্রতি ঐ বিক্রীত দ্রব্যের স্বামীত্ব বর্ত্তে। ঐ মূল্য দেওয়া কি সম্পত্তি দেওয়া কি ঐ উভয় কার্য্য গৌণে হইবে, এই বিষয়ে উভয় পক্ষ স্পষ্ট কি ভাবতঃ এক বাক্য হইলে, বিক্রয় করিবার প্রস্তাব যৎকালে গ্রাহ্য হয়, স্বামীত্ব তৎকালেই হস্তান্তর হয়।

প্র। দ্রব্য না থাকিলে ও তাহা বিক্রয় করিবার কড়ার লইলে, কিরূপ স্থানে উক্ত দ্রব্যের উপর স্বামীত্ব বর্ত্তে?

উ। কোন দ্রব্য না থাকিতে ও যদি তাহা বিক্রয় করিবার চুক্তি হইয়া থাকে, তবে ঐ দ্রব্য উৎপন্ন হইলে পর, বিক্রেতা অথবা বিক্রেতার সম্পত্তিতে ক্রেতা সেই চুক্তির ভাব অনুসারে কোন ক্রিয়া করিলে, তদ্দ্বারা ঐ দ্রব্যের স্বামীত্ব বর্ত্তান যাইতে পারিবে।

প্র। চুক্তির দ্বারা মূল্য নিরূপণ না হইলে কি রূপে তাহার মূল্য নিরূপণ হয়?

উ। বিক্রয় করিবার চুক্তিতে যদি বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ না হয়, তবে আদালত যাহা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করেন বিক্রেতাকে ক্রেতার সেই মূল্য দিতে হইবে।

প্র। কিরূপ হইলে সমর্পণ হয়?

উ। যে কোন কার্য্য দ্বারা বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার কিম্বা তৎপক্ষে ঐ দ্রব্য ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তির অধিকার গত হয় সেই কার্য্য করাই বিক্রীত দ্রব্যের সমর্পণ হয়।

প্র। হরি, গোপালের নিকট অবধারিত মূল্যে কএক মন চিনি বিক্রয় করিবার এবং তিন মাসের মধ্যে চিনি দিয়া মূল্য লইবার চুক্তি করেন, গোপাল অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন, এমত স্থলে হরি কি পরিমাণে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন?

উ। ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ১০৭ ধারা মতে হরি সেই দ্রব্য পুনরায় বিক্রয় করিয়া যত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহা গোপালের নিকট পাইতে হক্‌দার (স্বত্ববান) হন।

প্র। ক্ষতি নিষ্কৃতি শব্দের অর্থ কি?

উ। কোন ব্যক্তির নিজ কার্য্য কি অন্যের কার্য্য দ্বারা অপর ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, তাঁহাকে ক্ষতি হইতে বাঁচাইব বলিয়া যে চুক্তি করা যায় তাহা ক্ষতি নিষ্কৃতির চুক্তি বলা যায়।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দ গুলির অর্থ লিখ ;—

উ। (ক) প্রতিভাব্যের চুক্তি। (খ) প্রতিভূ। (গ) মুখ্য ঋণী। (ঘ) উত্তমর্ণ।

(ক) অন্যের অঙ্গীকার মতে কর্ম্ম করিবার কিম্বা তাহার স্বীকৃত দায় শোধ করিবার ত্রুটি হইলে, আমি সেই কর্ম্ম করিব কি দায় শোধ করিব বলিয়া তৃতীয় ব্যক্তি যে চুক্তি করেন তাহাকে প্রতিভাব্যের চুক্তি বলা যায়। (খ) উপরোক্ত প্রতিভাব্যের চুক্তিতে যিনি, প্রতিভাব্য দেন, তাঁহাকেই প্রতিভূ বলা যায়।

(গ) যে ব্যক্তির ত্রুটির সম্ভাবনা হেতু প্রতিভাব্য দেওয়া যায়, তাহাকে মুখ্য ঋণী (ঘ) ও যাহাকে প্রতিভাব্য দেওয়া যায়, তাহাকে উত্তমর্ণ বলা যায়।

প্র। কি কি কারণে প্রতিভূ মুক্ত হইতে পারেন?

উ। নিম্নলিখিত কারণে প্রতিভূ মুক্ত হন;—

প্রথম। উত্তমর্ণের ও মুখ্য ঋণীর মধ্যে কোন চুক্তি হইয়া, যদি তদ্দ্বারা মুখ্য ঋণী ক্ষমা পান, কিম্বা উত্তমর্ণের কোন ক্রিয়ার কি ত্রুটির আইন অনুযায়ী ফল স্বরূপে, মুখ্য ঋণী মুক্ত হন, তবে সেই চুক্তির কি ক্রিয়ার কি ত্রুটির দ্বারা প্রতিভূ মুক্ত হন।

দ্বিতীয়। উত্তমর্ণের ও মুখ্য ঋণীর মধ্যে চুক্তি হইয়া যদি তদ্দ্বারা উত্তমর্ণ ঐ মুখ্য ঋণীর সহিত রফা করেন, কিম্বা তাহাকে সময় দিতে কি তাহার নামে নালিশ করিতে অঙ্গীকার করেন, এমত স্থলে প্রতিভূর সম্মতিতে ঐ চুক্তি না হইলে, প্রতিভূ সেই চুক্তির দ্বারা মুক্ত হন।

তৃতীয়। উত্তমর্ণ প্রতিভূর অধিকারের অসঙ্গত কোন ক্রিয়া করাতে কিম্বা প্রতিভূর পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া, তাহার যে কার্য্য করা উচিত, তাহা না করাতে যদি মুখ্য ঋণীর স্থানে প্রতিভূর প্রতিকার পাইবার উপায়ের হানি হয়, তবে প্রতিভূ মুক্ত হন।

চতুর্থ। মুখ্য ঋণীর ও উত্তমর্ণের যে চুক্তি ছিল প্রতিভূর সম্মতি ভিন্ন সেই চুক্তির নিয়মের কোন অংশের পরিবর্ত্তন হইলে, সেই পরিবর্ত্তনের পর যে ব্যাপার হয় প্রতিভূ তাহা হইতে মুক্ত হন।

প্র। নিক্ষেপণ, নিক্ষেপক ও নিক্ষেপধারী এই তিনটী শব্দের অর্থ কি?

উ। যখন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যের নিমিত্ত দ্রব্য দেন, এবং ঐ কার্য্য সমাপ্ত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে ঐ দ্রব্য ফিরাইয়া দিবেন, কিম্বা তাহার আদেশানুসারে, ঐ দ্রব্য লইয়া অন্য কার্য্য করিবেন, এই নিয়মে দ্রব্যের যে সমর্পণ, তাহাকে নিক্ষেপণ বলা যায়, যে ব্যক্তি দ্রব্য দেন, তিনি নিক্ষেপক, যাঁহাকে দ্রব্য দেওয়া যায় তিনি নিক্ষেপ-ধারী নামে খ্যাত।

প্র। হরির ঘড়ি হারাইয়া যাওয়াতে গোপাল তাহা পায়, পরে গোপালের নিকট উক্ত ঘড়িটী হারাইয়া যায়, হরি গোপালের নিকট সেই ঘড়ির মূল্য দাবী করিতে পারে কি না?

উ। ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২। ৯ আইনের ৫১। ৫২ ধারা অনুসারে যদি গোপাল সাবধানে রাখিয়া থাকে তাহা হইলে, তাহার নিকট মূল্যের দাবী করিতে হরির কোন অধিকার নাই।

প্র। কর্ম্মচারী ও কর্ত্তা শব্দের অর্থ কি?

উ। যে ব্যক্তি অন্যের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে কিম্বা অন্যের প্রতিনিধি স্বরূপ অপর ব্যক্তিদের সহিত কারবার করিতে নিযুক্ত হন, তাঁহাকে কর্ম্মচারী বলা যায়, তিনি যাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করেন কিম্বা উক্ত প্রকারে যাঁহার প্রতিনিধি হন, তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যায়।

প্র। কর্ম্মচারীর স্পষ্টতঃ ও ভাবতঃ ক্ষমতার অর্থ কি?

উ। (ক) যখন বাচনিক কি লিখিত কথা দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া যায়, তখন তাহা স্পষ্টতঃ বলা যায়।

(খ) যখন ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনার দ্বারা ক্ষমতার অনুভব হয়, তখন সেই ক্ষমতা ভাবতঃ বলিয়া জানা যায়।

প্র। কর্ত্তার পক্ষে কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কি?

উ। কর্ত্তা যেরূপ আদেশ করেন, কর্ম্মচারীর সেই আদেশানুসারে, ঐ কর্ত্তার কর্ম্ম চালাইতে হইবে, তদ্রূপ কোন আদেশ না থাকিলে, কর্ম্মচারী যে স্থানে কার্য্য চালাইতেছেন, সেই রীতি মতে, তাহার সেই কার্য্য চালাইতে হইবে, অন্য প্রকারে কর্ম্ম করিয়া ক্ষতি হইলে, কর্ত্তার নিকট তাহার সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, লাভ হইলে তাহার হিসাব দিতে হইবে।

প্র। কর্ম্মচারীর প্রতি কর্ত্তার কর্ত্তব্য কি?

উ। কর্ম্মচারীর প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা যায় তদনুসারে তিনি ন্যায্যমতে যে সকল কর্ম্ম করেন, সেই কর্ম্ম দ্বারা তাহার হানি হইলে তাহাকে সেই হানি হইতে কর্ত্তা নিষ্কৃতি দিবেন।

প্র। কি কি কারণে কর্ম্মচারীর সহিত চুক্তিতে কর্ত্তার দায় ঘটে না?

উ। নিম্নলিখিত কারণে কর্ত্তার দায় ঘটে না;—

প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ২৩০ ধারার ১।২।৩ প্রকরণ লিখিতব্য।

প্র। অংশীত্ব শব্দের অর্থ কি? আদালত কি কি কারণে অংশীত্ব লোপ করিতে পারেন?

উ। কএক ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ে আপনাদের ধন ও

পরিশ্রম ও কর্ম্ম কৌশল সংযোগে করিতে ও আপনাদের মধ্যে তদুৎপন্ন লভ্য বণ্টন করিয়া লইতে অঙ্গীকার করিলে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ তাহাকে অংশীত্ব বলা যায়।

(ক) নিম্নলিখিত স্থলে আদালত অংশীত্ব লোপ করিতে পারিবেন।

প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২। ৯ আইনের ২৫৪ ধারার ১।২।৩।৪।৫।৬ প্রকরণ পর্য্যায় লিখিতব্য।

প্র। অংশীত্ব বিলোপের পর আদালত কি করিতে পারিবেন?

উ। কোন অংশী অংশীত্ব বিলোপের দাওয়া করিবার স্বত্ব-বান হইলে কিম্বা অংশীত্ব শেষ হইবার পর আদালত প্রকারান্তরের কোন চুক্তি না থাকিলে অংশীত্বের কর্ম্ম বন্ধ এবং ঋণ পরিশোধের বিধান করিতে এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অংশীদের অংশ অনুসারে বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন।

চুক্তি বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১৮ আইন।

প্র। হাইকোর্ট প্লীডার ও মোক্তারদের সম্বন্ধে কি কি বিধি করিতে পারিবেন?

উ। নিম্নলিখিত বিধি করিতে পারিবেন;—

প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, প্রকরণ সমস্ত (১৬ ধারা)।

প্র। রেবেনিউ এজেণ্টদের সম্বন্ধে হাইকোর্ট কি কি বিধি করিতে পারিবেন?

উ। নিম্নলিখিত বিধি করিতে পারিবেন;—

প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদিক্রমে ক, খ, গ, ঘ, প্রকরণ সমস্ত (১৭ ধারা)।

১৮৬৫ সালের ১১ আইন।

প্র। "ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত" শব্দে কি বুঝাইবে?

উ। "ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত" শব্দে এই আইনে সংস্থাপিত আদালত বুঝাইবে।

প্র। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদালত স্থাপন ও স্থানীয় বিচার আধিপত্যের সীমা নিরূপণ বিষয়ে, কিরূপ বিধান করিতে পারিবেন?

উ। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অগ্রে মন্ত্রী সভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের সম্মতি লইয়া আপনার অধীন প্রদেশের অন্তর্গত কোন স্থানে, এই আইন মতে মোকদ্দমার বিচারার্থ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপন করিতে পারিবেন ও সেই আদালতকে প্রয়োজনীয় সংখ্যার আমলা প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগকে দিতে পারিবেন। তদ্রূপ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত স্থাপিত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমা অবধারণ করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালত উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

প্র। কোন্ কোন্ মোকদ্দমা ছোট আদালত কর্ত্তৃক বিচারিত হইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত মোকদ্দমা ছোট আদালত দ্বারা বিচারিত হইতে পারে,—

প্রথম। খতের কি বন্দোবস্তের বলে পাওনা টাকার মোকদ্দমা।

দ্বিতীয়। খাজানার কি ভাড়ার কি অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যের কি ক্ষতি পূরণের দাওয়া; কিন্তু উক্ত সকল দাওয়া ৫০০৲ টাকার বেশী হইলে, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে বিচারিত হইবে না।

তৃতীয়। যদিও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে সত্ত্বয়সমুত্থানের হিসাবের বাকীর নালিশ হয় না তথাপি যদি পক্ষ ব্যক্তিরা কি তাহাদের এজেন্টগণ ঐ রূপ বাকী স্থির করেন, তবে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

চতুর্থ। শারীরিক হানিতে যদি বাস্তবিক টাকার ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা বিচার হইতে পারিবে।

পঞ্চম। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত হইলে বাকী খাজানার মোকদ্দমাও উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

প্র। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে, কোন্ কোন্ বিচার যোগ্য মোকদ্দমা ঘটে, এবং কোন্ গতিকের মোকদ্দমা ঐ আদালতের অধিকারভুক্ত নহে।

উ। এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া গিয়াছে।

(ক) নিম্নলিখিত গতিকের মোকদ্দমা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের অধিকারভুক্ত নহে;—

[১] ৫০০৲ টাকার অতিরিক্ত দাওয়ার কোন দাবী।

[২] সত্ত্বয়সমুত্থানের হিসাবের বাকী।

[৩] চরমপত্রাভাব ঘটিত অংশ কি এমত অংশের ভাগ,

কিম্বা চরমপত্রের বলে চরম দান কি চরম-দানের কোন অংশ পাইবার দাওয়া।

[৪] শারীরিক হানি প্রতীয়মান হইলে তৎপ্রযুক্ত ক্ষতি পূরণের দাওয়া।

[৫] ভূমির খাজানা ঘটিত প্রভৃতি যে প্রকারের দাওয়া জন্য, এখন রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে এমত কোন দাওয়া।

প্র। উইলের দ্বারা যে দান করা যায়, ঐ দানের দ্রব্য পাইবার জন্য, ছোট আদালতে নালিশ করা যাইতে পারে কি না?

উ। ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ১৮৬৫। ১১ আইনের ১৬ ধারা অনুসারে, চরমপত্র দ্বারা যে দান করা যায়, ঐ দানের দ্রব্য পাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে না।

প্র। ছোট আদালতে প্রতিনিধির নামে সমন জারির ফল কি? প্রতিনিধির নামে সমন জারি করিতে হইলে কি আবশ্যক?

উ। ক্ষুদ্র মোকদ্দমা বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১১ আইন মতে, সমনজারি হইলে, প্রতিবাদী যে চাকর কি এজেণ্ট দ্বারা ব্যবসা কি লাভার্থ কর্ম্ম চালায়, তাহার প্রতি সমন অর্পণ করিলে তাহা প্রতিবাদীর প্রতি উত্তম অর্পণ বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু ইহার নিমিত্ত আবশ্যক যে, ঐ মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহার বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে, ঐ এজেণ্ট কি চাকর, উত্তম অর্পণের সময়, আপনি প্রতিবাদীর পক্ষে ব্যবসা কি লাভার্থ কর্ম্ম চালায়।

প্র। যে আদালতে নালিশ দায়ের করা যায়, ঐ নালিশ ঐ আদালতের অধিকারভুক্ত কি না, তন্মীমাংসা কি কি বিষয়ের প্রমাণ দ্বারা হইবে?

উ। প্রথম। মোকদ্দমা দায়ের হইলে, বিচার আধিপত্য বিশিষ্ট আদালত দেখিবেন যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহা অর্থাৎ উক্ত মোকদ্দমার কারণ, সেই সীমার মধ্যে হইয়াছে কি না।

দ্বিতীয়। যে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তাহা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ১৮৮৫। ১১ আইনের ৬ধারা অনুসারে বিচার্য্য কি না।

তৃতীয়। যত টাকার দাওয়া হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচার্য্য দাওয়ার অধিক কি না।

প্র। ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা কোন্ সময়ে অন্য আদালতের বিচার্য্য হইতে পারে?

উ। যখন ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে দাবী, তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, কেবল সেই স্থলে সেই মোকদ্দমা অন্য আদালতে অর্পণ করা যায়, তদ্রূপ না হইলে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ১৮৬৫। ১১ আইনের ১২ ধারা অনুসারে উক্ত আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা অন্য আদালতে বিচার্য্য হইতে পারে না।

প্র। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিচার কার্য্যে কোন্ পদবীর লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ও তাহার বেতন এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে কি কি নিয়ম করিতে সক্ষম হইবেন?

উ। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক আইনের বর্জ্জিত স্থান ভিন্ন অন্য সকল স্থলে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালতের কর্ম্ম স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত এক জনের সম্মুখে নির্ব্বাহিত হইবে, তিনি যত বেতন পাইবেন তাহা মন্ত্রীসভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেব সময়ে সময়ে নিরূপণ করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ করিবেন তদনুসারে সেই প্রকারের এক জজ তদ্রূপ এক কি দুই কি অধিক আদালতের জজ হইতে পারিবেন, কিন্তু ইহার পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট এই আইনের বিধানানুযায়ী ভিন্ন অন্য দেওয়ানী বিচারাধিপত্য প্রয়োগ করিবেন না।

প্র। অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দ্বারা ছোট আদালতের প্রকাশিত ডিক্রী পরিশোধ হওয়ার প্রার্থনা করা গেলে, কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয় এবং কি রূপে মাল ক্রোক কার্য্য সমাধা হইবে?

উ। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত কৃত ডিক্রীজারির প্রার্থনা হইলে মিয়াদ বিষয়ে কোন রূপ বাধা না হইলে ডিক্রীজারি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত আজ্ঞাক্রমে আদালতের বিচারাধিপত্যের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে ঐ ডিক্রী ঘটিত অধমর্ণের যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায়, নির্ব্বিশেষে তাহার উপর নতুবা উক্ত সীমার মধ্যে ঐ ডিক্রী ঘটিত অধমর্ণের যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি ডিক্রী ঘটিত উত্তমর্ণ নির্দ্দিষ্ট করে বিশেষ মতে তাহার উপর পরয়ানা দেওয়া যাইতে পারিবে।

প্র। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ছোট আদালতের প্রকাশিত ডিক্রী পরিশোধ হওয়ার প্রার্থনা করা গেলে উক্ত

আদালত কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং কি রূপেই বা উক্ত ডিক্রী সাধন হইবে ?

উ। বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে কোন ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রার্থনা করিলে উক্ত আদালত তৎক্ষণাৎ ডিক্রীর প্রতিলিপি ও তাহার বলে বাকী টাকার পাওনা বিষয়ক সার্টিফিকেট দিবেন। তাহাতে ঐ ডিক্রী ঘটিত অধমর্ণের স্থাবর সম্পত্তির বিষয় যে স্থানে থাকে, সেই স্থানে সাধারণ ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক কোন আদালতের উক্ত প্রতিলিপি ও সার্টিফিকেট দাখিল করিলে এমত স্থলে উক্ত আদালতে যে বিধি ও কার্য্য প্রণালী বর্ত্তে সেই আদালত তদনুসারে ঐ ডিক্রী সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

প্র। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে কি রূপে পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য হইবে ?

উ। যদি কোন মোকদ্দমাক্রমে প্রতিবাদীর বিপক্ষে এক তরফা ডিক্রীজারি হয়, তবে সেই ডিক্রী প্রবল করণার্থ কোন হুকুমনামা জারী হওন অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি সেই ডিক্রী প্রচারকারী আদালতের নিকটে এই আবেদন করিতে পারিবেন, যে তৎপরে প্রথম বার আদালত বসিলে আমি তাহার নিকট ঐ ডিক্রী রহিত করিবার প্রার্থনা করিব। তাহাতে সেই প্রথম অধিবেশনকালে আদালতের নিকট প্রার্থনা করা গেলে, যদি আদালতের হৃদ্বোধমতে ইহা প্রমাণ হয় যে সমন উচিত মতে অর্পিত হয় নাই কিম্বা মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত কারণে প্রতিবাদীর অসাধ্য ছিল, তবে আদালত সেই ডিক্রী রহিত করিবার আজ্ঞা করিয়া, ঐ মোকদ্দমাতে

অগ্রসর হইবার জন্য বিশেষ কোন দিন নিরূপণ করিবেন, এবং খরচ দিবার কি না দিবার যে নিয়ম করা আদালত উপযুক্ত জ্ঞান করিবেন এমত নিয়ম করিতে পারিবেন। পরন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত উপনিয়মের স্থল না হইলেও যদি আদালত নূতন বিচারের অনুমতি দেওয়া উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তবে তাহা দিতে পারিবেন, কিন্তু ইহার নিমিত্ত আবশ্যক যে আদালতের প্রথম অধিবেশনের নূতন বিচার প্রার্থনা করিবার মনস্থ, নিষ্পত্তির তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে আদালতকে জ্ঞাত করা যায় ও তৎপশ্চাৎ আদালতের প্রথম অধিবেশনে তদনুসারে প্রার্থনা করা যায়, কিন্তু সেই প্রার্থনাকারী ব্যক্তি যদি প্রতিবাদী হয়, কি প্রতিবাদীদের এক জন হয়, তবে যত টাকার ডিক্রী তাহার বিপক্ষে জারি হইতেছে তত টাকা এবং বিপক্ষ পক্ষের খরচা হইলে সেই খরচার টাকা ও ঐ প্রার্থনা বিষয়ক সংবাদের সহিত আদালতে দাখিল না করিলে তদ্রূপ নূতন বিচার হইবার অনুমতি দিতে হইবে না।

প্র। ছোট আদালতের দ্বারা যে সকল আইন ঘটিত কথা হাইকোর্টে অর্পণ হইতে পারে, তাহা বিশেষ করিয়া লিখ।

উ। দুই জন জজ, কিম্বা একজন জজ ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত এক ব্যক্তি একত্রে বসিয়া, যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জারি করিতে হয় তদ্বিষয়ে যদি একমত না হন, কি ব্যবস্থাঘটিত কোন কথায় কি ব্যবস্থাবৎ বল বিশিষ্ট কোন দেশাচারের বিষয়ে; কিম্বা কোন কাগজ পত্রের অর্থ করণ বিষয়ে, তাঁহাদের মতের অনৈক্য হয়, তবে সেই সমস্ত কথা হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে হইবে।

প্র। ছোট আদালতের দুই জন জজ বসিয়া, কোন মোকদ্দমার বিচার করণ সময়ে উক্ত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিষয়ে ভিন্ন মত হইলে কাহার মত প্রবল হইবে?

উ। মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ভিন্ন মত হইলে, যিনি জজের কার্য্যে অধিক দিন কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহার মতই প্রবল হইবে।

প্র। ক্ষুদ্র মোকদ্দমাব আদালতের রেজেষ্টারের কর্ত্তব্য কি?

উ। প্রথম। যে সমস্ত নালিশ পত্র দাখিল করা যায় তাহা গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদীগণের উপর মোকদ্দমার সংবাদ জারি করিবেন, ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত হইবার হুকুম জারি করিবেন।

দ্বিতীয়। পক্ষ ব্যক্তিরা দলীল দাখিল করিলে, তাহা সতর্ক পূর্ব্বক রাখিবেন।

তৃতীয়। যে সকল মোকদ্দমা বিচারিত হইবার উপলক্ষে উপস্থিত হয়, তাহার ফর্দ্দ রাখিবেন ও মোকদ্দমা বিচারের যে দিন তিনি উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই দিন ধার্য্য করিবেন।

চতুর্থ। কোন ব্যক্তি ডিক্রী সাধনের জন্য বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট কোন ছোট আদালতে দরখাস্ত করিলে, জজের অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে প্রথমে ডিক্রী সাধনের জন্য সতর্ক করণ পত্র প্রতিবাদীকে দিয়া পরে নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলে, উক্ত দরখাস্ত ক্রমে মাল ক্রোকের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্র। রেজেষ্টার কৃত ডিক্রী সাধনের ফল কি?

উ। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে রেজেষ্টার ডিক্রী সাধনের আজ্ঞা জারি করিলে, তাহার উপর আপীল হইবে না, কিন্তু

উক্ত আদালতের জজ কিম্বা জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি আজ্ঞা জারি হওনাবধি পঞ্জিকানুযায়ী তিন মাসের মধ্যে, নিজ প্রবৃত্তি ক্রমে, তাহা রহিত কি অন্যথা করিতে পারিবেন, রহিত না হয়, তবে জজের কৃত ডিক্রী হইলে যেরূপ কার্য্য হইত, উক্ত রেজেষ্টার কৃত ডিক্রীতেও সেই রূপ কার্য্য হইবে।

প্র। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্কের কর্ত্তব্য কি?

উ। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক কি উক্ত আদালতের অধীনে কিম্বা রেজেষ্টার থাকিলে, রেজেষ্টারের অধীনে থাকিয়া, যাবতীয় সমন ও ওয়ারেণ্ট, আজ্ঞা ও ডিক্রী সাধনার্থ পরয়ানা জারি করিবেন, ও সেই আদালতের সকল বিচার কার্য্যের বৃত্তান্ত রাখিবেন, এবং সেই আদালতে যত টাকা জমা কি খরচ করা যায়, কি করিতে হইবে, তাহার হিসাব রাখিবেন ও তদ্রূপ সকল টাকার হিসাব আদালতের বিশেষ এক বহিতে তুলিয়া লইবেন। উক্ত ক্লার্ক সেই অভিপ্রায়ে ঐ বহি রাখিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৪ আইন।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দে কি কি বুঝায় এবং কি কি গণ্য হয়?

প্লীডার, কালেক্টর, দেনদার, ভিন্ন দেশীয় আদালত, গবর্ণমেণ্ট, স্বাক্ষরিত ও বিচারপতি।

উ। (ক) কোন ব্যক্তি সপক্ষে যে ব্যক্তির আদালতে উপস্থিত হইয়া সমর্থন করিবার অধিকার আছে, প্লীডার শব্দে

তাঁহাকে বুঝাইবে। ইহার মধ্যে আডবোকেট ও উকীল এবং হাইকোর্টের আটর্ণিও গণ্য।

(খ) যে কোন কার্য্য কারক ভূমির রাজস্বের কালেক্টরের কর্ম্ম করেন কালেক্টর শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

(গ) যে ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় দেন্দার শব্দে সেই ব্যক্তিকে জানিতে হইবে।

(ঘ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত যে আদালতের ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমতা নাই ও যে আদালত মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের দ্বারা স্থাপিত না হয় ভিন্ন দেশীয় আদালত শব্দে সেই আদালত জানিতে হইবে।

(ঙ) এবং এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রচলিত হয়, সেই স্থান গবর্ণমেণ্ট শব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়ই গণ্য।

(চ) যে ব্যক্তি নিজ নাম লিখিতে অপারক সে ব্যক্তি চিহ্ন দিলে স্বাক্ষরিত শব্দে সেই চিহ্ন দেওয়া ধরা যায়। উল্লিখিত ব্যক্তির নাম মোহরাঙ্কিত করাও এই শব্দে বুঝায়।

(ছ) বিচারপতি শব্দে আদালতের অধিপতিকে জানিতে হইবে।

প্র। কোন্ স্থলে কি রূপ অবস্থায় মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করা একেবারে নিষেধ, ব্যাখ্যা সহ লিখ।

উ। কোন মোকদ্দমার কি বিবাদীয় বিষয়ে স্পষ্ট রূপে ও বাস্তবে যে বিষয়ের ইস্যু হয়, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে তাহা শুনিয়া চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিলে পর অন্য কোন আদালত সেই স্বত্বক্রমে বিবাদী সেই ব্যক্তিদের কিম্বা তাঁহাদের কি

তন্মধ্য কোন ব্যক্তিদের অধীনে অন্য দাওয়াদারদের সেই বিষয়ের কি ইস্যুর অন্য মোকদ্দমার বিচার করিবেন না।

প্রথম ব্যাখ্যা। উক্ত যে বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে পূর্ব্ব মোকদ্দমার এক পক্ষের সেই বিষয় ব্যক্ত করা, ও অন্য পক্ষের স্পষ্ট রূপে কি ভাবতঃ সেই বিষয় অপহ্নব কিম্বা গ্রাহ্য করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রতিবাদের বা অভিযোগের হেতু বলিয়া যে বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারিত কি করা উচিত ছিল তাহাই স্পষ্ট রূপে ও বাস্তবে ঐ মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয় বলিয়া জ্ঞান হইবে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা। আবেদন পত্রে যে উপকারের দাওয়া হয়, তাহা ডিক্রী ক্রমে স্পষ্ট রূপে না দেওয়া গেলে এই ধারার কার্য্য পক্ষে তাহা অস্বীকার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

চতুর্থ ব্যাখ্যা। আদালত আপনার যে নিষ্পত্তি (পুনরালোচনা না করিয়া) কোন পক্ষের প্রার্থনামতে পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা আপনার প্রবৃত্তিমতে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে না পারেন এমত নিষ্পত্তি এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হয়। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারে তাহাও আপীল না হওন পর্য্যন্ত এই ধারার মর্ম্মানুসারে চূড়ান্ত হইতে পারে।

পঞ্চম ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তিরা সাধারণ ভাবে আপনাদের ও অন্যদের পক্ষে স্বকীয় কোন স্বত্বের দাওয়া করিয়া সরল ভাবে বিবাদী হইলে ঐ স্বত্বে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাঁহাদিগকেও এই ধারার কার্য্য পক্ষে ঐ বিবাদের অধীন দাওয়াদার বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা। যদি ভিন্ন দেশীয় বিচারের উপর নির্ভর হইয়া থাকে, তবে সেই আদালতের এলাকা নাই ইহা কাগজ পত্র দ্বারা দৃষ্ট না হইলে নিয়মিত রূপে প্রমাণীকৃত সেই বিচার পত্র উপস্থিত করাই সেই আদালতের উপযুক্ত ক্ষমতার আনুমানিক প্রমাণ হইবে, কিন্তু এলাকা না থাকার প্রমাণ করা গেলে সেই অনুমানের নিরাকরণ হইতে পারিবে।

প্র। কোন্ কোন্ স্থলে ভিন্ন দেশীয় বিচার প্রযুক্ত ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে ভিন্ন দেশীয় বিচার প্রযুক্ত ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না।

(ক) যদি ঐ বিচার মোকদ্দমার দোষ গুণ বিবেচনায় ব্যক্ত করা না যায়।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর যে ব্যবস্থা স্বীকৃত আছে সেই ব্যবস্থার কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের ভ্রমাত্মক মর্ম্ম ধরিয়া বিচার হইলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য দেখিলেই যদি ইহা বোধ হয়।

(গ) যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার পত্র উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের জ্ঞানে যদি সেই বিচার স্বাভাবিক ন্যায়ের বিপরীত হইয়া থাকে।

(ঘ) যদি প্রতারণা ক্রমে পাওয়া গিয়া থাকে।

(ঙ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের উল্লঙ্ঘনমূলক যে দাওয়া হয় যদি সেই বিচারে এমত দাওয়ার প্রতিপোষণ হইয়া থাকে।

(চ) শ্রীশ্রীমতীর বা শ্রীশ্রীমতীর কোন পূর্ব্বাধিকারীর লেটার্স-পেটেণ্টক্রমে স্থাপিত কোন কোর্ট অব রেকর্ড অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতীর হুকুমক্রমে স্থাপিত কোন সুপ্রিম কন্সুলার আদালত ছাড়া এসিয়া বা আফ্রিকাস্থিত কোন ভিন্ন দেশীয় আদালতের নিষ্পত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় যে মোকদ্দমায় ঐ নিষ্পত্তি করা হইয়াছে তাহার দোষ গুণ সম্বন্ধে সে আদালতের তদন্ত করিবার কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

প্র। সাধারণতঃ কোন্ স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে ?

উ। অতি নিম্ন শ্রেণীর যে আদালত যে মোকদ্দমা বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

প্র। একাধিক আদালতের এলাকার স্থানীয় সীমা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার স্থলে কোন্ স্থলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

উ। দুই বা ততোধিক আদালতের মধ্যে কোন আদালতের বিচারাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন স্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা অনিশ্চিত যদি এই রূপ কথিত হয় তাহা হইলে, কথিত অনিশ্চয়তার হেতু আছে বুঝিলে ঐ আদালত গুলির মধ্যে যে কোন আদালত ঐ মর্ম্মে একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং তদনন্তর ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন মোকদ্দমা লইয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তি

তাঁহার বিচারাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকিলে ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার কৃত ডিক্রির যে কার্য্যকারিতা হইত ঐ ডিক্রির ঠিক সেই কার্য্য কারিতা হইবে।

কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটী এমন হওয়া চাই যে উহার প্রকৃতি ও মূল্য বিবেচনায় ঐ আদালত উহার সম্বন্ধে বিচারাধিকার পরিচালন করিতে সক্ষম হন।

প্র। কোন্ স্থানের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে তাহার সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত চুক্তি হইতে যে সকল মোকদ্দমা উত্থিত হয় তাহার নালিশ কোন স্থানে হইবে?

উ। [১] যে স্থানে চুক্তি করা হইয়াছিল।

[২] যে স্থানে চুক্তি পালিত হওয়া বা তাহার পালন সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল।

[৩] যে টাকা সম্বন্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় চুক্তি পালন ক্রমে সেই টাকা স্পষ্ট বিধানে বা ভাবগতিকে যেস্থানে দেয় ছিল।

প্র। দেওয়ানী আদালতে কোন্ কোন্ প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারা যায়?

উ। নিম্নলিখিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারা যায়;—

(ক) কোন আইনে টাকা কি অন্য বিষয়ের যে সীমা নির্দ্ধারিত থাকে তাহা প্রবল মানিয়া;—

(খ) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার;—

(গ) স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন করিবার;—

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গেলে তাহা বিক্রয় কি উদ্ধার করিবার;—

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তিতে অন্য কোন স্বত্ব কি স্বার্থ নির্ণয় করিবার ;—

(চ) স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্য হেতুক হানি পূরণ পাইবার ;—

(ছ) অস্থাবর যে সম্পত্তি আটক রাখন কি ক্রোক করণ অবস্থায় তাহা ফিরিয়া পাইবার ;—

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তি বাদী হইতে সক্ষম ?

উ। যে উপকারের দাওয়া হয়, নালিশের একই হেতু ধরিয়া সেই উপকার প্রাপনার্থে যে সকল ব্যক্তির প্রতি এক যোগে কি পৃথক রূপে কি অনুকল্পে স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহারা সকলেই বাদী স্বরূপ সংযুক্ত হইতে পারিবেন, ও তদ্রূপ বাদীদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে ঐ উপকার প্রাপনের স্বত্ববান বলিয়া দেখা যায়, তিনি কি তাঁহারা যে উপকারের স্বত্ববান হন সংশোধন না করিয়া তাহার কি তাঁহাদের পক্ষে সেই উপকার পাইবার ডিক্রী হইতে পারিবে।

প্র। কিরূপ ব্যক্তিগণকে প্রতিবাদী স্বরূপ সংযোগ করা যাইতে পারিবে ?

উ। একই বিষয় ধরিয়া এক যোগে কি স্বতন্ত্র কি অনুকল্পে যে ব্যক্তিদের বিপক্ষে কোন উপকার পাইবার স্বত্ব বর্ত্তে বলিয়া কথিত হয়, তাঁহাদের সকলেই প্রতিবাদী বলিয়া সংযোগ করা যাইতে পারিবে। এবং প্রতিবাদীদের মধ্যে যে এক কি কএক জনকে দায়ী বলিয়া দেখা যায় সংশোধন না করিয়া প্রত্যেকের দায়ানুসারে তাঁহার কি তাঁহাদের বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারিবে।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তি অপরের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সক্ষম?

উ। অছি, আইন মতের রক্ষক, স্বীকৃত উকীল ও মোক্তার এবং আমমোক্তার এই সমস্ত ব্যক্তি আদালতের আজ্ঞা পাইলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সক্ষম।

প্র। "দেওয়ানী কার্য্য বিধি মতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য?

উ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য।

(ক) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা পত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে তাঁহারা সেই সীমার মধ্যে বাস না করিলে তাঁহাদের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা পত্র দিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক আমমোক্তারনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

(খ) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন মোক্তার নিয়ম মতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলে, ও মোক্তারেরা আইন মতে যে যে কার্য্য করিতে পারেন মক্কেলদের পক্ষে সেই সেই কার্য্য করিবার ক্ষমতাসূচক খাস মোক্তার নামা পাইলে তাঁহারা।

(গ) কোন পক্ষীয় ব্যক্তিদের যে আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা পত্র দিতে কি কার্য্য করিতে হইবে সেই সীমার মধ্যে বাস না করাতে তাঁহাদের নিমিত্ত অন্য কোন মোক্তার উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা পত্র দিতে ও কার্য্য করিতে স্পষ্ট ক্ষমতা না পাইলে যে ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিমিত্ত ও তাঁহাদের নামে বাণিজ্য কি ব্যবসায়াদি করেন তাঁহারা কেবল

সেই বাণিজ্য কি ব্যবসার সম্পর্কীয় বিষয়ে ঐ পক্ষের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা পত্র দিতে কিম্বা কার্য্য করিতে পারিবেন।

প্র। স্বীকৃত উকিল মোক্তারগণের উপর সমন জারির ফল কি?

উ। (ক) মোকদ্দমার কি আপীলের কোন পক্ষের স্বীকৃত মোক্তারের নামে পরওয়ানা দেওয়া গেলে আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে নিজে সেই পক্ষকে দেওনের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

(খ) মোকদ্দমা কি আপীল সম্পর্কীয় পরওয়ানা কোন পক্ষের স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিমিত্ত হউক না হউক সেই পক্ষের উকীলকে দেওয়া গেলে কিম্বা তাঁহার কার্য্যালয়ে কি নিয়ত বাস স্থানে রাখিয়া আসা গেলে উকীল যে পক্ষের প্রতিনিধি হন ঐ পরওয়ানা নিয়ম মতে যে তাঁহাকেই দেওয়া গেল ও জ্ঞাত করা গেল এমত অনুমান হইবে ও আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে মোকদ্দমা কি আপীল সংক্রান্ত সকল কার্য্য পক্ষে ঐ পরওয়ানা নিজ সেই পক্ষকে দেওয়া যাওনের কি তাঁহার উপর জারি হওনের ন্যায় ফলবৎ হইবে।

প্র। কোন নিদর্শনপত্রের বলে হরি, গোপালের স্থানে ৫০০০৲ টাকা পাইবার স্বত্ববান, তন্মধ্যে ২০০০৲ টাকা পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করে, অবশিষ্ট ৩০০০৲ টাকা পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করিতে পারে কি না? এবং জবাবের কারণ বর্ণনা কর।

উ। ভারতবর্ষীয় ১৮৮২ সালের ১৪ আইনের ৪৩ ধারা

অনুসারে বাদী হরি যে ৩০০০৲ টাকার দাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার জন্য গোপালের নামে আর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে না।

(ক) প্রতিবাদী শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বর্ণনা করিল যে বাদী শ্রীযুক্ত হরিঘোষ ৫০০০৲ হাজার টাকা দাবীর মধ্যে ৩০০০৲ হাজার টাকা পরিত্যাগ করিয়া ২০০০৲ হাজার টাকার আমার নামে নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল বলিয়া ভারতবর্ষীয় ১৮৮২ সালের কার্য্যবিধি আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে আমার উপর অবশিষ্ট টাকার দাবী করিতে সক্ষম। হুজুর আমাকে উক্ত দাবীর টাকা হইতে নিষ্কৃতি দিতে আজ্ঞা হয়।

প্র। আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে কি কি দাবী স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার সহিত একত্রে করিয়া নালিশ করা যাইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত দাবী করিতে পারে :—

(ক) ঐ দাওয়া করা সম্পত্তি সংক্রান্ত ওয়াশীলাতের কিম্বা বাকী খাজানার উপলক্ষে দাওয়া, ও (খ) সেই সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ যে চুক্তি ক্রমে ভোগ হইতেছে সেই চুক্তি ভঙ্গ হেতুক হার্নি পূরণের দাওয়া ও (গ) বন্ধক ক্রমে বন্ধক গ্রহীতার প্রতীকারের মধ্যে কোন প্রতীকার প্রবল করণের দাওয়া।

প্র। নালিশের আরজীতে কি কি বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক?

উ। (ক) মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের নাম।

(খ) বাদীর নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান।

(গ) প্রতিবাদীর নাম ও বর্ণনা ও বাসস্থান যতদূর জানা যাইতে পারে তাহা।

(ঘ) যে যে ভাবগতিক লইয়া নালিশের হেতু হয় তাহার স্পষ্ট ও সংক্ষেপ বর্ণন. ও যে সময়ে যে স্থানে হেতু ঘটিয়াছিল তাহা।

(ঙ) বাদী যে যে উপকারের দাওয়া করেন তাহার প্রার্থনা।

(চ) বাদী আপন দাওয়া হইতে, প্রতিবাদী কোন দাওয়া বাদ দিবার অনুমতি দিলে, কিম্বা আপন দাওয়ার একাংশ ত্যাগ করিলে যত টাকা বাদ দিলেন কি ত্যাগ করিলেন তাহা।

প্র। আবেদন পত্র কি কি কারণ জন্য আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, এবং কি কি কারণে তাহা সংশোধনের জন্য ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে বা সংশোধন করা যাইতে পারিবে?

উ। (ক) আবেদন পত্রে যদি নালিশের কারণ দৃষ্ট না হয় তাহা হইলে উহা ইসু ধার্য্য করিবার সময় অথবা ইসু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে আদালতের বিবেচনা অনুসারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে।

(খ) (১) ইতি পূর্ব্বে যে রূপ আদেশ করা গিয়াছে সেই আদেশ মত আবেদন পত্র যদি স্বাক্ষরিত ও সত্য পাঠ যুক্ত না হয়।

(২) ইতি পূর্ব্বে যে যে বিবরণ দিবার আদেশ করা গিয়াছে আবেদন পত্রে যদি সেই সেই বিবরণ ঠিক করিয়া ও সংক্ষেপে লিখিত না হয় কিম্বা সেইরূপে যে সকল বিবরণ

দিবার আদেশ করা গিয়াছে তাহা হইতে ভিন্ন কোন বিবরণ যদি আবেদন পত্রে থাকে।

(৩) পক্ষগণকে সংযোগ না করা বা ভুল করিয়া সংযোগ করা হেতু আবেদন পত্র যদি ঠিক প্রস্তুত না হয় কিম্বা একই মোকদ্দমায় যে সকল নালিশের কারণ সংযুক্ত করা উচিত নয় তাহা যদি আবেদন পত্রে সংযুক্ত করা যায় অথবা

(৪) আবেদন পত্র যদি ৪২ ধারার বিধান অনুসারে প্রস্তুত করা না হয় তাহা হইলে আদালত যে সময় ধার্য্য করিবেন সেই সময়ের মধ্যে এবং আবেদন পত্র সংশোধিত করণার্থ যে খরচ আবশ্যক হয় তাহা দিবার সম্বন্ধে আদালত যে সর্ত্ত করা উপযুক্ত মনে করেন সেই সর্ত্তে সংশোধন হইবার জন্য ইসু ধার্য্য করিবার সময় কিম্বা ইসু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে আদালত আপন বিবেচনা অনুসারে ঐ আবেদন পত্র ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

(গ) খরচ দিবার সম্বন্ধে আদালত যে সর্ত্ত উপযুক্ত মনে করেন আবেদন পত্র সেই সর্ত্তে নিষ্পত্তির পূর্ব্বে যে কোন সময়ে আদালতের আপন বিবেচনা অনুসারে আদালত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইতে পারিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য আবেদন পত্র ফিরাইয়া দেওয়া হয় তাহা কর্ত্তৃকই কি আর আদালত কর্ত্তৃকই ঐ আবেদন পত্র এমন করিয়া সংশোধন করা হইবে না যে এক রকমের মোকদ্দমা অপর এক উল্টা রকমের মোকদ্দমা হইয়া দাঁড়ায়।

প্র। কোন্ কোন্ স্থলে আদালত আবেদন পত্র অন্য আদালতে দেওয়ার জন্য প্রত্যর্পণ করিতে সক্ষম ?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে করিতে সক্ষম ;—

(ক) মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত থাকিতেও কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে আইন দ্বারা ইহা স্বেচ্ছা মতে মনোনীত করিবার অনুমতি না থাকিলে যে আদালতের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে তদপেক্ষা নিম্ন কি উচ্চ শ্রেণীর আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে।

(খ) স্থাবর সম্পত্তির যে মোকদ্দমা ১৬ ধারার উপবিধির মধ্যে না আইসে এমত মোকদ্দমার আবেদন পত্র যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থানের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ নাই দৃষ্ট হইলে।

(গ.) অন্য কোন স্থলে সেই এলাকার সীমার মধ্যে নালিশের হেতু ঘটে নাই ও প্রতিবাদীদের কোন ব্যক্তি তথায় বাস করেন না কি ব্যবসায় চালান না কি লভ্যের নিমিত্ত নিজে কর্ম্ম করেন না দৃষ্ট হইলে।

প্র। মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময় দলীলের নির্ঘণ্ট না দেওয়ার ফল কি ?

উ। দলীলের নির্ঘণ্ট না দেওয়া গেলে কার্য্যবিধান আইনের ৬৩ ধারানুসারে আদালতের অনুমতি ভিন্ন তাহা আর গ্রাহ্য হইবে না।

প্র। নিম্নলিখিত স্থলে সমন জারির উপায় কি ?—

(ক) যে স্থলে আসামীর তত্ত্ব পাওয়া গেল না।

(খ) যে স্থলে আসামী ভিন্ন জেলায় বাস করে।

(গ) যে স্থলে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে বাস না করে।

উ। (ক) সমন জারি না হয় এই নিমিত্ত প্রতিবাদী লুকিয়া থাকেন এমত জ্ঞান করিবার কারণ আছে কিম্বা অন্য কারণে সমন রীতি মতে জারি হইতে পারে না আদালত ইহা স্ববোধ মতে জানিলে আপনার আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে ও প্রতিবাদী শেষ যে ঘরে বাস করিতেন বলিয়া জানা থাকে সেই ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ সমনের নকল লাগাইয়া দিয়া কিম্বা আদালত অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে সমন জারি করিতে আজ্ঞা করিবেন।

(খ) মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা যায় প্রতিবাদী তদ্ভিন্ন কোন আদালতের এলাকার মধ্যে বাস করিলে ও তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক প্রথমোক্ত আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে বাস না করিলে যাঁহার দ্বারা সমন সুবিধা মতে জারি হইতে পারে প্রতিবাদীর বাস স্থান হাইকোর্ট ভিন্ন এমত যে আদালতের এলাকায় থাকে উক্ত আদালত আপনার কোন আমলার দ্বারা কিম্বা ডাকযোগে ঐ অন্য আদালতের নিকট সমন পাঠাইবেন ও মোকদ্দমার প্রয়োজনানুসারে প্রতিবাদীর উপস্থিত হওনের সময় নিরূপণ করিবেন। সমন যে আদালতের নিকটে পাঠান যায় সেই আদালত তাহা পাইলে আপনার বাহির করা সমনের ন্যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিয়া প্রথম যে আদালত হইতে বাহির হইয়াছিল তথায় ফিরিয়া পাঠাইবেন ও এই প্রকরণের উল্লিখিত লিপি করা গেলে তাহাও সঙ্গে পাঠাইবেন।

(গ) প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে,

ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে, শিরোনামায় প্রতিবাদীর নাম ও বাসস্থান লিখিয়া আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থান হইতে ঐ স্থানে ডাকযোগে পত্র পঁহুছাইতে পারিলে, ডাকযোগে সমন পাঠান যাইবে।

প্র। গবর্ণমেণ্ট কি সরকারী কোন কার্য্য কারকের নামে নালিশী মোকদ্দমার সমন জারির রীতি কি?

উ। প্রতিবাদী যে প্রদেশে বাস করেন সেই প্রদেশে বা তন্নিমিত্ত যদি কোন ব্রিটীস রেসীডেণ্ট বা এজেণ্ট থাকেন, বা ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতিক্রমে স্থাপিত বা রক্ষিত কোন আদালত থাকে, তাহা হইলে সমন প্রতিবাদীর উপর জারী হওনার্থ ডাকে বা অন্য কোন রকমে ঐ রেসীডেণ্ট, এজেণ্ট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা আদালতের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। এবং ঐ রেসীডেণ্ট, এজেণ্ট বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ঐ আদালতের জজ যদি সমনের পৃষ্ঠে আপন হাতে এই কথা লিখিয়া সমন ফিরিয়া পাঠান যে, পূর্ব্বে যে প্রকার আদেশ করা গিয়াছে সমন সেই প্রকারে প্রতিবাদীর উপর জারী করা হইয়াছে তাহা হইলে ঐ পৃষ্ঠলিপি জারীর প্রমাণ হইবে।

প্র। কোন মোকদ্দমার কেবল বাদী উপস্থিত হইলে আদালত কিরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন?

উ। বাদী উপস্থিত হইলে ও প্রতিবাদী উপস্থিত না হইলে কার্য্য এই রূপে চলিবে;—

(ক) সমন নিয়মমতে জারি করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে আদালত এক পক্ষ মাত্র উপস্থিত থাকিতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

(খ) সমন নিয়মমতে জারি না করা গেলে ইহার প্রমাণ না হইলে আদালত প্রতিবাদীর নামে দ্বিতীয় সমন বাহির করিয়া জারি করিবার আজ্ঞা করিবেন।

(গ) প্রতিবাদীকে সমন দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু তিনি যাহাতে সমনের নিরূপিত দিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দিতে পারেন এমন উপযুক্ত সময় থাকিতে তাঁহাকে দেওয়া যায় নাই, ইহার প্রমাণ হইলে আদালত অন্য দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা শ্রবণের কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ও প্রতিবাদীকে সেই দিনের নোটিষ দিতে আজ্ঞা করিবেন। যদি বাদীরই ত্রুটি প্রযুক্ত সমন উপযুক্ত সময়ে জারি হইতে পারে নাই এমত হয় তবে উক্ত প্রকারে অন্য দিন নিরূপণ করিবার যে খরচ হয় আদালত তাঁহাকেই সেই খরচ দিতে আজ্ঞা করিবেন।

প্র। মোকদ্দমার উপস্থিত করিবার সময় যদি প্রতিবাদী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে বাস না করে তবে তাহার উপর পরয়ানা জারির উপায় কি? যদি আসামি হাজির না হয়, তবে কোন্ সময়ে কি গতিকে মোকদ্দমা চলিবে?

উ। প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার নামে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকারক না থাকিলে শিরোনামায় প্রতিবাদীর নাম ও বাসস্থান লিখিয়া আদালত যেস্থানে আছে সেই স্থান হইতে

ঐ স্থানে ডাক যোগে পত্র পৌঁছাইতে পারিলে ডাক যোগে সমন পাঠান যাইবে।

(ক) প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে, ও তাঁহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন কর্ম্মকারক না থাকিলে যদি প্রতিবাদী মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত দিনে কিম্বা সেই দিন কার্য্য স্থগিত হইয়া মোকদ্দমা শুনিবার নিরূপিত অন্য দিনে উপস্থিত না হন তবে বাদী আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, আদালত যে প্রকারে ও যে নিয়ম বিহিত বোধ করেন বাদীকে সেই প্রকারে ও সেই নিয়মানুসারে সেই মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অনুমতি দেওন রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্র। বর্ণনা পত্র কোন্ সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহা লিখিবার প্রণালী কি?

উ। (ক) ইস্যু ধার্য্য করিবার পরওয়ানা প্রাপ্ত হইলে বর্ণনা পত্র দাখিল করিতে হয়।

(খ) মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ঐ বর্ণনা পত্র যত সংক্ষেপে লেখা যাইতে পারে, লেখা যাইবে। তাহা তর্ক বিতর্ক ভাবাপন্ন হইবে না কিন্তু যে পক্ষ ঐ বর্ণনা পত্র লেখেন কিম্বা যাঁহার পক্ষে লেখা যায় তিনি মোকদ্দমার যে যে বৃত্তান্ত গুরুতর জ্ঞান করেন ও যাহা স্বীকার করেন বা যাহার প্রমাণ করিতে আপনাকে সক্ষম জানেন সাধ্যমতে কেবল সেই বৃত্তান্ত সহজ বর্ণনার ভাবে লেখা যাইবে, তদ্রূপ প্রত্যেক বর্ণনাপত্র দফা দফা করিয়া ভাগ করা যাইবে ও প্রত্যেক দফার ক্রমিক নম্বর দেওয়া যাইবে ও সাধ্য মতে প্রত্যেক দফায় স্বতন্ত্র উক্তি থাকিবে।

প্র। গুরুতর প্রসঙ্গ কাহাকে কহে, এবং আইন ঘটিত ও বৃত্তান্ত ঘটিত ইস্যুতে প্রভেদ কি?

উ। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব দেখাইবার জন্য বাদীর আইন বা বৃত্তান্ত ঘটিত যে প্রসঙ্গ ব্যক্ত করা আবশ্যক তাহাই গুরুতর প্রসঙ্গ।

(ক) এক পক্ষ যে আইন ঘটিত গুরুতর প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেন ও অন্য পক্ষ তাহার মধ্যে যাহা অস্বীকার করেন, তাহা লইয়া যে প্রসঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাকেই আইন ঘটিত ইস্যু কহে। এক পক্ষ যে গুরুতর বৃত্তান্ত প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেন ও অন্য পক্ষ তাহার মধ্যে যাহা অস্বীকার করেন, তাহা লইয়া যে প্রসঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাকেই গুরুতর প্রসঙ্গ কহে।

প্র। কোন্ কোন্ বাক্য ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য করা কর্ত্তব্য?

উ। আদালত নিম্নলিখিত সকল কি কোন বিষয় ধরিয়া ইস্যু ধার্য্য করিতে পারিবেন।

(ক) উভয় পক্ষ, কিম্বা তাঁহাদের স্বপক্ষে উপস্থিত কোন ব্যক্তিরা শপথ করিয়া কিম্বা ঐ ঐ পক্ষের কি ব্যক্তিদের উকীলেরা যে উক্তি করেন তাহা।

(খ) মোকদ্দমার আবেদন পত্রে, কিম্বা লিখিত বর্ননা পত্র দেওয়া গেলে সেই পত্রে কিম্বা মোকদ্দমায় যে প্রশ্ন পত্র দেওয়া যায় তাহার উত্তর স্বরূপ যে উক্তি থাকে তাহা।

(গ) কোন পক্ষ যে দলীল উপস্থিত করেন তাহার মর্ম্ম ইতি।

প্র। সাধারণতঃ কি প্রকারে সমন জারি করিতে পারা যায়? সমনে অনুপস্থিত হওয়ার ফল কি?

উ। এই আইনের পূর্ব্বভাগে প্রতিবাদীর নামে সমন দিবার যে বিধি নির্দ্ধারিত হইল, কোন ব্যক্তির নামে সাক্ষ্য দিবার কি দলীল দেখাইবার সমন যতদূর হইতে পারে, সেই বিধিমতে দেওয়া যাইবে ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমন জারি হওয়ার প্রমাণ বিষয়ক যে বিধি আছে, তাহা এই ধারা মতে জারী করা সকল সমনের প্রতি খাটিবে।

(ক) সাক্ষ্য দিবার কিম্বা দলীল আনিয়া দেখাইবার জন্য কোন ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গেলে পর, যদি তিনি সমন মতে কার্য্য না করেন, কিম্বা যাঁহার নামে তদ্রূপ সমন দেওয়া যায় তিনি উপস্থিত হইয়া যদি ১৭৩ ধারার বিধানের বিপক্ষে চলিয়া যান, তবে আদালত তাঁহাকে ধরিয়া সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মতে ক্রটি করেন তাঁহার সেই ক্রটির উপযুক্ত কারণ ছিল আদালতের এইরূপ জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, উক্ত প্রকারের আজ্ঞা করা যাইবে না। কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত মতে আদালতের সম্মুখে আনা গেলে, তাঁহার সমন অনুযায়ী কার্য্য না করিবার উপযুক্ত কারণ ছিল এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে, আদালত তাঁহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থ-দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্র। ভারতবর্ষীয় দেওয়ানী কার্য্য বিধান বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৪ আইন মতে কোন একটী মোকদ্দমা চালাইবার ক্রম লিখ।

উ। নিম্নলিখিত ক্রমে মোকদ্দমা চালাইতে হইবে ;—

প্রথম। আবেদন পত্র দাখিল করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। তৎপরে আদালত স্ববোধ মতে সত্য অনুমান করিলে এবং যদি কোন কারণে অগ্রাহ্য না হয় তবে ইস্থ ধার্য্য জন্য সমন জারি করিতে পারিবেন।

তৃতীয়। প্রতিবাদীর বর্ণনা পত্র।

চতুর্থ। পরওয়ানা ক্রমে বাদী প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে, ইস্থ ধার্য্য।

পঞ্চম। বাদী প্রতিবাদীর জমানবন্দী।

ষষ্ঠ। বাদীর সাক্ষীর জমানবন্দী।

সপ্তম। প্রতিবাদীর সাক্ষীর জমানবন্দী।

অষ্টম। বিচার নিষ্পত্তি হইয়া ডিক্রী কি ডিসমিস।

প্র। ওয়াশীলাতের কি অন্য মোকদ্দমার নালিশের দাবী আবেদন পত্রের দাবী অপেক্ষা অধিক হয় তথায় আদালত কি কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন?

উ। দাবীর পরিমাণ বেশী হইলে তৎক্ষণাৎ বাদীকে তাহার রসুম দেওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্র। ডিক্রী জারির প্রার্থনা পত্রে কি কি বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক?

উ। নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক;—

(ক) মোকদ্দমার নম্বর।

(খ) উভয় পক্ষের নাম।

(গ) ডিক্রীর তারিখ।

(ঘ) ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা গেল কি না।

(ঙ) ডিক্রী হওয়ার পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদীয়

বিষয়ের কোন রূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না ও যে রূপ নিষ্পত্তি হইল তাহার কথা।

(চ) ইহার পূর্ব্বে ঐ ডিক্রীজারি করিবার প্রার্থনা হইয়াছে কি না ও কি কি প্রার্থনা হইয়াছে তাহার ফল কি।

(ছ) ডিক্রীমতে ঋণের কি হানি পূরণের যত টাকা ও সুদের আজ্ঞা হইলে যত টাকা সুদ কি তদ্দ্বারা অন্য উপকারের আজ্ঞা হইলে তাহা।

(জ) খরচার আজ্ঞা হইলে যত টাকা খরচা।

(ঝ) যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী প্রবল করিবার চেষ্টা হয়, তাহার নাম :—

(ঞ) ও আদালতের নিকট যদ্রূপ সাহায্যের প্রার্থনা হয়, অর্থাৎ যে সম্পত্তির স্পষ্ট ডিক্রী হইল সেই সম্পত্তি দেওয়ান, কিম্বা প্রার্থনা পত্রের উল্লিখিত ব্যক্তিকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করণ কিম্বা প্রার্থিত উপকারের ভার বিবেচনায় অন্য যে কার্য্যের প্রার্থনা হয় তাহা।

প্র। হরি, গোপালের বিরুদ্ধে ডিক্রী হাসিল করিয়া ২৬টা মহিষ ক্রোক করিল, রামধন মোজাহেম দিল যে ঐ মহিষ আমার, আদালত মোজাহেমের মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া ডিস্‌মিস্ করিল, রামধনের আর কোন উপায় আছে কি না?

উ। রামধনের স্বত্ব সাব্যস্থ ভিন্ন অন্য কোন রূপ নালিশের অধিকার নাই।

প্র। ডিক্রীর টাকা কি রূপে দিলে আইন সিদ্ধ হইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত রূপে দিলে আইন সিদ্ধ হইতে পারে;—

(ক) সেই ডিক্রী জারি করা যে আদালতের কর্ত্তব্য, সেই আদালতে কিম্বা,—

(খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে কিম্বা,—

(গ) যে আদালত ডিক্রী করিলেন, তিনি অন্য যদ্রূপে আজ্ঞা করেন তদ্রূপে।

প্র। কোন্ কোন্ সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম হইতে মুক্ত ?

উ। নিম্নলিখিত সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম হইতে মুক্ত;—

(ক) ডিক্রীমত খাতকের ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদির পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং শয্যাদি।

(খ) কারিগরদের হাতিয়ার ও কৃষি-কার্য্য সংক্রান্ত যন্ত্র ও ডিক্রীমত খাতকের কৃষাণ স্বরূপে জীবিকা চালাইবার নিমিত্ত আদালতের বিবেচনায় তাহার যে গবাদির এবং বীজ শস্য আবশ্যক তাহা।

(গ) কৃষিকারিদের অধিকারে তাহাদের যে গৃহাদি থাকে, সেই গৃহাদির সরঞ্জাম।

(ঘ) খাতা বহী।

(ঙ) হানি পুরণ পাইবার জন্য নালিশ করিবার স্বত্ব মাত্র।

(চ) সৈনিক ও সিবিল সরবিসের যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন পান, তাঁহাদের ঐ বৃত্তি ও রাজনীতি সংক্রান্ত পেন্সন।

(ছ) নিজে সেবা করিবার কোন স্বত্ব।

(জ) রাজকীয় কার্য্য কারকের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মকারকের বেতন মাসিক ২০৲ টাকার অধিক না হইলে, তৎসমুদয় ও ২০৲ টাকার অধিক

হইলে ও ৪০৲ টাকার অধিক না হইলে প্রতিমাসে ২০৲ অন্য রকম হইলে অর্দ্ধেক।

(ঝ) সিপাহীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন, যে ব্যক্তিদের প্রতি বর্ত্তে, তাহাদের বেতন ও উপরি টাকা।

(ঞ) মজুরদের ও ঘরের চাকরদের বেতন।

(ট) অন্যের মরণান্তে জীবিত থাকিলে, উত্তরাধিকারীত্বের ভাবী আশা কিম্বা কেবল কোন ঘটনাধীন কি সম্ভাবিত অন্য স্বত্ব কি স্বার্থ।

(ঠ) উত্তরকালীন ভরণ পোষণের অধিকার।

(ড) মন্ত্রি সভাবিষ্ঠিত কোন গবর্ণর সাহেব বা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় মন্ত্রি সভা বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনানুসারে প্রণীত কোন আইনে যে বৃত্তি কোন ডিক্রী জারীতে নীলাম বা ক্রোক হওয়ার দায় হইতে মুক্ত তাহা।

(ঢ) ভূমির রাজস্ব দিতে দায়ী ডিক্রী মত খাতক যদি এমন কোন ব্যক্তি হন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি খাটে এমন কোন আইনানুসারে যে অস্থাবর সম্পত্তি ঐ রূপ বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হইতে মুক্ত তাহা।

প্র। কি কি কারণে ডিক্রীমত খাতকের কারামুক্তি হইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত কারণে হইতে পারে;-

(ক) কারাবদ্ধ করণের ওয়ারেণ্টে যে টাকা লেখা থাকে, জেলের অধ্যক্ষকে সেই টাকা দেওয়া গেলে, কিম্বা;—

(খ) প্রকারান্তরে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে শোধ হইলে কিম্বা,—

(গ) যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে কারাবদ্ধ করা গেলে তাহার প্রার্থনামতে কিম্বা,—

(ঘ) ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে খোরাকী দিতে ত্রুটি করিলে, কিম্বা,—

(ঙ) দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনমত ডিক্রীমত খাতককে ঋণ শোধ করণাক্ষম বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেলে।

(চ) দেওয়ানী কার্য্য বিধির ৩৪২ ধারামতে তাঁহার কারাবদ্ধ থাকার নিরূপিত মিয়াদ পূর্ণ হইলে।

প্র। পাপর স্বরূপে কোন্ কোন্ মোকদ্দমা চালান যাইতে পারে না?

উ। নিম্নলিখিত মোকদ্দমা চালান যাইতে পারে না;—

(ক) জাতি ভ্রষ্ট হওন কি অপরাধ কি অখ্যাতি-গ্লানি কি আক্রমণ করণ দ্বারা যে হানি হয়।

প্র। কোন্ স্থলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে প্রতিবাদীকে ধৃত এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা আদালত দিতে সক্ষম?

উ। (ক) স্থাবর সম্পত্তি অধিকার পাইবার মোকদ্দমা ভিন্ন কোন মোকদ্দমা চলনের কোন সময়ে প্রতিবাদী বাদীকে দেখা না দিবার কিম্বা তাহার বিলম্ব জন্মাইবার জন্য কিম্বা আদালতের কোন পরওয়ানা এড়াইবার জন্য কিম্বা তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইলে তাহা জারি হইবার বাধা কি বিলম্ব জন্মাইবার জন্য,-

[১] পলায়ন করিয়াছেন, কিম্বা আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন, কিম্বা,—

[২] পলায়ন করিতে কি আদালতের বহির্ভূত স্থানে যাইতে উদ্যত আছেন, কিম্বা,—

[৩] আপনার সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিয়াছেন, কিম্বা আদালতের এলাকার অন্তর্গত স্থান হইতে স্থানান্তর করিয়াছেন, কিম্বা প্রতিবাদী ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ হইতে যে ভাব গতিকে চলিয়া যাইতে উদ্যত আছেন, তদ্দৃষ্টে মোকদ্দমায় ঐ প্রতিবাদীর বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী জারি করা বাদীর বাধা কি বিলম্ব হইবে, কি হইতে পারে, ইহার সঙ্গত সম্ভাবনা আছে।

বাদী আফিডেবিট করিয়া কি অন্য রূপে এই এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলেই মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিপক্ষে কোন ডিক্রী হইলে উত্তর দেওনের জন্য উপস্থিত হওয়ার জামিন লইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং সেই প্রার্থনামতে প্রতিবাদীর নিকট উপযুক্ত জামিন চাহিলে যদি তিনি জামিন দিতে অসমর্থ হন, তবে আদালত তাঁহাকে ধৃত করিতে সক্ষম।

(খ) প্রতিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া, তিনি ডিক্রীজারির বাধা কি বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে;—

[১] আপন সমস্ত সম্পত্তি কি তাঁহার কোন অংশ হস্তান্তর করিতে কিম্বা যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তর করিতে উদ্যত আছেন, কিম্বা,—

(খ) আদালতের এলাকার মধ্যে আপনার কোন সম্পত্তি রাখিয়া সেই এলাকার বহির্ভূত স্থানে গিয়াছেন।

মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়েই বাদী আফিডেবিট করিয়া কি অন্য রূপে এই এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া, তিনি সেই ডিক্রীমতে কার্য্য সাধন করিবার জামিন দেন, ও জামিন না দিলে যত দিন আদালতের অন্য আজ্ঞা না হয়, তত দিন আদালতের এলাকার অন্তর্গত তাঁহার ঐ সম্পত্তির কোন অংশ ক্রোক করা যায়, বাদী আদালতে এমন আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রার্থনামতে উপযুক্ত জামিন চাহিলে যদি আদালতে জামিন দিতে অসমর্থ হন, তবে আদালত তাঁহার সম্পত্তি ক্রোকের আজ্ঞা দিতে সক্ষম।

প্র। কি কি কারণে সালিসীদের মীমাংসা অসিদ্ধ হইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত কারণে অসিদ্ধ হইতে পারে;—

(ক) সালীসের কি প্রমাণ পুরুষের উৎকোচ গ্রহণ কি অসদাচরণ হেতুক।

(খ) কোন পক্ষের যে যে বিষয় প্রচার করা উচিত, এমত কোন বিষয় প্রতারণা ক্রমে, গোপনে রাখন কিম্বা ইচ্ছা করিয়া সালীসকে কি প্রমাণ পুরুষকে ভুলায়ন কি বঞ্চনা করণ হেতুক।

(গ) আদালত সালীসী কার্য্য নিরস্ত করিয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলে পর মীমাংসা হওন হেতুক। আরও আদালত যে সময়ে অনুমতি দেন মীমাংসা সেই সময়ের মধ্যে করিয়া না দিলে।

প্র। আপীল আদালত কি কি মর্ম্মে বিচার পত্র লিখিবেন।

উ। নিম্নলিখিত মর্ম্মে ;—

(ক) নির্ণয় করিবার নানা বিষয়।

(খ) তাহার উপর নিষ্পত্তি।

(গ) ঐ নিষ্পত্তির হেতু।

(ঘ) যে ডিক্রীর উপর আপীল করা যায় তাহা অন্যথা বা মতান্তর করা গিয়া থাকিলে, আপেলাণ্ট যে উপকার পাইবার স্বত্ববান হন তাহা।

প্র। আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে, তাহা কিরূপে জারি হইবে?

উ। দেওয়ানী কার্য্যবিধি মতে আপীল ক্রমে যে ডিক্রী করা যায়, তৎক্রমে সম্পত্তি ফিরিয়া পাওন বা অন্য রূপ কোন হিত প্রাপ্তণের স্বত্ববান কোন পক্ষ, সেই ডিক্রী জারি করাইতে চাহিলে, যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল উপস্থিত করা যায়, সেই আদালতে প্রার্থনা করিবেন ও মোকদ্দমার ডিক্রী জারি করিবার নির্দ্দিষ্ট বিধি মতে, সেই আদালত আপীল মতে প্রদত্ত ঐ ডিক্রী জারি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তি আদালতের প্রবেশন হইতে মুক্ত?

উ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ;—

(ক) দেশের আচার ও রীত্যনুসারে যে স্ত্রীলোকদিগকে বল পূর্ব্বক প্রকাশ্য স্থানে আনা উচিত নহে, তাঁহারা স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকিবেন।

(খ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির শ্রেণী বিবেচনায়, তাঁহাকে আদালতের প্রবেশন হইতে মুক্ত থাকার স্বত্ববান জ্ঞান করিলে, রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়া

তাঁহাকে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

প্র। যে ব্যক্তিকে ধৃত বা যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে, তাহা জেলার বহির্ভূত স্থানে থাকিলে, ধৃত বা সম্পত্তি ক্রোকের উপায় কি?

উ। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬৪৮ ধারা অনুসারে, যে জেলার আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে ঐ ব্যক্তি বা সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে আপন পরওয়ানার বা আজ্ঞার নকল ও ব্যক্তিকে ধৃত বা সম্পত্তি ক্রোক করিতে অনুমান যত খরচ লাগে তাহা পাঠাইয়া, উক্ত জিলার আদালত কর্ত্তৃক ধৃত বা সম্পত্তি ক্রোকের কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

বিবিধ প্রশ্ন।

প্র। জমি দখলের মোকদ্দমায় কত কালের ওয়াশীলাত দেওয়ার হুকুম আদালত দিতে পারিবেন। নালিশের পূর্ব্বে ওয়াশীলাত পাওনের ও জমি দখলের মোকদ্দমার ওয়াশীলাত সম্বন্ধীয় কথা কিরূপে আদালত মীমাংসা করিবেন?

উ। (১) কার্য্যবিধি আইনের ২১১ ধারা অনুসারে যাহার পক্ষে ডিক্রী করা যায়, আদালত ঐ ডিক্রীর মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি সম্পত্তি তাঁহার অধিকার করিয়া না দেওন, কিম্বা ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসরের অবসান না হয়, ইহার মধ্যে যেটী প্রথম হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তির উপর ওয়াশীলাত সুদ সমেত কি খাজানা

দিবার ও যে হার উচিত বোধ করেন, সেই হারে সুদ দিবার বিধান করিতে পারিবেন।

(২) দেওয়ানী কার্য্যবিধান আইনের ২১২ ধারা লিখিতব্য।

প্র। মোকদ্দমা ভুক্ত দুই জন আসামীর মধ্যে, একজনের অন্বেষণ পাওয়া গেলনা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্রিটিস্ অধিকারের বাহিরে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করে, তাহাদের পরস্পরের উপর সমন কিরূপে জারী হইবে?

উ। নিম্নলিখিত প্রকারে;—

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৭৮ ধারা এবং ৮৯ ধারা মতে লিখিতব্য।

প্র। ডিক্রী জারী ক্রমে নিলাম খরিদা সম্পত্তির মূল্য কত দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, এবং মিয়াদ মধ্যে টাকা দাখিল না করিবার ফল কি?

উ। ডিক্রী জারী ক্রমে নিলাম খরিদা সম্পত্তির মূল্য ১৫ দিনের মধ্যে দিতে হইবে। যদি সেই তারিখে আদালত বন্ধ থাকে, তবে প্রথম যে দিবস আদালত খোলা হয়, সেই তারিখে দাখিল করার নিয়ম। উক্ত তারিখ মধ্যে না দিলে সেই সম্পত্তি পুনর্ব্বার নিলাম হইয়া যত কমি পড়ে, তাহা পূর্ব্ব নিলাম ক্রমে খরিদ্দারকে দিতে হয় না দিলে তাহার নিজ সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা আদায় হয়।

রেজিষ্টরিকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৩ আইন।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দে কি কি বুঝায় ও গণ্য?

(ক) স্থাপর সম্পত্তি।

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি।

(গ) পৃষ্ঠলিপি ও পৃষ্ঠ লিখিত।

(ঘ) অপ্রাপ্ত ব্যবহার।

(ঙ) উপরিবর্ণনা

উ। (ক) "স্থাবর সম্পত্তি" শব্দে ভূমি, ঘর, পুত্র, পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ্য বৃত্তি, বর্ত্মস্বত্ব আলোক স্বত্ব. খেয়ার স্বত্ব, মৎস্য ধরিবার স্বত্ব, ও ভূমি হইতে উৎপন্ন অন্য কোন লাভ এবং ভূমিতে সংযুক্ত দ্রব্য ও ভূমিতে সংলগ্ন কোন দ্রব্যে চিরবদ্ধ দ্রব্যও গণ্য। কিন্তু বাহাদুরী কাষ্ঠের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রস্থ ফসল ও ঘাস গণ্য নয়।

(খ) "অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দে বাহাদুরী কাষ্ঠের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রস্থ ফসল ও ঘাস ও বৃক্ষস্থ ফল ও রস এবং স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের সম্পত্তি গণ্য।

(গ) কোন দলীল এই আইন মতে রেজেষ্টরী করিবার জন্য অনীত হইলে; রেজেষ্টরী কার্য্যকারক তাহার উপপত্রে বা আবরক পত্রে যে কথা লিখিয়াছেন, "পৃষ্ঠলিপি ও পৃষ্ঠ লিখিত" এই দুই শব্দে ঐ কথাও গণ্য ও ঐ কথার প্রতি ঐ দুই শব্দ খাটে।

(ঘ) যে ব্যক্তি যে ব্যবস্থার অধীন থাকেন তিনি সেই ব্যবস্থা মতে ব্যবহার প্রাপ্তি না হইলে "অপ্রাপ্ত, ব্যবহার" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

(ঙ) "উপরিবর্ণনা" শব্দে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থান ও বৃত্তি ও ব্যবসায় ও শ্রেণী ও উপাধি থাকিলে সেই উপাধি, ও এদেশীয় ব্যক্তি হইলে তাঁহার যে জাতি হয় তাহা, এবং তাঁহার

পিতার নাম, কিম্বা সামান্যতঃ অমুকের পুত্র বলিয়া মাতার নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দেওয়া গেলে, তাঁহার মাতার নাম বুঝাইবে।

প্র। কোন্ কোন্ দলীল রেজেষ্টরী করিতে হইবেই হইবে? দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র কি এই শ্রেণী ভুক্ত?

উ। (ক) নিম্নলিখিত দলীল রেজেষ্টারী করিতেই হইবে।

১ম। স্থাবর সম্পত্তির দান পত্র।

২য়। উইল ভিন্ন যে নিদর্শন পত্রের মর্ম্মানুসারে কি ফল স্বরূপে স্থাবর সম্পত্তিতে বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ কালে এক শত টাকার কি তদূর্দ্ধ মূল্যের বর্ত্তমান ভোগ কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক কি দায় সৃষ্ট হয় কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়, সেই নিদর্শন পত্র।

৩য়। পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকার কি স্বত্ব কি সম্পর্ক কি দায় সৃষ্ট কি নির্দ্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করণ প্রযুক্ত যে পারিতোষিক গ্রহণ কি দান করা যায় উইল ভিন্ন তাহা পাইবার কি দত্ত হইবার স্বীকার পত্র।

৪র্থ। স্থাবর সম্পত্তি বৎসর বৎসর কি এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টা কি বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া নিরূপণের পাট্টা।

কিন্তু কোন জেলার কিম্বা কোন বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত যে পাট্টা মতে পাঁচ বৎসরের অধিক কালে নিয়ম না করা যায় ও বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে অনুজ্ঞা পত্র প্রকাশ করিয়া এই

ধারার পূর্ব্ব ভাগের কথার মধ্যে সেই পাট্টা না ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫ম। কোন সাধু খাতকী প্রতিজ্ঞা পত্রের প্রতি।

৬ষ্ঠ। জয়েন্টষ্টক কোম্পানির সমুদয় মূল ধন কি তাহার একাংশ স্থাবর সম্পত্তি হইলেও সেই কোম্পানির শেয়ার সম্পর্কীয় কোন দলীলের প্রতি।

৭ম। ঐ রূপ কোন কোম্পানি কোন ডিবেঞ্চর বা ঋণ পত্র দিলে, ঐ রূপ ঋণপত্রধারীদের উপকারার্থ ন্যাস স্বরূপ ন্যাস ধারীদের নিকট উক্ত কোম্পানি রেজেষ্টরী করা যে নিদর্শন পত্র ক্রমে আপনাদের স্থাবর সম্পত্তির সমুদয় বা কতক অংশ বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ বন্ধক রাখিয়াছেন বা অর্পণ করিয়াছেন বা প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন, সেই নিদর্শন পত্রের প্রদত্ত প্রতিভাব্যে উক্ত ঋণ পত্রধারীর যাহাতে অধিকার হয় তাহা ছাড়া উক্ত ঋণ পত্র ক্রমে স্থাবর সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব, অধিকার বা সম্পর্ক সৃষ্টি কি নির্দ্দেশ কি নিরূপণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা না গেলে সেই ঋণ পত্রের প্রতি।

৮ম। তদ্রূপ কোন কোম্পানির দত্ত কোন ঋণ দান পত্রের পৃষ্ঠলিপির প্রতি কি ঐ পত্র হস্তান্তর করণ পত্রের প্রতি।

৯ম। যে দলীল দ্বারা স্থাবর সম্পত্তিতে এক শত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কোন স্বত্বের কি অধিকারের কি সম্পর্কের সৃষ্টি কি নির্দ্দেশ কি নিরূপণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ না হইয়া অন্য যে দলীল সম্পাদন হইলে সেই স্বত্বের কি অধিকারের কি সম্পর্কের সৃষ্টি বা নির্দ্দেশ বা নিরূপণ বা সঙ্কোচ

বা বিলোপ হয় সেই দলীল প্রাপ্ত হইবার স্বত্ব মাত্র যে দলীলের দ্বারা সৃষ্ট হয় তাহার প্রতি।

১০ম। আদালতের ডিক্রী ও আজ্ঞা ও মীমাংসার প্রতি।

১১শ। গবর্ণমেণ্টের স্থাবর সম্পত্তি দান পত্রের প্রতি।

১২শ। রাজস্বের কার্য্যকারকদের কৃত বণ্টন পত্রের প্রতি।

১৩শ। ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন মতে প্রতিপোষক প্রতিভূর যে যে সার্টিফিকেট ও দলীল দেওয়া যায় তৎপ্রতি।

১৪শ। কৃষকদিগকে ঋণ দান বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন মতে যে আজ্ঞা পত্র ক্রমে ঋণ দেওয়া যায় এবং উক্ত আইন মতে দত্ত ঋণ শোধ দিবার প্রাতিভাব্যস্বরূপ যে সকল নিদর্শন পত্র হয়, তৎপ্রতি।

১৫শ। বন্ধকের সমুদয় টাকা বা তাহার কোন অংশ শোধ করিয়া পাইবার স্বীকার সূচক বন্ধকী পত্রের পূর্ব্বলিপির প্রতি এবং বন্ধক ক্রমে পাওনা টাকার রসীদ বন্ধক বিলোপ করণের মর্ম্মাত্মক রসীদ না হইলে তৎপ্রতি।

(খ) ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনের পর পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিবার যে অনুমতি পত্র সম্পাদিত হয় কিন্তু উইল ক্রমে দেওয়া না যায় তাহা ও রেজেষ্টারী করিতে হইবে। সুতরাং তাহাও এই শ্রেণী ভুক্ত।

প্র। দলীল ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে সম্পাদিত হইবার বিলম্বে রেজেষ্টারী করিবার জন্য আনিলে রেজেষ্টারী কার্য্যকারক কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া রেজেষ্টারী করিবেন।

উ। নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিবেন।

(ক) ঐ দলীল তদ্রূপে সম্পাদিত হইয়াছে এবং,—

(খ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আনীত হইবার পর চারি মাসের মধ্যে রেজেষ্টারী করিবার জন্য উপস্থিত করা গিয়াছে, রেজেষ্টারী কার্য্যকারক ইহা সুবোধ মতে জানিলে রেজেষ্টারী করিবার উপযুক্ত ফি লইয়া রেজেষ্টারী করিবার জন্য ঐ দলীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

প্র। কিরূপ মোক্তার নামা রেজেষ্টারী আপিসে স্বীকার বলিয়া গণ্য হইবে?

উ। রেজেষ্টারিকরণ কার্য্যপক্ষে কেবল নিম্নলিখিত প্রকারের মোক্তার নামা গ্রাহ্য হইবে বিশেষতঃ,—

(ক) এই আইন যৎকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে দেশে প্রচলিত হয় মোক্তার নামা সম্পাদন কালে মুখ্যব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সেই স্থানে থাকিলে, যে ডিষ্ট্রীক্টের কি সবডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে বাস করেন তথাকার রেজেষ্টর কি সবরেজেষ্টরের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তার নামা।

(খ) মুখ্যব্যক্তি পূর্ব্বোক্তকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্য দেশে থাকিলে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তার নামা।

(গ) মুখ্যব্যক্তি তৎকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে বাস না করিলে, নোটেরী পবলিকের কিম্বা কোন আদালতের কি জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি ব্রিটনীয় কন্সলের কি প্রতিনিধি কন্সলের কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের

স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তার নামা।

প্র। যাঁহারা পীড়িত কি কারারুদ্ধ কিম্বা আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত তাঁহাদের দলীল রেজেষ্টারী করিবার উপায় কি?

উ। যাহাকে মুখ্যব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে মোক্তার নামা সম্পাদন করিয়াছেন, রেজেষ্টর কিম্বা বিষয় বিশেষে সব-রেজেষ্টর কি ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা স্ববোধ মতে জ্ঞাত হইলে, পূর্ব্বোক্ত আফিসে কি আদালতে ঐ মুখ্যব্যক্তি স্বয়ং আসি-বার আদেশ না করিয়া তাহা সাক্ষী স্বরূপে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

ঐ মোক্তার নামা স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদন করা গিয়াছে কি না, ইহার প্রমাণ পাইবার জন্য যাঁহাকে মুখ্যব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়, রেজেষ্টর সবরেজেষ্টর কি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তাঁহার বাটীতে কিম্বা তিনি যে কারাগারে বদ্ধ আছেন তথায় গিয়া, তাঁহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন কিম্বা তাঁহার পরীক্ষা করণার্থে আমীনকে পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ রূপ করিয়া জানিলে পরে রেজেষ্টারী করিবেন।

প্র। রেজেষ্টারী কার্য্য কারক কোন্ কোন্ বিষয় স্ববোধ মতে জানিয়া লইবেন?

উ। নিম্নলিখিত বিষয় জানিয়া লইবেন।

(ক) সেই দলীল যাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইবার মত দেখায়, তাঁহাদেরই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে কি না, রেজেষ্টরী কার্য্যকারক ইহার সন্ধান লইবেন, ও,—

(খ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমরা ঐ দলীল সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া যে ব্যক্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা যথার্থই সেই ব্যক্তি ইহা স্বদ্বোধমতে জানিয়া লইবেন। এবং,—

(গ) কোন ব্যক্তি অন্যের স্থলাভিষিক্ত কি এ্যাসাইনি কি মোক্তার স্বরূপ উপস্থিত হইলে তাঁহার তদ্রূপে উপস্থিত হইবার অধিকার আছে কিনা ইহা স্বদ্বোধ মতে জানিয়া লইবেন।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তি রেজেষ্টরী আপীসের প্রবেশন হইতে মুক্ত?

উ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ, রেজেষ্টরী আপীসে উপস্থিত হইতে গেলে কায়িক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রাণাশঙ্কা কি গুরুতর ক্লেশ সম্ভাবন হইলে, কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী পাওনার বলে কারারুদ্ধ হইলে ও আইন ক্রমে স্বয়ং আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত হইলেও পশ্চাৎলিখিত বিধান না থাকিলে রেজেষ্টরী আপীসে যাহাদের স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে পারিত।

প্র। কাহারা উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র উপস্থিত করিতে ক্ষমতাপন্ন?

উ। উইল সম্পাদক কিম্বা তাঁহার মরণোত্তর উইলের নিরূপিত কর্ম্মসাধক বলিয়া কি প্রকারান্তরে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি ঐ উইল রেজেষ্টরী করণার্থ কোন রেজেষ্টরের বা সবরেজেষ্টরের নিকট আনিতে হইবে।

পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র দাতা কিম্বা তাঁহার মরণোত্তর ঐ পত্র গৃহীতা কিম্বা ঐ পোষ্যপুত্রই সেই অনুমতি পত্র

রেজেষ্টারী করণার্থে কোন রেজেষ্টরের বা সব্‌রেজেষ্টরের নিকট আনিতে পারিবেন।

প্র। যে দলীল রেজেষ্টারী করা আবশ্যক তাহা রেজেষ্টারী না করিলেই বা ফল কি ?

উ। রেজেষ্টারী করণ বিষয়ক আইনের ৪৯ ধারা অনুসারে রেজেষ্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ১৭ ধারায় যে যে দলীল রেজেষ্টারী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা রেজেষ্টারী বিষয়ক আইনের বিধান মতে রেজেষ্টারী না করা গেলে স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে ঐ দলীলের কোন জাল হইবে না ও তদ্দ্বারা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না ও ঐ দলীল সেই সম্পত্তি কিম্বা সেই ক্ষমতা প্রদান করণ সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারের প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

প্র। রেজেষ্টারী করিবার জন্য দলীল গ্রাহ্য হইলে কিরূপ কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত ?

উ। নিম্নলিখিত রূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন।

(ক) যে ব্যক্তিরা ঐ দলীল সম্পাদন করা স্বীকার করেন, তাঁহার প্রত্যেক জনের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা। কোন ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত কি এ্যাসাইনি কি মোক্তার ঐ দলীল সম্পাদন করা স্বীকার করিলে সেই স্থলাভিষিক্তের কি এ্যাসাইনির কি মোক্তারের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা।

(খ) ঐ দলীল সম্পাদন করণ সম্পর্কে রেজেষ্টারী কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ কি দ্রব্যাদি দেওয়া গেলে এবং সেই সম্পাদন সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পারিতোষিক কি একাংশের প্রাপ্তি স্বীকার হইলে তাহা।

কোন ব্যক্তি দলীল করিয়াছি স্বীকার করিয়াও তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে অস্বীকার করিলে রেজেষ্টারী কার্য্যকারক তাহা রেজেষ্টারী করিবেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করিলেন এই মর্ম্মের কথা সেই সময়ে ঐ দলীলের পৃষ্ঠে লিখিবেন ইতি।

প্র। যে ভূমি অনেক জেলার অন্তর্গত থাকে তৎসম্পর্কীয় দলীল হইলে, কার্য্য প্রণালীর নিয়ম কি ?

উ। যে স্থাবর সম্পত্তি দুই কি ততোধিক ডিষ্ট্রীক্টের অন্তর্গত থাকে, সবরেজেষ্টর তৎসম্পর্কীয় উইল ভিন্ন অন্য দলীল রেজেষ্টরী করিলে, আপনার সবডিষ্ট্রীক্ট যে ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে থাকে, তদ্ভিন্ন ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অন্য যে যে ডিষ্ট্রীক্টে থাকে, তাহার রেজেষ্টরের নিকট তিনি ঐ দলীলের ও তৎপৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেট থাকিলে, তাহার প্রতিলিপি এবং রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ২১ ধারায় লিখিত ম্যাপ কি নক্সা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন। রেজেষ্টর তাহা লইয়া আপনার ১ নং বহীতে ঐ দলীলের প্রতিলিপি এবং ম্যাপ কি নক্সা পাইলে তাহাতে অর্পণ করিয়া আপনার অধীন যে যে সবরেজেষ্টরের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে তাঁহাদের প্রত্যেক জনের নিকটে ঐ দলীল মর্ম্মাত্মক পত্র পাঠাইবেন। প্রত্যেক সবরেজেষ্টর ঐ মর্ম্মাত্মক পত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনার ১ নং বহীতে লিখিয়া রাখিতে অর্পণ করিবেন।

প্র। রেজেষ্টরীর জন্য দলীল দাখিল হইলে কি কারণে রেজেষ্টর তাহা রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন ?

উ। যে সম্পত্তি লইয়া দলীল হয়, তাহা রেজেষ্টরী কার্য্য কারকের সবডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে নয় বলিয়া তিনি ঐ দলীল রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

১৮৮৮ সালের ৬ আইন।

দেনার নিমিত্ত কারাবদ্ধ করণ বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন।

প্র। এই আইনের স্থানীয় ব্যাপ্তি কি প্রকার?

উ। যে যে আইনের সহিত এই আইনের যে যে অংশের সংস্রব আছে, সেই সেই অংশের সেই সেই আইনের স্থানীয় ব্যাপ্তির সমান ইহার স্থানীয় ব্যাপ্তি।

প্র। টাকার ডিক্রী জারীতে কোন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার বা কারাবদ্ধ করা যাইতে পারে কি না?

উ। না।

প্র। টাকার ডিক্রী জারীতে কোন খাতককে ধৃত ও কারাবদ্ধ করিবার প্রার্থনা থাকিলে আদালত খাতককে ধৃত করিবার অনুমতি না দিয়া কি করিতে পারেন?

উ। আদালত খাতককে ধৃত করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা না দিয়া তাহাকে এই রূপ আদেশ করিয়া এক খানি নোটীস দিতে পারিবেন যে, ঐ নোটীসে যে দিবসের নির্দ্দেশ থাকে সেই দিবসে তিনি আদালতে উপস্থিত হন এবং ডিক্রী জারী-ক্রমে তিনি কেন কারাবদ্ধ হইবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন করেন।

প্র। উক্ত রূপে নোটীস অনুসারে খাতক উপস্থিত না হইলে আদালত কি করিবেন?

উ। খাতক উপস্থিত না হইলে ডিক্রীদার যদি বলেন তবে আদালত ডিক্রীমত খাতককে ধরিবার জন্য পরওয়ানা দিবেন।

প্র। নোটীস ক্রমে খাতক উপস্থিত হইলে অথবা গ্রেপ্তার হইয়া আসিলে আদালত খাতকের অনুকূলে কি প্রকার হুকুম দিতে পারিবেন?

উ। আদালত যদি দেখেন যে দরিদ্রতা বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীর টাকা, অথবা ঐ টাকা কিস্তি মত দেয় হইলে, উহার কোন কিস্তির টাকা দিতে অক্ষম, তাহা হইলে, আদালত যদি কোন সর্ত্ত নিরূপণ করেন, তবে যে রূপ সর্ত্ত নিরূপণ করা উপযুক্ত মনে করেন, সেই রূপ সর্ত্তে তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাবদ্ধ করণের প্রার্থনা পত্র অগ্রাহ্য করিবার অথবা তাঁহার মুক্তির আদেশ করিবার যেখানে যেমন হয় সেখানে সেই রূপ করিবার হুকুম প্রদান করিতে পারিবেন।

প্র। উল্লিখিত রূপে হুকুম প্রদান করিবার অগ্রে আদালত কি কি বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিবেন?

উ। (ক) যে টাকার ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে ডিক্রীমত খাতক ট্রষ্টী বলিয়া বা অন্য কোন রকম ট্রষ্ট সম্পর্কীয় ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন বলিয়া তাহার হিসাব দিতে বাধ্য, এই বিষয় সম্বন্ধে। (খ) যে মোকদ্দমায় ডিক্রী করা হইয়াছে তাহা উপস্থিত করিবার তারিখের পর ডিক্রীমত খাতক ডিক্রী-

দারের ডিক্রী জারীর প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার সম্পত্তির কোন অংশ হস্তান্তর, গোপন বা স্থানান্তর করিয়া থাকিলে অথবা তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে অপর কোন দুরভিসন্ধি মূলক কার্য্য করিবার ফল স্বরূপ ডিক্রীদারের ডিক্রী জারীর প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব ঘটিয়া থাকিলে সেই সম্বন্ধে। (গ) ডিক্রী মতে খাতক তাহার অপর কোন মহাজনের প্রতি অযথা বা অসঙ্গত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকিলে সেই বিষয় সম্বন্ধে। (ঘ) ডিক্রীর টাকা বা উহার কোন অংশ দিবার উপায় থাকা বা ডিক্রীর তারিখের পর হইয়া থাকা সত্বে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার অবহেলা বা করিলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে। (ঙ) (খ) দফায় যে অভিপ্রায়ের উল্লেখ করা হইল সেই অভিপ্রায়ে তাঁহার পলায়ন করিবার বা আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, অথবা (খ) দফায় যে ফলের উল্লেখ আছে তাঁহার পলায়ন করিবার বা আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইবার দরুণ সেই ফল ফলিতে এরূপ হইলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে আদালত বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

প্র। খাতককে ধৃত করিবার পরওয়ানা দিবার পর কি হেতুতে আদালত ঐ পরওয়ানা রদ করিতে পারেন? এবং কি হেতুতে ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারেন?

উ। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরওয়ানা দেওয়া হইয়াছে তাঁহার গুরুতর পীড়ার হেতুতে ঐ পরওয়ানা রদ করিতে পারেন। এবং ডিক্রীমত খাতক এই আইন অনুসারে ধৃত হইলে, আদালত যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে তাঁহার শারী-

রিক অবস্থা কারাবাসের যোগ্য নয়, তাহা হইলে আদালত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

প্র। ঐ সমস্ত বিষয় যখন বিবেচনাধীন থাকে তখন আদালত খাতকের প্রতিকূলে কি প্রকার হুকুম দিতে পারেন?

উ। আদালত আপন বিবেচনানুসারে খাতককে কারাবদ্ধ রাখিবার, অথবা তাহাকে আদালতের কোন কর্ম্মচারীর হেফাজাতে রাখিবার অথবা আদালতের আদেশ মতে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি যথেষ্ট সিকিউরিটী দিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিতে পারেন।

প্র। স্ত্রীলোক বাদী হইয়া নালীশ করিলে কোন অবস্থায় তাহার নিকট প্রতিবাদীর খরচার জন্য সিকিউরিটী দিবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারে?

উ। কোন টাকার মোকদ্দমার বাদী স্ত্রীলোক হইলে, আদালতের যদি এরূপ হৃদ্‌বোধ হয় যে, যে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা ব্রিটীস ভারতবর্ষে ঐ বাদিনীর তাহা হইতে স্বতন্ত্র যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি নাই তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমার কোন প্রতিবাদীর আবেদন মতে আদালত মোকদ্দমার যে কোন অবস্থায় সিকিউরিটী দিবার জন্য হুকুম দিতে পারেন।

মোক্তার সুহৃদ্।

সাধারণ বিভাগ।

ভারতবর্ষীয় রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইন।

প্র। আদালত কি কি কারণে রসুম ফিরাইয়া দেওয়ার আজ্ঞা করিতে পারেন?

উ। যদি ডিক্রীর তারিখ অবধি নবতিতম নব্বই দিন কি তৎপরে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হয়, ও প্রার্থকের ত্রুটি প্রযুক্ত সেই বিলম্ব না হইয়া থাকে তবে উক্ত দিবসের পূর্ব্বে প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করা গেলে যত রসুম লাগিত, তাহার অধিক যাহা দিয়াছেন, আদালত বিহিত বোধ করিলে কালেক্টর সাহেবের স্থানে প্রার্থকের সেই অধিকাংশ পাইবার অনুমতি সংশিত পত্র দিবেন।

বিচার পুনর্দৃষ্ট হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে এবং আদালত পুনঃ শ্রবণ কালে আইন কি বৃত্তান্ত ঘটিত ভ্রম হেতুক আপনার পূর্ব্ব নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করিলে আবেদন পত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের উপর যত রসুম দেওয়া গেল তাহা ঐ আদালতে অন্য প্রার্থনা পত্রের উপর এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বরের (খ) কি (ঘ) প্রকরণ ক্রমে দাতব্য রসুমের যত অধিক হয় প্রার্থক কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই অধিকাংশ ফিরিয়া পাইবার অনুমতি সংশিত পত্র আদালত হইতে পাইতে পারিবেন।

প্র। কি কারণে আদালত অতিরিক্ত রসুম দেওয়ার আজ্ঞা করিতে পারেন?

উ। দেওয়ানী আদালতে সম্পূর্ণ নিষ্পত্তির উপর আপীল না হইয়া যদি বিবাদীয় বিষয়ের কেবল একাংশ সম্পর্কে হইয়া থাকে কিন্তু ঐ আপীল শ্রুত হওন কালে রিস্পাণ্ডেণ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের ৩৪৮ ধারা মতে সেই অংশ ভিন্ন নিষ্পত্তির অন্য অংশের বিষয়ে আপত্তি করেন তাহা হইলে নিষ্পত্তির যে অংশের বিষয়ে তদ্রূপ আপত্তি করেন, আপীলে সেই অংশও ধরা গেলে অধিক যত রসুম লাগিত রিস্পাণ্ডেণ্ট তাহা না দিলে আদালত সেই আপত্তি শ্রবণ করিবেন না।

প্র। এক আবেদন পত্র ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ঘটিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে রসুম দেওয়ার নিয়ম কি?

উ। একি মোকদ্দমা দুই কি তদধিক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ঘটিত হইলে এই আইনক্রমে উক্ত প্রত্যেক বিষয়ের স্বতন্ত্র মোকদ্দমার আবেদন পত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের যত রসুম লাগে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার আবেদন পত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের নিমিত্ত তাহার সমষ্টি লাগিবে।

প্র। অভিযোক্তা লিখিত পরীক্ষা দিতে আদিষ্ট হইলে উক্ত পরীক্ষা পত্রে কত রসুম দেওয়ার নিয়ম আছে?

উ। যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় মতে কয়েদ কি অন্যায় মতে অসিদ্ধ হওন অপরাধের কিম্বা অন্য যে অপরাধ হইলে পুলিসের কর্ম্মকারকেরা পরওয়ানা ভিন্ন ধরিতে না পারে এমত অপরাধের অভিযোগ করিয়া এই আইনমত রসুম দেওন পূর্ব্বক দরখাস্ত না দিয়া থাকে তবে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের

আইনের বিধানমতে তাহার প্রথম কি একি পরীক্ষা লিপিবদ্ধ হইলে তাহার আট আনা রসুম লাগিবে, কিন্তু আদালত তাহা ক্ষমা করা উচিত বোধ করিলে ক্ষমা করিতে পারিবেন।

প্র। কোন্ কোন্ লেখ্য রসুম হইতে মুক্ত?

উ। নিম্নলিখিত লেখ্য ;

(ক) [১] শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের সেনাপতি কিম্বা ওয়ারণ্ট আফিসার কি সনদ অপ্রাপ্ত হুদ্দাদার কি সেনা দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কিম্বা আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যে মোক্তারনামা করেন তাহা।

[২] দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের ১১৮ ও ১৬৪ ধারার উল্লিখিত এজাহার।

[৩] মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে আদালত যে লিখিত বর্ণনা দিবার আজ্ঞা করেন তাহা।

[৪] সৈন্য সংক্রান্ত কোর্ট রিক্বেষ্ট যে যে-আবেদন পত্র ও ঐ কোর্টে ডিক্রী সম্পাদন করিবার যে দরখাস্ত উপস্থিত করা যায় তাহা।

[৫] ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (মান্দ্রাজ) দেশে গ্রাম্য মুন্সেফেরা যে মোকদ্দমার বিচার করেন তৎসংক্রান্ত আবেদন-পত্র।

[৬] ঐ দেশে জিলার পঞ্চায়তের নিকট মোকদ্দমার আবেদন পত্র ও পরওয়ানা।

[৭] মান্দ্রাজের ১৮১৬ সালের ১২ আইনমতে কালেক্টর সাহেবের নিকট মোকদ্দমার আবেদন পত্র।

[৮] যে সম্পত্তির উপলক্ষে চরম পত্রের প্রামাণিক পত্র কি-

দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র কি সংশিত পত্র দেওয়া যাইবে ঐ সম্পত্তির মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক না হইলে এই আইনের প্রথম তফসীলের ১২ নম্বর ক্রমে উল্লিখিত ঐ প্রামাণিক পত্র ও দ্রব্যাদি নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র ও সংশিত পত্র।

[৯] কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন তাঁহার কিম্বা রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ সম্পর্কীয় কিম্বা তদাটিত স্বত্ব কি স্বার্থ নির্ণয় করণ সম্পর্কীয় বিষয়ে প্রার্থনা পত্র কি দরখাস্ত করা যায় তাহা ঐ বন্দোবস্তের চূড়ান্ত অবধারণের পূর্ব্বে উপস্থিত করা গেলে সেই প্রার্থনা পত্র কি দরখাস্ত।

[১০] ভূমিতে জল সেচিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের জল পাইবার প্রার্থনা পত্র।

[১১] যে ভূমির রাজস্ব অবধারিত আছে কিম্বা চিরস্থায়ী রূপে নয়, নিজে গবর্ণমেণ্টের নিকট অঙ্গীকার ক্রমে বদ্ধ ঐ ভূমি ভোগী ব্যক্তি ভূমির রাজস্বের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ ভূমির চাষ বৃদ্ধি করিবার কিম্বা সেই ভূমির ত্যাগ করিবার অনুমতি যে প্রার্থনা পত্র দেন ঐ প্রার্থনা পত্র।

[১২] ভূমির ত্যাগ কিম্বা খাজনা বৃদ্ধি করণের নোটিস দিবার প্রার্থনা পত্র

[১৩] কর্ম্মকারকের নিকট ক্রোক করিবার লিখিত ক্ষমতা পত্র।

[যে দরখাস্তে অপরাধের অভিযোগ কি সন্ধান লেখা থাকে, তদ্ভিন্ন সাক্ষ্য দিবার কিম্বা লেখ্য দেখাইবার জন্য সাক্ষীর কিম্বা

অন্য ব্যক্তির উপস্থিত হইবার সমন দেওনের কিম্বা আদালতে উপস্থিত করিবার অব্যবহিত কারণে যে আফিডেবিট করা যায় তদ্ভিন্ন কোন নিদর্শন পত্র দেখাইবার কি অর্পণ করিবার বিষয়ে যে প্রথম প্রার্থনা পত্র হয় তাহা।

[১৫] ফৌজদারী মোকদ্দমায় দর্শন প্রতিভূর নিবন্ধ পত্র। নালিশ করিবার কিম্বা সাক্ষ্য দিবার প্রতিজ্ঞা পত্র, স্বয়ং কিম্বা অন্যের উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞা পত্র।

[১৬] পুলিসের কর্ম্মকারকের নিকট কি তাঁহার সম্মুখে কিম্বা মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত গ্রামের মণ্ডলের কিম্বা গ্রাম্য পুলিসের নিকটে কি তাঁহার সম্মুখে অপরাধ বিষয় যে দরখাস্ত কি প্রার্থনা পত্র কি অভিযোগ পত্র কি সন্ধানবাদ দেওয়া কি অর্পণ করা যায় তাহা।

[১৭] কারাবদ্ধ ব্যক্তির, কিম্বা কোন আদালত, কি তৎ কর্ম্ম কারক কর্তৃক অসিদ্ধ কি আটক করা ব্যক্তির দরখাস্ত।

[১৮] ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থ মতে যিনি রাজকীয় কার্য্যকারিক হন তাঁহার কিম্বা মিউনিসিপাল কার্য্য-কারকের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যকারকের দত্ত অভি-যোগ পত্র।

[১৯] গবর্ণমেণ্ট বন বৃক্ষ ছেদনের অনুমতি কিম্বা ঐ বন সম্পর্কীয় অন্য বিষয়ের প্রার্থনা পত্র।

[২০] গবর্ণমেণ্টের স্থানে প্রার্থকের পাওনা পাইবার প্রার্থনা পত্র।

[২১] ১৮৬৫ সালের ২০ আইন মত চৌকীদারী

ট্যাক্সের কিম্বা নগর সংক্রান্ত কোন ট্যাক্সের উপর আপীলের দরখাস্ত।

[২২] রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূম্যাদি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে এমন কোন আইন মতে ক্ষতি পূরণের প্রার্থনা পত্র।

[২৩] ছোট নাগপুরের অন্তর্গত ভূসম্পর্ক নিরূপণ ও তাহার বিধান করণার্থ তাহা লিপিবদ্ধ করণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন মতে যে স্পেশ্যাল কমিশনর নিযুক্ত হন তাহার নিকট দরখাস্ত।

[২৪] মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ বৎসরের ৪০ অধ্যায়ের আইনের (অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিবাহ বিষয়ক আইনের) ৫ ধারা মতে কিম্বা ১৮৫২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারা মতে যে দরখাস্ত করা যায় তাহা।

প্র। হাইকোর্ট পরওয়ানার রসুম সম্বন্ধে কি কি বিধি করিতে ক্ষমতাপন্ন ?

উ। হাইকোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি করিবেন।

(ক) আপীল শুনিবার ক্ষমতা সম্পর্কে ঐ কোর্ট এবং দেওয়ানী রাজস্ব সংক্রান্ত যে যে আদালত উক্ত ক্ষমতার ব্যাপ্য স্থানে স্থাপিত হইয়াছে সেই সেই আদালত যে পরওয়ানা দেন তাহা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার যত রসুম লাগিবে তাহার।

(খ) যে অপরাধ হইলে পুলিস সংক্রান্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানা ভিন্ন ধৃত করিতে পারে তদ্ভিন্ন অন্য অপরাধ হইলে পূর্ব্বোক্ত

সীমার অন্তর্গত ফৌজদারী আদালত যে পরওয়ানা দেন তাহা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার যত রসুম লাগিবে তাহার।

(গ) যে পেয়াদারা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আদালতের অনুমতি ক্রমে পরওয়ানা পর্য্যর্পণ কি সাধন করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহাদের পারিশ্রমিকের। তদ্রূপ যে সকল বিধি করা যায় হাইকোর্ট সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন কি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

প্র। ষ্ট্যাম্প যোগাইবার, নূতন করিবার, হিসাব রাখিবার, সংখ্যা করিবার কি কি বিধান গবর্ণমেণ্ট করিতে পারিবেন?

উ। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে,—

(ক) এই আইন মত ষ্ট্যাম্প যোগাইবার,—

(খ) এই আইন মতে যে রসুম লওয়া যাইতে পারে তাহার নিদর্শন সূচক যতখানি ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হইবে তাহার,—

(গ) ষ্ট্যাম্পের হানি হইলে কি তাহা নষ্ট হইলে নূতন করিয়া দিবার,—

(ঘ) এই আইন মতে যে ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার হয় তাহার হিসাব রাখিবার বিধান করিবেন।

প্র। ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার ফল কি?

উ। যে লেখ্য এই আইন মতে ষ্ট্যাম্প করা প্রয়োজন, তাহার ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করা না গেলে, ঐ লেখ্য কোন আদালতে কি কার্য্যালয়ে মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যে, অর্পণ করা যাইবে না ও তদনুসারে কোন কার্য্য হইবে না।

প্র। কোন্ কোন্ স্থলে ফৌজদারী আদালত বাদীকে রসুম প্রতিদানের আদেশ করিতে পারেন?

উ। (ক) যে অপরাধ হইলে পুলীসের কর্ম্মকারক পরওয়ানা ভিন্ন ধৃত করিতে পারে, কোন প্রার্থনা পত্রে কি দরখাস্তে তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের অভিযোগ কি নালিশ লিখিত হইয়া ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করা গেলে ঐ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড নিরূপণ করেন তদ্ভিন্ন ঐ প্রার্থনা পত্রে কি দরখাস্তে বাদীর যত রসুন লাগিয়াছে অপরাধীর তাহাও দিবার আজ্ঞা দিবেন।

(খ) ১৮ ধারার লিখিত স্থলে পরীক্ষার নিমিত্ত বাদীর রসুম দিতে হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তদ্ভিন্ন অপরাধীর সেই রসুমও দিবার আজ্ঞা করিবেন।

(গ) এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের উল্লিখিত অন্যতর স্থলে যদি বাদী পরওয়ানা জারি করিবার রসুম দিয়া থাকেন তবে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তদ্ভিন্ন বাদীর সেই রসুম ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

প্র। কিরূপ স্থলে উপযুক্ত রসুম অপ্রাপ্ত অথবা রসুম শূন্য নিদর্শন পত্র ফৌজদারী আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে?

উ। কোন লেখ্যের উপযুক্ত রসুম না দেওয়া গেলেও ন্যায় বিচারের ত্রুটি নিবারণার্থে সেই লেখ্য অপূর্ণ করা কি দর্শান আবশ্যক ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারপতির এমত বিবেচনা হইলে রসুম বিষয়ক ১৮৭০। ৭ আইনের ৪ কি ৬ ধারা কোন কথাক্রমে তাহার অপূর্ণ করা কি দর্শান নিষিদ্ধ জ্ঞান হইবে না।

প্র। রসুম ন্যূন কি ক্ষমা করিবার কাহার অধিকার আছে?

উ। রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসীলে যে রসুম অবধারিত হইয়াছে ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্টিত শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনারল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনি প্রকাশ করিয়া ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত কি কোন কোন স্থানে সেই রসুম কিম্বা তাহার কোন অংশ ন্যূন কি ক্ষমা করিতে পারিবেন।

প্র। দেওয়ানী আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার আফিসে কত রসুম লাগিবে তাহার সাধারণ নিয়মটী লিখ।

উ। বিবাদীয় টাকা কি বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য ৫৲ টাকার অধিক না হইলে।৵০ আনা; ঐ টাকা কি মূল্য ৫৲ টাকার অধিক হইলে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৫৲ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি ৫৲ টাকার কি তাহার ন্যূনাংশের।৵০ আনা, ঐ টাকা কি মূল্য ১০০৲ টাকার অধিক হইলে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি দশ টাকার কি তাহার ন্যূনাংশের ৸০ আনা; ঐ টাকা কি মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ১০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি শতের কি তাহার ন্যূনাংশের ৫৲ টাকা। ঐ টাকা কি মূল্য ৫০০০৲ টাকার অধিক হইলে ১০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি আড়াই শতের কি তাহার ন্যূনাংশের ১০৲ দশ টাকা; ঐ টাকা কি মূল্য ১০০০০৲ টাকার অধিক হইলে ২০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ১০০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি পাঁচ শতের কি তাহার ন্যূনাংশের ১৫৲ টাকা। ঐ টাকা কি মূল্য ২০০০০৲ টাকার অধিক হইলে ৩০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ২০০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি

সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের ২০৲ টাকা। ঐ টাকা কি মূল্য ৩০০০০৲ টাকার অধিক হইলে ৫০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৩০০০০৲ টাকার উর্দ্ধ প্রতি দুই সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের ২০৲ টাকা। ঐ টাকা কি মূল্য ৫০০০০৲ টাকার সমধিক হইলে ৫০০০০৲ টাকার উর্দ্ধ প্রতি পাঁচ সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের ২৫৲ টাকা।

কিন্তু আবেদন পত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের উপর ৩০০০৲ টাকার অধিক রসুম লওয়া যাইতে পারিবে না।

প্র। পাপর স্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা পত্রের রসুম কত?

উ। আট আনা।

প্র। ভারতবর্ষীয় ইনকম টেক্সের আইনের ২১ ধারা মতে দরখাস্তের রসুম কত?

উ। এক আনা।

প্র। মোক্তারনামা এবং ওকালতনামার রসুম অবধা-রণের নিয়ম কি?

উ। কোন এক মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত;—

(ক) হাইকোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত কোন আদালতে কিম্বা কোন কালেক্টর কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কিম্বা এই নম্বরের (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত কার্য্য কারক ভিন্ন রাজকার্য্য সম্পা-দক অন্য কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে ॥০ আনা।

(খ) রাজস্ব সংক্রান্ত কি দায়ের সায়েরী কি কষ্টমের কমি-শনর সাহেবের কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কার্য্য সম্পাদনের

কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন দেশ খণ্ডের কার্য্য সম্পাদনাধিকারী কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা গেল ১৲ টাকা।

(গ) হাইকোর্টে কি প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের কি রেবেনিউ বোর্ডের কি রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্ববিধায়ক কি কার্য্য সম্পাদক অন্ত প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা গেল ২৲ টাকা।

প্র। কেবিয়ট অর্থাৎ চরম পত্রের প্রামাণিক পত্র প্রভৃতি না দিবার প্রার্থনা পত্রের রসুম কত?

উ। পাঁচ টাকা।

প্র। স্ত্রী পাইবার মোকদ্দমার আবেদন পত্রে কিম্বা নালিশের মর্ম্মাত্মক পত্রের রসুম কত?

উ। পাঁচ টাকা।

প্র। দ্রব্য নিরূপণাধিকারীর সম্পর্কীয় নিবন্ধ পত্রের রসুম কত?

উ। আট টাকা।

প্র। নির্দ্দেশ সূচক ডিক্রী জাত কোন উপকার প্রার্থনা না হইয়া ঐ ডিক্রী প্রাপণার্থ রসুম কত?

উ। দশ টাকা।

প্র। পোষ্য পুত্র অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমার প্রার্থনা পত্রের রসুম কত?

উ। দশ টাকা।

প্র। স্ত্রী সম্বন্ধ প্রাপণার্থ ভারতবর্ষীয় আইনের ৪০ ধারা মত দরখাস্ত ভিন্ন ঐ আইন মত কোন দরখাস্ত এবং ঐ আইনের ৫৫ ধারামতে আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের রসুম কত?

উ। বিশ টাকা।

প্র। পারসীদিগের বিবাদ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন মত আবেদন পত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের রসুম কত?

উ। বিশ টাকা।

ষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯। ১ আইন।

প্র। বিল অফ লেডিং শব্দে কি বুঝায়?

উ। কোন নিদর্শন পত্রে যে মাল নিদ্দিষ্ট থাকে জলযানের স্বামী কি তাঁহার কর্ম্মকারক তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঐ পত্রের লিখিত কিম্বা লক্ষিত স্থলে ও ব্যক্তির নিকটে পঁহুছাইয়া দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বাক্ষর করিলে "বিল অফ লেডিং" শব্দে সেই নিদর্শন পত্রও বুঝাইবে।

প্র। বণ্ড শব্দে কি কি বুঝায়?

উ। "বণ্ড" শব্দের এই এই অর্থ;—

(ক) যে নিদর্শন পত্র দ্বারা কোন ব্যক্তিকে এই নিয়মে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, যে নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য করা গেলে কিম্বা, স্থল বিশেষে, না করা গেলে ঐ নিবন্ধ ব্যর্থ হইবে সেই নিদর্শন পত্র, ও,—

(খ) আজ্ঞামতে অথবা বাহকের নিকট পরিশোধনীয় নয় সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমত যে নিদর্শন পত্রে কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, তাহা, ও,—

(গ) উক্তমতে স্বাক্ষরিত যে নিদর্শন পত্র দ্বারা কোন

ব্যক্তি অন্য কাহার নিকট শস্য বা কৃষি উৎপন্ন অন্য দ্রব্য অর্পণ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা,—

প্র। সমর্পণ পত্র কাহাকে কহে ?

উ। যে নিদর্শন পত্র ক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক আদান প্রদান হয় "সমর্পণ" শব্দে সেই নিদর্শন পত্র বুঝাইবে।

প্র। বণ্টন পত্র শব্দে কি বুঝায় ?

উ। যে নিদর্শন পত্র ক্রমে কোন সম্পত্তির সহস্বামীরা আপনাদের মধ্যে সেই সম্পত্তি বিভাগ করেন কিম্বা করিতে সম্মত হন "বণ্টন পত্র" শব্দে সেই নিদর্শন পত্র বুঝাইবে। রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষের বণ্টন করিবার চূড়ান্ত আদেশও উক্ত শব্দে বাচ্য।

প্র। কোন্ কোন্ লিপি ভোগানুমতি পত্ররূপে গণ্য ?

উ। "ভোগানুমতি পত্র" শব্দে স্থাবর সম্পত্তির ভোগানুমতি পত্র এবং নিম্নলিখিত লিপিগুলিও বুঝাইবে।

(ক) পাট্টা, ও,—

(খ) পাট্টার কবুলিয়ত নয় এমন যে কবুলিয়ত বা অন্যতর লিপি দ্বারা স্থাবর কোন সম্পত্তির আবাদ কি অধিকার করিবার কি তজ্জন্য খাজানা দিবার বা অর্পণ করিবার অঙ্গীকার করা যায় তাহা,—

(গ) যে লিপি দ্বারা কোন প্রকারের টোল ইজারা দেওয়া যায় তাহা ও,—

(ঘ) ইজারার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইলে প্রার্থনা পত্রের উপর এই রূপ যাহা কিছু লেখা হয় তাহা।

প্র। বিমা পত্র এবং নিরূপণ পত্র শব্দে কি কি বুঝায় এবং গণ্য ?

উ। (ক) কোন ব্যক্তি প্রিমিয়ম অর্থাৎ নিয়মাধীন অগ্রিম টাকা পাইয়া যে নিদর্শন পত্রে অলক্ষিত কি, অনুভাবিত ঘটনা দ্বারা সম্ভাবিত ক্ষতি কি হানি কি দায় হইতে অন্য ব্যক্তির ক্ষেম-প্রতিবিধান করেন, "বিমা পত্র" শব্দে সেই নিদশন পত্র বুঝাইবে, ইহাতে জীবনের বিমা পত্র বুঝাইবে এবং কোন অগ্নি সম্বন্ধীয় বিমা পত্র ছয় মাসের অধিক কালের নিমিত্ত প্রথমতঃ দেওয়া হইলে তজ্জন্য যে ষ্ট্যাম্প মাসুল চার্য করা যাইতে পারিত যদি সেই অগ্নি সম্বন্ধীয় বিমা পত্রের জন্য এবং তাহা পূর্ব্বে নূতন করিয়া লওয়া হইয়া থাকিলে সেই নূতন করিয়া লওয়ার জন্য সেই ষ্ট্যাম্প মাসুল দেওয়া না হইয়া থাকে তবে তাহা প্রবল রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহা নূতন করিয়া লওয়ার যে লিপি প্রমাণ স্বরূপ হয়, ইহাতে তাহাও বুঝাইবে।

(খ) [১] নিরূপণকারী।

[২] বিবাহের উপলক্ষে অথবা,—

[৩] স্বীয় পরিবারের মধ্যে কি যাঁহাদের উপায় করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিবার অভিপ্রায়ে করিয়া অথবা,—

[৪] ধর্ম্মার্থে বা পরোপকারার্থে অন্তিম বিনিয়োগ ভিন্ন অন্য কোন লিখন দ্বারা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিয়ম করিলে "নিরূপণ পত্র" শব্দে সেই লিপি বুঝাইবে। উক্ত রূপ নিয়ম করিবার লিখিত অঙ্গীকারও সেই শব্দে বাচ্য।

প্র। এক এক ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন লিপির ব্যবহার হইলে ষ্ট্যাম্প দেওয়ার নিয়ম কি?

উ। বিক্রয় কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি নিরূপণ পত্র সম্পর্কীয় কোন ব্যাপার সমাধা করণার্থ ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন পত্রের ব্যবহার হইলে প্রথম তফসীলমতে সমর্পণ কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি নিরূপণ পত্রের নিমিত্ত যে মাসুল নির্দ্ধারিত আছে উক্ত নিদর্শন পত্রের মধ্যে যেটি মুখ্য, কেবল তাহারি উপর সেই মাসুল লাগিবে, উক্ত তফসীলমতে অন্য নিদর্শন পত্রে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট থাকুক, তাহার পরিবর্ত্তে উক্ত প্রত্যেক নিদর্শন পত্রে এক টাকা মাসুল লাগিবে।

প্র। কোন্ কোন্ লেখ্যে আটাল ষ্ট্যাম্প ব্যবহার হইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত নিদর্শন পত্রে আটাল ষ্ট্যাম্প দিয়া ষ্ট্যাম্প করা যাইতে পারিবে অর্থাৎ,—

(ক) চাহিবা মাত্র পরিশোধনীয় নহে এবং ভিন্ন ভিন্ন সেটে লিখিত এরূপ বিল অফ এক্সচেঞ্জের অংশ ভিন্ন যে যে নিদর্শন পত্রে এক আনার মাসুল লাগিতে পারে তাহা,—

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট লেখা কি করা যায় তাহা,—

(গ) কোন হাইকোর্টের তালিকায় আড্‌বোকেট উকিল বা এ্যাটর্ণির নাম লিখন,—

(ঘ) ন্যটারী সম্পর্কীয় কার্য্য, ও,—

(ঙ) সাধারণ কোম্পানি কি সমাজের শেয়ারের পৃষ্ঠ লিপি দ্বারা যে হস্তান্তর পত্র হয় তাহা।

প্র। আটাল ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য না করিলে তাহার ফল কি হয়?

উ। আটাল ষ্ট্যাম্প পুনঃ ব্যবহার যোগ্য রূপে অকর্ম্মণ্য করা না গেলে কোন নিদর্শন পত্রে তাহা বসান থাকিলে ও উক্ত ষ্ট্যাম্পের সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর সেই নিদর্শন পত্রে ষ্ট্যাম্প বসান যায় নাই বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

প্র। ষ্ট্যাম্প আইন অনুসারে বার্ষিক বৃত্তি প্রভৃতির পক্ষে মুল্য ধরিবার নিয়ম কি?

উ। কোন নিদর্শন পত্র বার্ষিক বৃত্তি কিম্বা নিরূপিত সময়ে সময়ে দেয় অন্য টাকা দিবার প্রতিভূ স্বরূপে করা গেলে, কিম্বা যে বার্ষিক বৃত্তি কি অন্য টাকা নিরূপিত সময়ে সময়ে দেয়, তাহা সমর্পণ পত্রের উল্লিখিত পণ স্বরূপ হইলে, এই আইনের কার্য্য পক্ষে ঐ নিদর্শন পত্র যে টাকার প্রতিভূ স্বরূপ হয়, সেই টাকা অথবা স্থল বিশেষে ঐ সমর্পণ পত্রের পণের টাকা দ্বারা,—

(ক) টাকা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হওয়াতে মোট যত টাকা দিতে হইবে, তাহা অগ্রিম নির্ণয় করা যাইতে পারিলে উক্ত মোট টাকা বুঝাইবে আর,—

(খ) উক্ত টাকা চিরকালের নিমিত্ত অথবা ঐ নিদর্শন পত্র কি সমর্পণ পত্রের তারিখে বর্ত্তমান কোন ব্যক্তির আয়ুশেষ সীমান্ত নহে এমত কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হইলে, উক্ত নিদর্শন পত্রের কি সমর্পণ পত্রের উল্লিখিত নিয়মানুসারে সেই নিদর্শন পত্রের কি সমর্পণ পত্রের তারিখের অব্যবহিত পরে ২০ বৎসরের মধ্যে যে মোট টাকা দেয় হইবে কি হইতে পারিবে, তাহাই বুঝাইবে, আর,—

(গ) ঐ নিদর্শন পত্র কি সমর্পণ পত্র সম্পাদনের তারিখেই বর্ত্তমান কোন ব্যক্তির আয়ুশেষ হইলেই যে কালও শেষ হইবে উক্ত টাকা অনির্দ্দিষ্ট এমত কোন কালের নিমিত্ত দেয় হইলে, ঐ নিদর্শন পত্রের কি সমর্পণ পত্রের তারিখের অব্যবহিত পরে ১২ বৎসরের মধ্যে যে মোট টাকা উক্ত প্রকারে দেয় হইবে কি হইতে পারিবে তাহা বুঝাইবে।

প্র। বিমা পত্র, ভোগানুমতি পত্র, বচন পত্র, বিনিময় পত্রের মাসুল কোন্ পক্ষকে দিতে হইবে?

উ। প্রকারান্তরের নিয়ম না থাকিলে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে দিতে হইবে।

(ক) বিমা পত্র হইলে, যে পক্ষের ক্ষতি পুরণের নিয়ম হয়, তিনি দিবেন।

(খ) ভোগানুমতি পত্রের অনুলিপি হইলে প্রদাতা দিবেন।

(গ) বণ্টন পত্র হইলে, উল্লিখিত সম্পত্তিতে যাঁহাদের যে অংশ থাকে তাঁহারা সেই সেই অংশমতে অথবা রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের আদেশক্রমে অংশ বিভাগ হইলে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ যে পরিমাণ আদেশ করেন সেই পরিমাণে দিবেন।

(ঘ) বিনিময় পত্র হইলে পক্ষেরা সমাংশমতে দিবেন।

প্র। আইন অনুসারে ষ্ট্যাম্প লিখিত না হওয়া, দস্তাবেজের ফল কি হইতে পারে? এবং ঐ রূপে দস্তাবেজ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে লওয়া যাইতে পারে কি না? অপ্রচুর ষ্ট্যাম্প লিখিত এবং ষ্ট্যাম্প না থাকা কাগজে লিখিত দস্তাবেজ মধ্যে প্রভেদ কি?

উ। যে নিদর্শন পত্র মাসুল যোগ্য তাহা নিয়মিত রূপে-

ষ্ট্যাম্প করা না হইলে আইন বা পক্ষ দিগের সম্মতি ক্রমে প্রমাণ গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন উদ্দেশ্য প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইবে না অথবা এরূপ কোন ব্যক্তি বা রাজকীয় কর্ম্মচারী তদনুসারে কার্য্য করিবেন না বা তাহা রেজেষ্টরী বা স্বাক্ষরিত করিবেন না।

(ক) ষ্টাম্প্ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের্ ১ আইনের ৫০ ধারার বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন কোন নিদর্শন পত্র প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইলে তাহাতে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া যায় নাই বলিয়া গ্রাহ্য হইবার বিষয়ে আপত্তি সেই মোকদ্দমা বা কার্য্য প্রণালীর কোন অবস্থায় চলিবে না।

(খ) যে লেখ্য যথোপযুক্ত ষ্ট্যাম্প সহযোগে লিখিত না হইয়াছে, তাহাকে অপ্রচুর ষ্ট্যাম্প লিখিত বলা যাইতে পারে।

(গ) যে লেখ্য আদৌ উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে লেখা না হইয়াছে তাহাকে ষ্ট্যাম্প না থাকা কাগজ বলা যায়।

প্র। যদি কোন লিপি আইন অনুসারে ষ্টাম্পযুক্ত না হয়, তাহা হইলে কোন সূত্রে কি সেই লিপি আদালতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে?

উ। ৩৪ ধারার প্রকরণ (১৮৭৯। ১ আইন)।

প্র। উচিত ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তির ফল কি? ষ্ট্যাম্প না করা এবং উচিত মূল্য ষ্ট্যাম্প না করা দলীল কোন্ ব্যক্তি আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন?

উ। (ক) কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত মাসুল সম্বন্ধে নিষ্পত্তির সার্টিফিকেট দিলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার হইবার কোন বাধা হইবে না।

(খ) যে কর্ম্মচারীর নিকট দলীল প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা হয়, অথবা যাঁহার নিকট দলীল রেজেষ্টরী করণ জন্য উপস্থিত করা হয় তাঁহারাই উক্ত দলীল ষ্ট্যাম্প না করা হইলে কি উচিত মূল্যে ষ্ট্যাম্প না করা হইলে আটক করিতে পারেন।

প্র। ষ্ট্যাম্প আইনের বিধি অনুসারে কি দোষে এক জন মোক্তারের মোক্তারিত্ব রহিত হইতে পারে?

উ। মোক্তার যদি বৎসরের মধ্যে ১০৲ দশ টাকার ষ্ট্যাম্পোক্ত কাগজের সার্টিফিকেট না লয়েন সেই বৎসরের শেষ হইতেই তাঁহার মোক্তারিত্ব রহিত হয়।

প্র। ষ্ট্যাম্পের মাসুল সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের সন্দেহ হইলে তিনি কি কার্য্য অবলম্বনান্তর ষ্ট্যাম্প মাসুল ধার্য্য ও আদায় করিবেন?

উ। কোন কালেক্টর সাহেব ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৭৯।১ আইনের ৩০, ৩৭ কি ৩৮ ধারা মতে কার্য্য করিয়া কোন নিদর্শন পত্রের যোগ্য মাসুলের বিষয় সন্দেহ করিলে তিনি তদ্বিষয়ে বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহাতে আপনার মত জানাইয়া রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়কের বিচারার্থে অর্পণ করিবেন এবং উক্ত প্রধান তত্ত্বাবধায়কের সকল কথা বিবেচনা করিয়া যে নিষ্পত্তি করেন, তিনি তাহার প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মাসুল ধার্য্য ও আদায় করিবার হইলে ধার্য্য ও আদায় করিয়া লইবেন।

প্র। আদালত কি রূপ ভাবে যথোপযুক্ত ষ্ট্যাম্প সম্পর্কে কোন কোন নিষ্পত্তির পুনরালোচনা করিতে পারিবেন?

উ। যথোপযুক্ত ষ্ট্যাম্পবসান হইয়াছে কিম্বা ষ্ট্যাম্প লাগাই-বার প্রয়োজন নাই, কিম্বা ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৭৭৯। ১ আইনের ৩৪ ধারামতে যে মাসুল ও অর্থ দণ্ড লাগিত তাহা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কোন আদালত দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্য করিয়া কোন নিদর্শন পত্র প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা দিলে যে আদালতে নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করা যায় এবং যে আদালতে উক্ত আদালতের প্রস্তাব পাঠাইতে হয় সেই আদালত স্বেচ্ছামতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের প্রার্থনামতে উক্ত আজ্ঞা বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত আইনের ৩৪ ধারা অনু-সারে মাসুল ও অর্থ দণ্ড না দেওয়াতে, কিম্বা যে মাসুল ও অর্থদণ্ড দেওয়া গিয়াছে তদধিক মাসুল ও অর্থ দণ্ড না দেওয়াতে উক্ত নিদর্শন পত্র প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করা বিহিত হয় নাই, আদালতের এই রূপ হইলে আদালত সেই মর্ম্মের নিদর্শন পত্র লিখিবেন এবং উক্ত নিদর্শন পত্রে যত মাসুল লাগিতে পারে তাহা নির্ণয় করিয়া নিদর্শন পত্র তৎকালে যে ব্যক্তির ক্ষমতাধীনে আছে তাঁহাকে তাহা উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং উপস্থিত করা গেলে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

প্র। কালেক্টর সাহেব কোন্ কোন্ স্থলে কোন্ কোন্ দলীলের নষ্টিকৃত ষ্ট্যাম্পের মুল্য ফিরাইয়া দিবেন?

উ। কালেক্টর সাহেব যে প্রমাণ চাহিতে পারিবেন এতদ্বি-ষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহা প্রবল মানিয়া কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত স্থলে নষ্টিকৃত ছাপা ষ্ট্যাম্পের মুল্য ধরিয়া দিতে পারিবেন যথা,—

(ক) ষ্ট্যাম্প কাগজে নিদর্শন পত্র লেখা গেলে পর ও তাহাতে কোন পক্ষের সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে সেই পত্রের ষ্ট্যাম্প অমনোযোগে কি অনিচ্ছামতে নষ্ট হইলে কি তাহার অক্ষরাদি উঠিয়া গেলে কিম্বা কোন প্রকারে কল্পিত কার্য্যের নিমিত্ত অনুপযুক্ত করা গেলে সেই ষ্ট্যাম্পের।

(খ) বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চেকের কি প্রমিসরি নোটের লেখক বা যিনি তাহা লিখিতে কল্পনা করিয়াছিলেন তিনি কি তাঁহার স্বপক্ষ অন্য ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলে কিন্তু টাকা প্রাপকের কি যাহাকে প্রাপক করিবার কল্পনা থাকে তাহার কি তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির হস্তে না দেওয়া গেলে কিম্বা টাকা দেওনের জামিন স্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত করা না গেলে কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করা কি জারি কি প্রচলিত করা না গেলে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহার ব্যবহার না হইলে ও বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চেকের হইলে টাকা দায়কের দ্বারা সাকরাইয়া দেওয়া না গেলে ও যে কাগজে তদ্রূপ ষ্ট্যাম্প বসান যায়, তাহাতে পশ্চাৎ যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক লেখা যাইবে তাহা সাকরাইয়া দেওয়া স্বরূপ কি তদভিপ্রায়ে কোন স্বাক্ষর না থাকিলে তাহার নিমিত্ত যে ষ্ট্যাম্পের ব্যবহার করা গিয়াছে বা করিবার কল্পনা থাকে সেই ষ্ট্যাম্পের।

(গ) কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চেকের কি প্রমিসরি নোটের লেখক কি তৎপক্ষ অন্য ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলে ও ভুল কি চুক ক্রমে তাহা নষ্ট হইলে কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে ও বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চেক হওয়াতে সাকরাইয়া লওনার্থ উপস্থিত করা গেলে কিম্বা সাকরাইয়া দেওয়া গেলে বা

তাহার পৃষ্ঠ লিপি লেখা গেলে কিম্বা প্রমিসরি নোট হওয়াতে টাকা প্রাপককে দেওয়া গেলে ও তাহাতে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা গেলে কি করিবার কল্পনা থাকে সেই ষ্ট্যাম্পের কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে পূর্ব্বোক্ত ভুল চুকের সংশোধিত কথা ভিন্ন ঐ নষ্ট বিলের কি পত্রের সর্ব্বাংশ ঠিক সমান অন্য এক বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি প্রমিসরি নোট সম্পূর্ণ রূপে লিখিত হইয়া ও উপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প বসান গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায়।

[১] নিম্নলিখিত দলীলের বা নিদর্শন পত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে ও পশ্চাৎ তাহা উক্ত আদালত কর্ত্তৃক আইন মতে আদৌ ব্যর্থ প্রকাশিত হইতে পারে তাহাতে।

[২] নিদর্শন পত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে ও প্রথমে যে অভিপ্রায়ে লেখা গিয়াছিল কোন ভুল চুক প্রযুক্ত পশ্চাৎ সেই কর্ম্মের অনুপযুক্ত লেখা গেলে তাহাতে।

[৩] নিদর্শন পত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে ও অন্য যে ব্যক্তির তাহা সম্পাদন করা আবশ্যক সম্পাদন না করিয়া তাঁহার মৃত্যু হওয়া প্রযুক্ত কিম্বা তদ্রূপ ব্যক্তির তাহা সম্পাদন করিতে কিম্বা ঐ পত্র দ্বারা যে টাকা রক্ষা হইবে সেই টাকা আগান দিতে অসম্মত হওয়া প্রযুক্ত প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে ঐ ব্যাপার সিদ্ধকরণার্থে পত্র সম্পাদন হইতে না পারিলে তাহাতে।

[৪] নিদর্শন পত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলে ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অন্য ব্যক্তির সম্পাদনের অভাব প্রযুক্ত তাঁহার স্বাক্ষর করিবার অক্ষমতা কি অসম্মতি প্রযুক্ত

তাহা বাস্তব অপূর্ণ ও অভিপ্রেত কার্য্যের নিমিত্ত অপ্রচুর হইলে তাহাতে।

[৫] নিদর্শন পত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে অন্য কোন ব্যক্তির অস্বীকার করণ প্রযুক্ত কিম্বা পত্র ক্রমে যে পদ প্রদান হইল তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করণ বা গ্রহণ না করণ প্রযুক্ত কল্পিত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ফল হইলে তাহাতে।

[৬] নিদর্শন পত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলে ও তদ্দ্বারা যে ব্যাপার সম্পন্ন করিবার কল্পনা ছিল উপযুক্ত মতে ষ্ট্যাম্প করা অন্য কোন নিদর্শন পত্র দ্বারা সম্পাদন করা যাওয়াতে ঐ পত্র অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাতে।

[৭.] নিদশন পত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলে ও তাহা অমনোযোগ হেতুক ও অনিচ্ছামতে নষ্ট করা গেলে ও সেই দুই পক্ষের মধ্যে সেই উদ্দেশে অন্য পত্র সম্পাদিত হইয়া তাহাতে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দিয়া গেলে সেই পত্রে।

প্র। গ্রহীতা কত টাকার উপর সম্পত্তি বা অন্য কোন্ মূল্যের দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া জন্য প্রজাকে রসিদ দিতে বাধ্য?

উ। কোন ব্যক্তি বিশ টাকার অধিক কোন টাকা অথবা বিশ টাকার অধিক মূল্যের কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক কি প্রমিসরি নোট পাইলে কিম্বা কর্জ্জশোধ স্বরূপ বিশ টাকার অধিক মূল্যের কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাইলে যিনি উক্ত টাকা কি বিল কি চেক কি নোট কি সম্পত্তি দেন কি অর্পণ করেন তাঁহাকে তিনি চাহিবা মাত্র তজ্জন্য নিয়মিত ষ্ট্যাম্প যুক্ত রসিদ দিবেন।

প্র। আটাল ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য না করিলে কি দণ্ড হয়?

উ। কোন ব্যক্তি কোন নিদর্শন পত্রে ১১ ধারা ক্রমে আটালে ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে ক্রটি করিলে তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

প্র। গবর্ণমেণ্টকে ষ্ট্যাম্প বিষয়ে বঞ্চনা করিলে কি দণ্ড হইতে পারে?

উ। কোন ব্যক্তি ষ্ট্যাম্পের মাস্থল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায়,—

(ক) ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৭৭৯ সালের ১ আইনের ২৭ ধারা ক্রমে যে নিদর্শন পত্রে যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা লেখা কর্ত্তব্য সেই নিদর্শন পত্রে উক্ত বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃত রূপে লিখিয়া না দিলে এবং,—

(খ) কোন নিদর্শন পত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া কিম্বা প্রস্তুত করণ কার্য্যে সম্পর্ক রাখিয়া সেই নিদর্শন পত্রে উক্ত বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃত রূপে বর্ণনা করিতে উপেক্ষা কি ক্রটি করিলে তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

প্র। বিমা পত্র কোন্ সময়ের মধ্যে না লিখিয়া দিলে আইনমতে দণ্ডিত হইতে হয়?

উ। কোন ব্যক্তি,—

(ক) বিমার চুক্তি পত্রের নিমিত্ত কোন অগ্রিম টাকা কি মূল্য কি প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ও উক্ত অগ্রিম টাকা কি মূল্য প্রাপ্তি কি প্রাপ্তি স্বীকার করণাবধি এক মাসের

মধ্যে উক্ত বিমার নিয়মিত ষ্ট্যাম্প যুক্ত পত্র লিখিয়া সম্পাদন না করিলে কিম্বা,—

(খ) কোন বিমা পত্রে নিয়মিত ষ্ট্যাম্প না থাকিলে ও তাহা লিখিলে কি সম্পাদন করিলে কি জারী করিলে অথবা তৎপ্রতি কি তদুপলক্ষে কোন টাকা দিলে কি হিসাব লিখাইলে কিম্বা দিতে কি হিসাবে লিখাইতে সম্মত হইলে তাঁহার দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

প্র। ষ্ট্যাম্পের মাসুল সম্বন্ধে অপরাধে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকট বিচার হইবে?

উ। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অন্যূন ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই আইন অনুসারে কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

প্র। রাম, হরির নিকট শতকরা ৫৲ টাকা হার সুদ সহ ৫০০৲ টাকা ছয় মাস পরে দেওয়া এবং অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেন, তন্মধ্যে ৭৫৲ টাকা সুদ, এক্ষণে রামের অঙ্গীকার পত্র কত টাকার ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইবে?

উ। ষ্ট্যাম্প আইনের ২৩ ধারা অনুসারে সুদের উপর ষ্ট্যাম্প দেওয়া নিয়ম না থাকাতে ৪২৫৲ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প বসিবে এবং তজ্জন্য ২৷৷০ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

প্র। দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদায়ক বা দান সূচক (উইল ভিন্ন) নিদর্শন পত্রের ষ্ট্যাম্পে কত মাসুল লাগিবে?

উ। দশ টাকা।

প্র। কোন্ কোন্ আফিডেবিট করিতে ষ্ট্যাম্প দেওয়ার প্রয়োজন নাই?

উ। আফিডেবিট বা লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র নিম্নলিখিত স্থলে করা গেলে,—

(ক) ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ বিষয়ক প্রকরণ মতে পল্টনে ভুক্ত হইবার নিয়ম বলিয়া করা গেলে,—

(খ) কোন আদালতে কি কোন আদালতের কার্য্যকারকের সম্মুখে দাখিল কি ব্যবহার করা যায়, অব্যবহতি এই উদ্দেশে করা গেলে,—

(গ) কোন ব্যক্তি যেন পেনশ্যন কি উপকারার্থ বৃত্তি পাইতে পারেন কেবল এই অভিপ্রায়ে করা গেলে।

প্র। কোন্ কোন্ নিয়ম পত্র বা নিয়ম পত্রের মর্ম্মাত্মক পত্রে ষ্ট্যাম্প মাসুল দিবার প্রয়োজন নাই?

উ। নিম্নলিখিত নিয়ম পত্র বা নিয়ম পত্রের মর্ম্মাত্মক পত্র।

(ক) ১ এক তফসীলের ৪৬ নং ক্রমে মাসুল যোগ্য কোন মন্তব্য কি মর্ম্মাত্মক লিপি না হইয়া কেবল মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করণার্থ কি তৎসম্পর্কে করা গেলে তাহা।

(খ) কিম্বা ভারতবর্ষীয় লোকেরা ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশে মজুরী করিবার নিমিত্ত গিয়া রাজসম্পর্কীয় ভিন্ন দেশে গমন কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে কিম্বা ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের অন্য যে কর্ম্মকারক কর্ম্ম করেন, তাঁহার সঙ্গে ঐ দেশে প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিবার চুক্তি হইলে সেই চুক্তিপত্র।

(গ) গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত পোস্তের চাষ করণার্থ রায়তদের ঐ পত্র।

(ঘ) কোন লোকের নিমিত্ত কি তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নামে ঋণ দিবার প্রস্তাব পত্র।

(ঙ) বোম্বাইয়ের ১৮৬৫ সালের ১ আইন বলে জরীপী নম্বর যুক্ত ভূমির দখল করিবার ও তাহার রাজস্ব দিবার সম্পর্কে করা গেলে তাহা।

(চ) ইউরোপীয় বেটুয়াগিরি বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের ১৭ ধারা.ক্রমে করা গেলে তাহা।

প্র। কোন্ কোন্ লোকদের দ্বারা নিবন্ধন পত্র করা গেলে ষ্ট্যাম্পের মাসুল দিতে হইবে না?

উ। নিবন্ধন পত্র এইএই লোকদের দ্বারা.করা গেলে;—

(ক) মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিরা অর্থাৎ নম্বরদারেরা বা থত দারেরা গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত পোস্তের চাষ করিবার জন্য আগাম টাকা পাইলে তাহাদের জামিনদের।

(খ) ১৮৭৬ সালের বঙ্গদেশীয় ৩ আইনের ৯৯ ধারা মতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে সরদারেরা মনোনীত হন, ঐ আইন মতে আপন আপন কর্ম্ম উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ করণ বিষয়ে তাঁহাদের,

(গ) দাতব্য ঔষধালয়ের কি হাসপাতালের কি সাধারণের উপকার জনক অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত যে চাঁদা লোকের নিকট আদায় হয় তদুৎপন্ন স্থানীয় আয় মাসে নির্দ্ধারিত টাকার কম হইবে না ইহার জামিন স্বরূপ কোন ব্যক্তির।

প্র। কোন্ কোন্ ভোগানুমতি পত্র ষ্ট্যাম্প হইতে বর্জ্জিত?

উ। ভোগানুমতি পত্র ও কবুলিয়ত অর্থাৎ,—

(ক) ব্রহ্মদেশীয় জলকর বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইন মতে জলকরের যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা।

(খ) জরিমানা বা সেলামী দেওন কি অর্পণ করণ ভিন্ন কোন ভোগানুমতি পত্র কোন কৃষক সম্বন্ধে, সম্পাদিত হইলে আর তাহাতে একবৎসরের অনধিক মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কিম্বা তাহার নির্দ্ধারিত বার্ষিক খাজনা ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সেই ভোগানুমতি পত্র।

(গ) কৃষককে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহার কবুলিয়ত।

প্র। কোন্ কোন্ নিদর্শন পত্রে ষ্ট্যাম্প দেওয়া আবশ্যক নাই?

উ। নিদর্শন পত্র অর্থাৎ,—

(ক) কোন ব্যক্তিরা ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইন মতে স্বয়ং কি জামিন দ্বারা টাকা আগাম লইয়া তাহা ফিরাইয়া দিবার প্রতিভূ স্বরূপ নিদর্শন পত্র সম্পাদন করিলে তাহা।

(খ) গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা আপনাদের কর্ম্ম উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ করণ অথবা তদ্বলে যে টাকা প্রাপ্ত হন, তাহার নিয়মিত নিকাশ দেওন বিষয়ক নিদর্শন পত্র স্বয়ং অথবা জামিন দ্বারা সম্পাদন করিয়া দিলে তাহা।

(গ) ১৮৫০ সালের ১৯ আইনের বলে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অথবা সাধারণের উপকারার্থে কোন তহবিল হইতে কি তাহার খরচে কোন ব্যক্তিকে কর্ম্ম শিখাইবার বিষয়ে নিদর্শন পত্র সম্পাদিত হইলে তাহা।

প্র। কোন্ কোন্ প্রকারের রসিদে ষ্ট্যাম্প দেওয়া আবশ্যক নাই?

উ। রসিদ অর্থাৎ,—

(ক) নিয়মিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত কিম্বা এই তফসীলের (১৮ নং) বলে মাসুল হইতে মুক্ত যে নিদর্শন পত্রে মূল্যের টাকা ব্যক্ত আছে ও যদ্দ্বারা কোন আসল টাকা কি সুদ কি বার্ষিক বৃত্তি কি সাময়িক দেয় কোন টাকা রক্ষিত হয় তাহার পৃষ্ঠে কি গর্ভে উক্ত টাকা প্রাপ্তির স্বীকারের কথা থাকিলে তাহা।

(খ) বিনা মূল্যে দত্ত কোন টাকার রসিদ।

(গ) কৃষক গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ি ভূমির কিম্বা (মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশে) ইনাম ভূমির খাজানা দিলে কৃষককে যে রসিদ দেওয়া যায় তাহা।

(ঘ) শ্রীশ্রীমতীর পণ্টনের কিম্বা শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় পণ্টনের সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদ্দাদারেরা কি সিপাহীরা পণ্টনের কর্ম্ম করণ কালে বেতন পাইয়া যে রসিদ দেন তাহা।

(ঙ) যাহারা অন্য কোন পদে গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্ম্ম না করিয়া কেবল সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদ্দার কি সিপাহী স্বরূপ কর্ম্ম করিয়া যে পেন্সন কি বৃত্তি পাইতে পারেন তাহা পাইয়া যে রসিদ দেন তাহা।

(চ) রসিদের উল্লিখিত টাকা যাহার বেতন কি বৃত্তি হইতে নিরূপণ করা যায়, সেই ব্যক্তি উক্ত কোন এক পণ্টনের সনন্দ অপ্রাপ্ত হুদ্দার কি সিপাহী হইয়া সেই পদের কর্ম্ম করিতে থাকিলে, পরিবারের সার্টিফিকেট ধারী তাহার যে রসিদ দেন তাহা।

(ছ) কোন মণ্ডল বা নম্বরদার ভূমির রাজস্ব বা কর সংগ্রহ করিয়া তজ্জন্য যে রসিদ দেন তাহা।

(জ) কোন কুঠিয়ালের কাছে যাহার হিসাব লওয়া যাইবে এমন গচ্ছিত টাকা কিম্বা তাহার সিকিউরিটির নিমিত্ত যে রসিদ দেওয়া যায় তাহা, পরন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে, ঐ টাকার হিসাব যে ব্যক্তিকে দিতে হইবে তিনি ভিন্ন অন্য কাহার স্থানে কি হাতে ঐ টাকা পাইবার কথা ব্যক্ত না হয়। অধিকন্তু শেয়ার নিরূপণ পত্রের নিমিত্ত কি তাহার উপর ও কোন কোম্পানির কি সমাজের কি প্রস্তাবিত কি ভাবী কোন কোম্পানির কি সমাজের কোন স্কপের কি শেয়ারের উপর টাকা দিবার আদেশ হইলে তৎসম্পর্কে যে টাকা দেওয়া যায় কি গচ্ছিত হয় তাহার রসিদের কি প্রাপণের স্বীকার পত্রের প্রতি এই মুক্ত হওয়ার বিধান বর্ত্তিবে না।

প্র। কোন্ কোন্ পৃষ্ঠলিপি ক্রমে হস্তান্তর করণ পত্রে ষ্ট্যাম্প না দিলে ক্ষতি হয় না?

উ। পৃষ্ঠলিপি ক্রমে হস্তান্তর পত্র অর্থাৎ,—

(ক) বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চেকের কি প্রমিসরি নোটের।

(খ) বিল অফ লেডিঙের।

(গ) বিমা পত্রের।

(ঘ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত কোন আইনের বলে যে কর ও টাক্স ধার্য্য হয় তাহার বন্ধক পত্রের।

(ঙ) ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটির ও,—

(চ) ১ তফসীলের ৬১ নং মাল প্রাপ্তির ওয়ারেণ্টের হস্তান্তর পত্র।

প্র। রামধন নামক একজন ব্যক্তি শতকরা ৫৲ টাকা হার

সুদে ফি শতে ১০৲ টাকা ডিস্‌কৌণ্ট দিয়া হাজার টাকা কর্জ্জ করিল এক খানা নিদর্শন পত্র লিখিয়া দিল উক্ত নিদর্শন পত্র লিখিতে রামধনের কত টাকার ষ্ট্যাম্প লাগিবে?

উ। ৪৷৷০ টাকা।

তামাদী বিষয়ক ১৮৭৭। ১৫ আইন।

প্র। বিচার উপস্থিত করিবার শেষ দিন, আদালত বন্ধ থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার মিয়াদ কত দিন পর্য্যন্ত থাকিবে?

উ। আদালত যে দিন বন্ধ থাকে, এমত দিনে কোন মোকদ্দমা কি আপীল কি প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ ফুরাইলে, আদালত পুনরায় যে দিনে খোলা যাইবে ঐ মোকদ্দমা কি আপীল কি প্রার্থনা পত্র সেই দিনে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

প্র। ব্যবস্থামত অক্ষমতা শব্দের অর্থ কি? যে কোন ব্যক্তি কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার, অথবা দরখাস্ত দাখিল করিবার হকদার, যদি তাহার ব্যবস্থামত অক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সেই মোকদ্দমা অথবা সেই দরখাস্তের বিষয়ে তামাদী আইনের কি ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে?

উ। (ক) মিয়াদ যে সময়াবধি ধরিতে হইবে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিবার স্বত্ববান ব্যক্তি, সেই সময়ে অপ্রাপ্ত ব্যবহার কিম্বা বিকৃতমনা কি জড় হইলে, ব্যবস্থামত অক্ষমতা শব্দে তাহাকেই বুঝায়।

(ক) মিয়াদ যে সময়াবধি ধরিতে হইবে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিবার স্বত্ববান ব্যক্তি, সেই সময়ে অপ্রাপ্ত ব্যবহার কিম্বা বিকৃতমনা কিম্বা জড় হইলে, তদ্রূপ অবস্থা না থাকিলে, মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭। ১৫ আইনের দ্বিতীয় তফসীলের তৃতীয় ঘরে, তাঁহার ঐ মোকদ্দমা কি প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত আছে, তিনি ঐ অক্ষমতা রহিত হইবার সময়াবধি সেই মিয়াদ ধরিয়া মোকদ্দমা কি প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন।

প্র। নালিশ করিবার স্বত্ব যে সময়ে উৎপন্ন হয়, তৎকালে যদি সেই নালিশ করিবার স্বত্ববান ব্যক্তি নাবালক বা অন্য কোন প্রকারে অযোগ্য থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কোন্ সময়ে উক্ত নালিশ করিতে পারে?

উ। পূর্ব্ব প্রশ্নের (খ) প্রকরণে লেখা হইয়াছে।

প্র। এরূপ কি মোকদ্দমা আছে যাহা কোন কালে তামাদী হয় না?

উ। কোন ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্যের নিমিত্ত সম্পত্তি ন্যস্ত থাকিলে, ইহার পূর্ব্বভাগে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও তাঁহার কি তদীয় আইনমত স্থলাভিষিক্তদের বা অন্য যাঁহার প্রতি ঐ সম্পত্তি অর্পিত হয়, তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তি সন্ধান লওনার্থে তাঁহার কি তাঁহাদের নামে কোন মিয়াদের সীমাক্রমে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না।

প্র। ১৮৬৫ সালে খ, ক এর নিকট এক খানা নৌকা ভাড়া করে, তৎকালে ক, নাবালক ছিল, সে ১৮৬৯ সালে সাবালক

হয়, কএর ঐ নৌকার ভাড়া আদায়ের জন্য নালিশ করিবার স্বত্ব কখন তামাদী হইতে পারে ?

উ। মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭। ১৫ আইনের ৭ ধারার তৃতীয় প্রকরণ অনুসারে কএর ভাড়া পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদ ১৮৭২ সালে শেষ হইবে।

প্র। প্রতিবাদী, নালিশ উপস্থিত করিবার সময়ে যদি ব্রীটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকে, তবে কি রূপে উক্ত মোকদ্দমার মিয়াদ চলিবে ?

উ। নালিশ উপস্থিত করিবার সময়ে যদি প্রতিবাদী ব্রীটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকে, তবে তিনি যে সময় এদেশে না থাকেন, তাহা বাদে মিয়াদ চলিবে।

প্র। তমস্থক ঘটিত খাতক, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কিয়দংশ ঋণ শোধ করিয়া ঐ টাকা আপনি খাতায় উশুল লিখিল, এমত স্থলে তামাদীর হিসাব কি রূপ হইবে ?

উ। মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭। ১৫ আইনের ২০ ধারা অনুসারে খাতক যে দিন টাকা উশুল লিখিয়া দিল সেই দিনাবধি তিন বৎসর ধরিতে হইবে।

প্র। মুন্সেফ আদালতের ডিক্রী জারিতে দেনদার হরির সম্পত্তি ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসের ১লা তারিখে নিলাম এবং ১৮৭৬ সালের ১ আগষ্ট তারিখে ঐ নিলাম মঞ্জুর হয়। নালিশের হেতু জন্মিবার পূরেই হরির মৃত্যু হয়, তাহার পুত্র গোপাল দুই বৎসর নাবালক থাকে, এমত স্থলে উক্ত নিলাম অন্যথা করিবার জন্য নালিশ করণাধিকার কত দিনের মধ্যে গোপালের প্রতি বর্ত্তে ?

উ। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭। ১৫ আইনের ৭ ধারামতে গোপালের নাবালকত্ব দূর হওয়ার পর তিন বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৮১ সালের ১লা আগষ্টের মধ্যে কোন সময়ে বৰ্ত্তিতে পারে।

প্র। স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব কাহাকে কহে? পরকীয় ভূমি গত ব্যবহারের স্বত্ব কি রূপে জন্মায় এবং কিরূপে নিবৃত্তি হয়?

উ। (ক) চুক্তি দ্বারা উত্থাপিত স্বত্ব ভিন্ন যে স্বত্ব ক্রমে এক ব্যক্তি অন্যের মৃত্তিকার কোন অংশ, কিম্বা অন্যের ভূমি-জাত কিম্বা ভূমিতে সংলগ্ন কি স্থিত কোন বিষয় স্থানান্তর কি স্বীয় লাভার্থে প্রয়োগ করিতে স্বত্ববান্ হন, "স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব" শব্দে সেই স্বত্বও গণ্য।

(খ) কোন ব্যক্তি কোন পথের কি জল-প্রণালীর কিম্বা কোন জলের ব্যবহার, অথবা অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্বের দাওয়া করিলে, যদি তিনি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ ও স্বত্ব স্বরূপে অবিচ্ছেদে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ কি অবধারিত হইয়া, শান্তভাবে ও প্রকাশ্য রূপে ঐ স্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন, তবে, ঐ প্রবেশের পথ, আলোক ও বায়ু ব্যবহারের ও পথের ও জল-প্রণালী ও জল ব্যবহারের বা অন্য স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের প্রতি তাঁহার যে স্বত্ব আছে, তাহা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য হইবে।

(গ) উক্ত বিশ বৎসরের দুই মিয়াদের কথা লইয়া আপত্তি থাকিলে, ঐ আপত্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই বৎসরের মধ্যে যেন ঐ মিয়াদের অবসান হয়, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

প্র। পথ স্বত্ব কাহাকে কহে? পথ স্বত্বের বাধা হইয়াছে

বলিয়া যদি মোকদ্দমা করিতে হয়, তবে কি প্রকারে মিয়াদ মধ্যে সেই প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে ?

উ। যে ব্যক্তি কোন পথে একাধিক্রমে অবিচ্ছেদে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত গতায়াত করিয়াছে, তাহার সেই পথে যে স্বত্ব বর্ত্তে, সেই স্বত্বকেই পথ স্বত্ব বলা যাইতে পারে।

(ক) যদি সেই পথ স্বত্ব লইয়া বিবাদ হয়, তবে বিবাদের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে পথ স্বত্বের জন্য নালিশ উপস্থিত করিতে হইবে।

প্র। নিম্নলিখিত বিষয়ে তামাদী সম্বন্ধে কি ফল হইবে ?

(ক) নালিশ করিবার স্বত্ব উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

(খ) আসল টাকার কিয়দংশ পরিশোধ হইয়াছে।

উ। (ক) মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ১৭ ধারা অনুসারে, মৃত ব্যক্তি মৃত না হইলে, যে সময়ে নালিশ উপস্থিত করিতে পারিত, সে মৃত হইলেও তাহার আইন মত স্থলাভিষিক্ত সেই সময়ের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে।

(খ) মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ২০ ধারা অনুসারে, যে দিনে খাতক মূল ঋণের কিয়দংশ প্রদান করে সেই দিন হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময় থাকিবে।

প্র। মনে কর হরি তাহার মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে রাম কর্ত্তৃক তাহার দখলি জমি হইতে বেদখল হয়; ঐ সময়ে, তাহার গোলক নামক পুত্র নাবালক ছিল, গোলক কতদিনের মধ্যে নালিশ করিলে জমি দখল পাইতে পারে ? আর যদি হরির,

মৃত্যুর পর, রাম তাহার নাবালক পুত্রকে বেদখল করে, তাহা হইলেই বা কতদিনের মধ্যে গোলকের নাশিল করা আবশ্যক?

উ। মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭ ধারা অনুসারে, হরি যদি তাহার মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে বেদখল হইয়া মরিয়া যায়, তবে গোলক নামক তাহার নাবালক পুত্রের, নাবালকত্ব দূর হইবার পর হইলে ১১৷৷০ (সাড়ে এগার বৎসর) মিয়াদ মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে, আর যদি হরির মৃত্যুর পর বেদখল হয় তবে, উক্ত ধারা অনুসারে, গোলকের নাবালকত্ব দূর হওয়ার পর ১২ বৎসর মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদ থাকিবে।

প্র। রাম অপ্রাপ্ত বয়সে, হরেন্দ্র বাবুর চরম পত্র অনুসারে একটী বিষয়ে তাহার সত্ব বর্ত্তে উক্ত বাবুর দায়দগণ রামকে দখল দেয় না, তাহা হইলে রামের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব কতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে?

উ। মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭ ধারানুসারে রামের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদ তাঁহার নাবালকত্ব দূর হইবার পর হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে।

প্র। আইন মত অক্ষমতা জন্য তামাদী গণনার নিয়ম কি?

উ। মিয়াদ বিষয়ক আইনের ৭ ধারা অনুসারে অক্ষম না হইলে যত দিন পর্য্যন্ত মিয়াদ পাইত, আইন মতে অক্ষম ব্যক্তি অক্ষমতা দূর হওয়ার পর তত দিন পর্য্যন্ত সময় পাইবে।

প্র। হরি আপন সম্পত্তি হইতে, গোপাল কর্ত্তৃক অন্যায়

ক্রমে বেদখল হইয়া, ১২ বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিয়া, পরে, বল পূর্ব্বক সেই সম্পত্তি গোপালের হাত হইতে কাড়িয়া লয়, এ অবস্থায় রামের উপর নালিশ চলিবে কি না?

উ। মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭। ১৫ আইনের ২৮ ধারা অনুসারে, হরি তাহার স্বত্ব হইতে চ্যুত হওয়ায় তাঁহার নামে নালিশ চলিতে পারে।

প্র। সরকারী সম্পত্তি উদ্ধারের নালিশের মিয়াদ কি?

উ। সাধারণ ব্যক্তি সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে এই আইন মতে যে সময়াবধি মিয়াদ চলিত, সেই সময়াবধি ৬০ বৎসর।

প্র। পথ কিম্বা জল প্রণালী অবরোধ জন্য নালিশের মিয়াদ কত?

উ। অন্ধ মুখ করিবার তারিখ অবধি তিন বৎসর।

প্র। বাসার ভাড়ার জন্য, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মেয়াদ কত?

উ। ভাড়া যে সময়ে দেনা পড়ে সেই সময় হইতে তিন বৎসর।

প্র। ক্রয় করিবার অগ্র স্বত্ব আইন মূলক কি সাধারণ আচার কি বিশেষ চুক্তি মূলক হইলে, তাহা প্রবল করিবার মোকদ্দমার মেয়াদ কত?

উ। যে বিক্রয় দূব্য করিতে চেষ্টা হয়, তৎক্রমে ক্রেতা যে তারিখে, বিক্রীত সম্পত্তির অধিকার করেন, তদবধি কিম্বা যে দ্রব্য বিক্রয় করা গেল, তাহা অধিকার করিয়া লওয়া

যাইতে না পারিলে, বিক্রয়পত্র রেজিষ্টারী করণের সময়াবধি এক বৎসর।

প্র। ঈর্ষা পূর্ব্বক অভিযোগ হেতুক, হানি পূরণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদ কত ?

উ। বাদীকে নির্দ্দোষ করণের অথবা প্রকারান্তরে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইবার সময়াবধি।

প্র। বেআইনী মতে কি অনিয়মিত রূপে কি অতিরিক্ত ভাবে, ক্রোক করণ প্রযুক্ত হানি পূরণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদের নিয়ম কি ?

উ। ক্রোক করণ সময়াবধি এক বৎসর।

প্র। আইন মতে পরওয়ানা ক্রমে, অস্থাবর দ্রব্য অন্যায় মতে ক্রোক করণ প্রযুক্ত হানি পূরণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদ কত ?

উ। ক্রোকের তারিখ অবধি এক বৎসর।

প্র। দাম্পত্য স্বত্ব পুনশ্চ প্রাপণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময় কত ?

উ। স্বামী বা স্ত্রী প্রাপ্ত ব্যবহার ও সুস্থমনা হইয়া দাম্পত্য স্বত্ব পুনশ্চ প্রদানের আদেশ করিলেও যে দিন অগ্রাহ্য হন, তদবধি দুই বৎসর।

প্র। হরির নাবালক অবস্থার তাহার আইনমত রক্ষক সতীশ বাবু উক্ত হরির কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলেন, হরি উক্ত সম্পত্তির বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা কোন্ সময় হইতে কত দিনের মধ্যে করিতে পারিবেন ?

উ। হরির নাবালকত্ব দূর হইবার সময়াবধি তিন বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

প্র। প্রতিবাদীর স্থানে, বাদীর প্রাপ্য টাকার সুদ বলিয়া পাওনা টাকাব নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদ কত?

উ। সুদ দেনা পড়িবার সময়াবধি তিন বৎসর।

প্র। অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকার পত্রের কি প্রতিজ্ঞা পত্রের টাকা কিস্তিক্রমে দিতে হইলে, তাহাব উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময় কখন্ হইতে কত দিন পর্য্যন্ত থাকিবে?

উ। প্রথম কিস্তি দেওয়ার মিয়াদ গত হওন সময়ে, টাকার যে অংশ দেয় হয়, তৎসম্পর্কে ঐ মিয়াদ গত হওনেব সময়াবধি ও অন্যান্য কিস্তির নিমিত্ত ঐ ঐ কিস্তির মিয়াদ গত হওয়ার সময়াবধি তিন বৎসব পর্য্যন্ত মিয়াদ থাকিবে।

প্র। নিজের পক্ষ কর্ম্মকারকের হিসাব পাইবার নিমিত্ত, তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদ কত?

উ। ঐ কর্ম্মকারকতা পদ থাকন কালে, হিসাব আদেশ হইলে, তাহা দিতে অস্বীকার করণের সময়াবধি কিম্বা তদ্রূপ আদেশ না হইলে, ঐ কর্ম্মকারকতা পদ রহিত হওনের সময়াবধি তিন বৎসর মধ্যে নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবে।

প্র। ভরণ পোষণের বাকীর নিমিত্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা কত দিনের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে?

উ। বাকী যে সময়ে দেনা পড়ে, তদবধি ১২ বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

প্র। বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ বা বিক্রয় করণার্থ বন্ধক গ্রহীতার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মিয়াদ কত?

উ। বন্ধক ক্রমে রক্ষিত টাকা যে সময়ে দেনা পড়ে, তদবধি ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে।

প্র। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন মতে, জিলার জজ সাহেবের আদালতে আপীল করিবার মিয়াদ কত দিন থাকিবে?

উ। যে যে ডিক্রীর কি যে যে আজ্ঞার উপর আপীল হয়, তত্তাবতের তারিখ অবধি ৩০ ত্রিশ দিবস পর্য্যন্ত মিয়াদ।

প্র। ডিক্রীর টাকা কিস্তি করিয়া দিবার প্রার্থনা পত্রের মিয়াদ কত?

উ। ডিক্রীর তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে প্রার্থনা পত্র উপস্থিত করিতে হইবে।

প্র। নিম্নলিখিত মোকদ্দমার তামাদীর নিয়ম লিখ।

(ক) অস্থাবর সম্পত্তি ঘটিত নালিশ।

(খ) গরু, ঘোড়া এবং গাড়ী ও গৃহ সামগ্রীর ভাড়ার জিনিষ।

(গ) মহাজনের খাতা বহির নালিশ।

(ঘ) তামাদী আইনে যে বিষয়ের সময় নিরূপণ না হইয়াছে তাহার নালিশ।

উ। নিম্নলিখিত রূপ।

☞ পর পৃষ্ঠায় দেখ।

(ক) অস্থাবর সম্পত্তি ঘটিত নালিশ।	১২ বৎসর	ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিবার তারিখ অবধি।
(খ) গরু, ঘোড়া এবং গাড়ী ও গৃহ সামগ্রীর ভাড়ার জিনিষ।	৩ বৎসর	ভাড়া দেনা পড়িবার সময়াবধি।
(গ) মহাজনের খাতা বহির নালিশ।	ঐ	শেষ যে দফা স্বীকার হইল, বা যাহার প্রমাণ হইল, তাহা যে বৎসরের হিসাবে লেখা যায়, সেই বৎসরের অবসান অবধি, হিসাবের লিখিত মতে বৎসর ধরিতে হইবে।
(ঘ) তামাদী আইনে যে বিষয়ের সময় নিরূপণ না হইয়াছে তাহার নালিশ।	১২ বৎসর	প্রতিবাদীর অধিকার যখন বাদীর বিপক্ষ হয়, সেই সময়াবধি।

সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২। ১ আইন।

প্র। নিম্নলিখিত শব্দে কি কি বুঝায় এবং কি গণ্য হয়? বৃত্তান্ত, সিদ্ধান্ত প্রমাণ, ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত, প্রাসঙ্গিক এবং আদালত।

উ। বৃত্তান্ত শব্দে এই এই বিষয় বুঝায় ও এই এই বিষয় গণ্য।

(ক) যে বিষয় বা বিষয়ের যে অবস্থা বা বিষয়ের যে সম্পর্ক ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হয় তাহা।

(খ) কোন ব্যক্তি মানসিক যে ভাব অনুবোধ করেন তাহা।

সিদ্ধান্ত প্রমাণ ;—

এই আইনের এক বৃত্তান্ত অন্য বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে উক্ত এক বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে আদালত অন্য বৃত্তান্ত প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন ও তাহা খণ্ডিবার সাক্ষ্য লইবার অনুমতি দিবেন না।

নিম্নলিখিত বিষয় "ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত" শব্দে বুঝিতে হইবে।

(ক) কোন মোকদ্দমায় কি মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যে যে স্বত্ব কি দায় কি অক্ষমতা উদ্ঘাটিত কি অস্বীকৃত হয় তাহার সত্তা কি অসত্তা কি ভাব কি ব্যাপকতা যে একি বৃত্তান্ত দ্বারা কি অপর বৃত্তান্তের সহযোগে যে বৃত্তান্ত দ্বারা অবশ্য অনুভব হয় সেই বৃত্তান্ত।

ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধান অনুসারে কোন আদালত বৃত্তান্তঘটিত ইস্যু লিপিবদ্ধ করিলে সেই ইস্যুর উত্তর স্বরূপ যে বৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত কি অস্বীকৃত হয় তাহাই ইস্যুঘটিত বৃত্তান্ত।

প্রাসঙ্গিক;—

এই আইনে বৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ের যে যে বিধান আছে সেই সেই বিধানের উল্লিখিত অন্যতর প্রকারে এক বৃত্তান্তের সহিত অন্য বৃত্তান্তের সম্পর্ক থাকিলে সেই সেই বৃত্তান্ত পরস্পর প্রাসঙ্গিক বলা যায়।

আদালত;—

আদালত শব্দের মধ্যে সকল জজ ও মাজিষ্ট্রেট গণ্য ও সালিস ভিন্ন অন্য যে সকল ব্যক্তি আইন মতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহারাও গণ্য।

প্র। কোন্ কোন্ অপ্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়?

উ। নিম্নলিখিত অপ্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত স্থলান্তরে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রাসঙ্গিক হয়।

প্রথম। ইস্যুঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের অসঙ্গত হইলে।

দ্বিতীয়। সেই বৃত্তান্তের দ্বারা কিম্বা অন্য বৃত্তান্তের সংযোগে, সেই বৃত্তান্ত দ্বারা ইস্যুঘটিত কিম্বা প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের সত্তা কি অসত্তা অত্যন্ত সম্ভব কি অসম্ভব হইলে।

প্র। স্বীকার বাক্য কাহাকে কহে? কোন্ কোন্ স্থলে কাহার দ্বারা বলা গেলে স্বীকার বাক্য হয়?

উ। বাচনিক কি লিখিত যে কথা দ্বারা ইস্যুঘটিত কি প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে অনুভূতির সূচনা হয়, তাহা নিম্নলিখিত কোন অবস্থায়, নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক বলা গেলে, বা লেখা গেলে তাহাই স্বীকার বাক্য।

প্রথম। ১৮ ধারা এবং ১। ২ প্রকরণ সমস্ত।

দ্বিতীয়। ১৯ ধারা সমস্ত।

তৃতীয়। ২০ ধারা সমস্ত।

প্র। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার কালে আসামীর কৃত একরার, বিচার সংলগ্ন বিষয়ক বলিয়া যদি কোন নিয়ম থাকে তবে লেখ।

উ। ফৌজদারী মোকদ্দমা ঘটিত কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত

ব্যক্তি, যদি অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু তাহার নামে যে অভিযোগ হয়, আদালতের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি তাহাকে তৎসম্পর্কে প্রবৃত্তি দেওয়াতে কিম্বা ভয় দেখাইবাতে কিম্বা কোন অঙ্গীকার করাতে, সে ঐ অপরাধ স্বীকার করে,এবং যদি অপরাধ স্বীকার করি, তবে উপস্থিত মোকদ্দমার সম্পর্কে আমার কোন লাভ হইতে পারিবে, কিম্বা আমি কিয়ৎকালীন বিপত্তি হইতে এড়াইতে পারিব, প্রবৃত্তিদায়ী ব্যক্তি ক্ষমতাবান্ লোক হওয়া প্রযুক্ত, অভিযুক্ত ব্যক্তির মনে এমন অনুমান করিবার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে, আদালতের এইরূপ বিবেচনা থাকিলে, ঐ ব্যক্তির সেই অপরাধ স্বীকার প্রাসঙ্গিক হয়।

প্র। পুলিসের কোন কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিবার কালে, যদি কোন অপরাধী কোন কথা স্বীকার করে, তাহা হইলে কতদূর সেই উক্তি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে?

উ। কোন ব্যক্তি পুলিসের রক্ষণে থাকিতে অপরাধ স্বীকার করিলে যদি নিজ মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে স্বীকার না করে, তবে তাহার বিপক্ষে সেই কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না।

প্র। ক, চৌর্য্যের জন্য এবং খ, চৌর্য্যের সহায়তার জন্য অভিযুক্ত হইয়া উভয়ে একত্রে বিচারিত হইতেছে। ক, স্বীকার করে যে, খ, চুরি করিয়াছে," বিচারের সময় এই অপরাধ খ এর বিরুদ্ধে ব্যবহার হইতে পারে কি না?

উ। ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩০ ধারা অনুসারে, খ এর বিরুদ্ধে সেই অপরাধ স্বীকার আদালতের বিবেচনাধীন।

প্র। এমত কতকগুলি স্থল উল্লেখ কর, যাহাতে মৃত কি অনুদ্দেশ্য ব্যক্তির উক্তি, অন্য ব্যক্তির পক্ষে বিরুদ্ধ প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে।

উ। কোন্ ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের লিখিত কি বাচনিক উক্তি করিয়া মরিলে কিম্বা অনুদ্দেশ্য কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইলে, অথবা অনেক সময় হরণ ও অর্থব্যয় না করিয়া তাহাকে উপস্থিত করাইতে পারা না গেলে, এবং আদালত বিষয় বুঝিয়া তত কালবিলম্ব ও তত অর্থ ব্যয় করা অযুক্তি জ্ঞান করিলে, ঐ ব্যক্তির উক্তি নিম্নলিখিত স্থলে প্রাসঙ্গিক হয়।

প্রথম। ৩২ ধারার ১ প্রকরণ, দ্রষ্টব্য।
দ্বিতীয়। ৩২ ধারার ২ প্রকরণ ঐ
তৃতীয়। ৩২ ধারার ৩ প্রকরণ ঐ
চতুর্থ। ৩২ ধারার ৪ প্রকরণ ঐ
পঞ্চম। ৩২ ধারার ৫ প্রকরণ ঐ
ষষ্ঠ। ৩২ ধারার ৬ প্রকরণ ঐ
সপ্তম। ৩২ ধারার ৭ প্রকরণ ঐ
অষ্টম। ৩২ ধারার ৮ প্রকরণ ঐ

প্র। ভূতপূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রদত্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পশ্চাৎ মোকদ্দমায় কোন্ কোন্ স্থলে এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় প্রাসঙ্গিক হইতে পারে?

উ। মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচার কালে কিম্বা যে ব্যক্তি আইন মতে সাক্ষ্য লইবার ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহার সম্মুখে কোন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে পরে মরিল কি অনুদ্দেশ্য হইল, কিম্বা সাক্ষ্য দিবার অক্ষম হইল কিম্বা বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা তাঁহাকে গোপনে

রাখা গেলে, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করিতে যতকাল বিলম্ব ও যত অর্থ ব্যয় হয়, মোকদ্দমার ভাব গতিক দৃষ্টে আদালতের বিবেচনায় তত কাল বিলম্ব ও তত অর্থ ব্যয় হওয়া অযুক্তি এই স্থলে ঐ সাক্ষ্যের যে বৃত্তান্ত ব্যক্ত হয় তাহার সত্যতার প্রমাণার্থে, সেই সাক্ষ্য পশ্চাৎ কোন মোকদ্দমায় বিচার কার্য্যের পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রাসঙ্গিক বলিয়া অনুমিত হয়।

কিন্তু উক্ত স্থলে যাহারা পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী ছিল, পশ্চাৎ মোকদ্দমায় তাহারাই কিম্বা স্বার্থ পক্ষে তাহাদের প্রতিনিধি বাদী প্রতিবাদী হওয়া এবং পূর্ব্ব মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর কূট পরীক্ষা করিবার স্বত্ব ও সুযোগ থাকা এবং পূর্ব্ব মোকদ্দমার ইস্যুতে যে যে প্রশ্ন হয় দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ভাবতঃ সেই সেই প্রশ্ন হওয়া আবশ্যক।

প্র। কোন ফৌজদারী ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তির কুচরিত্রের প্রমাণ প্রাসঙ্গিক কি না?

উ। ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৫৪ ধারা অনুসারে, যদি আদালতে মন্দ চরিত্রের প্রমাণ না হইয়া থাকে তবে সেই কুচরিত্র লোক, এই কথা অপ্রাসঙ্গিক।

প্র। আদালতে কোন্ কোন্ বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন?

উ। নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

প্রথম। ৫৭ ধারার ১ প্রকরণ।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি করিয়া যথাক্রমে ত্রয়োদশ প্রকরণ পর্য্যন্ত, লিখিতব্য।

প্র। মুখ্য ও গৌণ সাক্ষ্য কাহাকে কহে? গৌণ সাক্ষ্য

শব্দে কি কি বিষয় বুঝায় ও তাহা দ্বারা যে যে বিষয় প্রমাণ করা যায় তাহা লিখ।

উ। আদালতের দেখিবার জন্য দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহাই মুখ্য সাক্ষ্য। ব্যাখ্যা ১। ২ প্রকরণ।

(ক) যে বৃত্তান্ত, কোন দলীলের প্রতিলিপি অথবা বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায়, তাহার সেই প্রমাণকেই গৌণ সাক্ষ্য কহে।

(খ) গৌণ সাক্ষ্য শব্দে নিম্নলিখিত বিষয় বুঝায়।

প্রথম। নিম্নলিখিত বিধান মতে সার্টিফিকেট যুক্ত যে প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহা।

দ্বিতীয়। কোন যন্ত্র দ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায়, তাহা অবশ্য যথার্থ হইলে সেই যন্ত্র দ্বারা আসল পত্র দেখিয়া যে প্রতি-লিপি করা যায় তাহা এবং ঐ প্রতিলিপির সহিত অন্য যে প্রতিলিপি মিলে তাহা।

তৃতীয়। আসল পত্র হইতে যে প্রতিলিপি করা যায়, এবং আসল পত্রের সহিত যে প্রতিলিপি মিলে তাহা।

চতুর্থ। দলীল সংক্রান্ত যে ব্যক্তিরা দলীলের অনুলিপি সম্পাদন করেন নাই, তাঁহাদের বিপক্ষে ঐ অনুলিপি।

পঞ্চম। কোন ব্যক্তি নিজে কোন দলীল দেখিয়া তাহার মর্ম্মের যে বাচনিক বৃত্তান্ত কহেন তাহা।

(গ) নিম্নলিখিত বিষয় গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে ক হইতে জ প্রকরণ (সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৬৫ ধারা সমস্ত)।

প্র। গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবার জন্য, কোন্ কোন্ দলীলের নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নাই ?

উ। নিম্নলিখিত দলীলের নোটিস (notice) দেওয়ার প্রয়োজন নাই :—

প্রথম। যে দলীলের প্রমাণ করিতে হইবে সেই দলীলই নোটিস হইলে।

দ্বিতীয়। বিপক্ষ পক্ষের সেই দলীল উপস্থিত করিতেই হইবে, মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় বিপক্ষ অবশ্য ইহা জানিলে।

তৃতীয়। বিপক্ষ পক্ষ ব্যক্তি প্রতারণা বা বলক্রমে মূল পত্র হস্তগত করিয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে বা ইহার প্রমাণ হইলে।

চতুর্থ। মূল পত্র আদালতে বিপক্ষ পক্ষের কিম্বা তাহার মোক্তারের নিকট থাকিলে।

পঞ্চম। দলীল হারাইয়াছে বিপক্ষপক্ষ কিম্বা তাহার মোক্তার ইহার স্বীকার করিলে।

ষষ্ঠ। দলীল যাহার অধিকারে থাকে তাহার নিকট আদালতের পরওয়ানা পঁহুছিতে না পারিলে কিম্বা সে আদালতের পরওয়ানার অধীন না হইলে।

প্র। দলীল লিখিয়া দেওয়া এবং দলীলস্থ বিষয় কিরূপে প্রমাণ করিতে হয় ?

উ। নিম্নলিখিত মতে প্রমাণ করিতে হয়।

প্রথম। দলীল নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বলিয়া কিম্বা সম্পূর্ণ পত্র কি তাহার একাংশ কোন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া কথিত হইলে, ঐ স্বাক্ষর তাঁহারই এবং দলীলের যে

অংশ তাহার হস্ত লিখিত বলিয়া কথিত হয়, তাহা প্রকৃতই তাহার হস্তলিখিত ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। ৬৮ ধারা সমস্ত লিখিতব্য।

তৃতীয়। ৬৯ ধারা সমস্ত ঐ

চতুর্থ। ৭০ ধারা সমস্ত ঐ

পঞ্চম। ৭১ ধারা সমস্ত ঐ

ষষ্ঠ। ৭২ ধারা সমস্ত ঐ

সপ্তম। ৭৩ ধারা সমস্ত ঐ

প্র। কোন্ কোন্ দলীল সাধারণ স্বার্থের দলীল বলিয়া খ্যাত?

উ। নিম্নলিখিত দলীল সাধারণ স্বার্থের দলীল বলিয়া খ্যাত।

প্রথম। যে দলীল দেশাধিপতির কিম্বা রাজকীয় সমাজ দলের ও আদালতের কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শাসনাধীন অন্য দেশের কিম্বা ভিন্ন দেশের ব্যবস্থাপন্ন বা বিচার বা রাজকার্য্য সম্পাদন করণার্থ রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইন কি আইনের নিদর্শন হয়।

দ্বিতীয়। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সাধারণ ব্যক্তিদের দলীলের যে রেকর্ড (record) রাজকীয় কার্য্যালয়ে রাখা যায় তাহা।

প্র। সংশিত প্রতিলিপি কাহাকে কহে? তাহার ব্যাখ্যা কর লিখ।

উ। সাধারণ স্বার্থের যে লিপি, সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি করিবার স্বত্ব থাকে, সেই ব্যক্তি আইন মতে ফী (fee) দিয়া তাহার প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে ঐ দলীল রাজকীয় যে কার্য্যকারকের

সংরক্ষণে থাকে তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ দলীলের প্রতিলিপি দিবেন ও সেই প্রতিলিপি ঐ দলীলের কিম্বা বিষয় বিশেষের তদংশের যথার্থ প্রতিলিপি আছে, ঐ প্রতিলিপির তলভাগে, এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন ও উক্ত কার্য্যকারক সেই সার্টিফিকেটে তারিখ ও আপনার নাম ও পদের খ্যাতি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত কার্য্যকারক আইন মতে মোহর ব্যবহার করিতে পারিলে ঐ সার্টিফিকেটে তাঁহার মোহরে মোহরাঙ্কিত হইবে ও সার্টিফিকেট যুক্ত সেই প্রতিলিপি সংশিত প্রতিলিপি নামে খ্যাত হইবে।

ব্যাখ্যা। কোন কার্য্যকারকের পদ সংক্রান্ত কার্য্যের ধারা ক্রমে তিনি তদ্রূপ প্রতিলিপি দিবার সক্ষম হইলে এই ধারার অর্থমতে, সেই দলীল তাহারই রক্ষণে আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

প্র। কিরূপে রাজকীয় দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারে?

নিম্নলিখিত মতে রাজকীয় নিম্নলিখিত দলীলের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৭৮ ধারার, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রকরণ সমস্ত লিখিতে হইবে)।

প্র। কোন্ কোন্ স্থানে দলীল ঘটিত প্রমাণ জবানি প্রমাণকে বহিষ্কৃত করে?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে দলীল ঘটিত প্রমাণ জবানি প্রমাণকে বহিষ্কৃত করে।

প্রথম। চুক্তির নিয়ম কিম্বা সম্পত্তি দানের কিং প্রকারান্তরে নিরূপণের নিয়ম দলীলের ভাবাপন্ন করা গেলে এবং যে

যে স্থলে আইন অনুসারে কোন বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন সেই সেই স্থলে ঐ চুক্তির কি সম্পত্তি দানের কিম্বা অন্য নিরূপণের কি সেই বিষয়ের প্রমাণে ঐ দলীল ভিন্ন কি পূর্ব্ব লিখিত বিধানু মতে, গৌণ সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইলে ঐ দলীলের মর্ম্মের গৌণ সাক্ষ্য ভিন্ন কোন সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

দ্বিতীয়। কোন চুক্তি পত্রের কিম্বা সম্পত্তি দান পত্রের কি প্রকারান্তরে নিরূপণ পত্রের নিয়ম কি আইন মতে অন্য যে বিষয় দলীলের ভাবাপন্ন লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন, তাহার নিয়ম ইহার পূর্ব্ব ধারা মতে প্রমাণিত হইলে, সেই নিয়ম অস্বীকার কি পরিবর্ত্তন করিবার কি তাহাতে অধিক নিয়ম সংযোগ করিবার কি তাহা হইতে নিয়ম তুলিয়া ফেলিবার নিমিত্ত উক্ত নিদর্শন পত্রের উভয় পক্ষের কি স্বাথপক্ষে তাহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাচনিক কোন নিয়মের কি উক্তির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।

প্র। কোন্ কোন্ স্থলে দলীল ঘটিত প্রমাণ জবানি প্রমাণকে পরাস্ত করিতে অক্ষম?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে দলীল ঘটিত প্রমাণ জবানি প্রমাণকে পরাস্ত করিতে অক্ষম।

প্রথম। ৯২ ধারার ১ম উপবিধি লিখিতব্য।

দ্বিতীয়। ৯২ ধারার ২য় ঐ ঐ

তৃতীয়। ৯২ ধারার ৩য় ঐ ঐ

চতুর্থ। ৯২ ধারার ৪র্থ ঐ ঐ

পঞ্চম। ৯২ ধারার ৫ম ঐ ঐ

ষষ্ঠ। ৯২ ধারার ৬ষ্ঠ ঐ ঐ

প্র। দলীলের ভাষা অস্পষ্ট বা অসংলগ্ন হইলে, ঐ দলীলের অর্থ প্রকাশ বা অভাব পূরণের জন্য, দলীল বা তদ্বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উ। ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে দলীলগত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে না।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তি দলীলের ভাব পরিবর্ত্তনের করারের প্রমাণ দিতে পারিবে?

উ। দলীলে যে ভাবের কথা থাকে, তৎসমকালীন কোন নিয়ম দ্বারা ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, যাহারা ঐ দলীলের একপক্ষ নহে, কিম্বা স্বার্থ সম্বন্ধে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহারা উক্ত বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

প্র। প্রমাণের ভার কাহাকে কহে? সাধারণতঃ ঐ ভার কাহার প্রতি অর্পিত হয়?

উ। পক্ষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি, যে বিষয় প্রমাণ করিবার ইচ্ছা করেন এবং তাঁহার সেই প্রমাণ দেওয়ার বিষয়ে যে দায়িত্ব থাকে, তাহাকেই প্রমাণের ভার কহে।

(ক) সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০১ ধারা অনুসারে, সাধারণতঃ যিনি বিচার প্রার্থনা করেন প্রমাণের ভার তাঁহারই উপরে অর্পিত হয়।

প্র। কোন নিদর্শন পত্রের পাওনা টাকার জন্য, হরি, বলরামের নামে নালিশ করে, হরি তমসুক (Document) স্বীকার করিয়া কহে যে, প্রতারণা দ্বারা ঐ তমসুক লওয়া হইয়াছিল, এমত স্থলে কাহার উপর প্রমাণের ভার পড়িবে?

উ। ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০২ ধারা অনুসারে হরি, তমস্সুক প্রতারণা ক্রমে লইয়াছে বলায়, তাহার প্রমাণের ভার উক্ত হরির প্রতিই বর্ত্তিবে।

প্র। যে বৃত্তান্ত, কোন ব্যক্তির বিশেষ জানা আছে, তাহা প্রমাণ করিবার ভার কাহার প্রতি বর্ত্তে? তাহার একটী উদাহরণ দেও।

উ। কোন বৃত্তান্ত যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির জানা থাকে, তবে ঐ বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার ভার তাহার প্রতি বর্ত্তে।

উদাহরণ।

আনন্দ টিকেট না লইয়া রেলওয়ের গাড়ীতে চড়িয়া গিয়াছে এই অভিযোগ হইলে, সে টিকেট পাইয়াছিল, ইহার প্রমাণ করিবার ভার তাহারই প্রতি থাকে।

প্র। কোন্ কোন বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে আদালত অনুমান করিবেন?

উ নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত থাকার বিষয়ে আদালত অনুমান করিবেন।

প্রথম। ১১৪ ধারার ক, প্রকরণ, লিখিতব্য।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে ঝ, প্রকরণ পর্য্যন্ত লিখিতে হইবে।

প্র। কোন্ কোন্ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে সক্ষম? ব্যাখ্যা সহকারে লিখ।

উ। কোমল বয়স কিম্বা অত্যন্ত বার্দ্ধক্য কিম্বা শরীরের রোগ কি মনের বিকৃতি কিম্বা তাদৃশ অন্য কারণে কোন ব্যক্তি

আদালতের বিবেচনায় জিজ্ঞাসিত কথা বুঝিতে অক্ষম হইলে, কিম্বা সুবুদ্ধি মতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে, এমত ব্যক্তি সকলেই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম।

ব্যাখ্যা। ক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট যে প্রশ্ন করা যায়, ক্ষিপ্ত মনা প্রযুক্ত সে তাহা বুঝিতে ও সুবুদ্ধি মতে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না এমন স্থল ভিন্ন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিও সাক্ষ্য দিবার অক্ষম নহে।

প্র। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষ যোগ্য সাক্ষী হইতে পারে কি না?

উ। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১২০ ধারা অনুসারে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই যোগ্য সাক্ষী হইবে।

প্র। কোন্ ব্যক্তির লিখিত সাক্ষ্যও বাচনিক সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে?

উ। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২। ১ আইনের ১১৯ ধাবা অনুসারে মূক (বোবা) ব্যক্তির লিখিত সাক্ষ্য বাচনিক সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

প্র। কোন্ কোন্ বিষয়ের সাক্ষ্য কিরূপ প্রকার ব্যক্তির নিকট হইতে বল ক্রমে আদায় করা নিষেধ?

নিম্নলিখিত অবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বল ক্রমে সাক্ষ্য আদায় করা নিষেধ?

প্রথম। কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট আদালতে যদ্রূপ আচরণ করেন, কিম্বা আদালতে জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ অধিবিষ্ট হইয়া যে বিষয় অবগত হন, তদ্বিষয়ে তাহার নিকট কোন প্রশ্ন করা গেলে, তিনি যে আদালতের অধীন থাকেন সেই আদালত

হইতে বিশেষ আজ্ঞা না পাইলে, তাঁহার স্থানে বলক্রমে সেই প্রশ্নের উত্তর লওয়া যাইতে পারিবে না।

দ্বিতীয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় কিম্বা মোকদ্দমা ঘটিত যে ব্যাপারে স্ত্রীর বা স্বামীর বিপক্ষে স্বামীর বা স্ত্রীর কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, তদ্ভিন্ন স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহিত অবস্থায় পরস্পর যে কথা কহে, তাহা তাহাদের একতর ব্যক্তি দ্বারা বল ক্রমে প্রকাশ করাইতে পারা যাইবে না এবং যে ব্যক্তি ঐ কথা কহিল সে কিম্বা স্বার্থ পক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত সম্মত না হইলে তাহার প্রতি উক্ত কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি হইবে না।

তৃতীয়। রাজকীয় কার্য্য ক্রমে কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহা প্রকাশ করিলে যদি তদীয় বিবেচনায় সাধারণের স্বার্থের হানি হয়, তবে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের দ্বারা বল ক্রমে সেই কথা প্রচার করান যাইবে না।

চতুর্থ। কোন মাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের কর্ম্মকারক অপরাধ হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন, তাহা তাঁহার দ্বারা বলক্রমে প্রচার করান যাইতে পারিবে না।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমে সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১২৩। ১২৬। ১২৭। ১২৮। ১২৯। ১৩০। ১৩১ ধারা দ্রষ্টব্য।

প্র। কোন আইন সংক্রান্ত উপদেশ দাতা যদি সাক্ষ্য স্বরূপে এজাহার দেন তবে তিনি কি কি প্রশ্নের উত্তর দিতে অসম্মত হইতে পারিবেন এবং ঐ অধিকার তিনি কোন্ কোন্

স্থলে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের পক্ষে দাওয়া করিতে পারেন না ?

উ। নিম্নলিখিত স্থলে অসম্মত হইতে পারেন। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১২৬ ধারা অনুসারে আইন সংক্রান্ত উপদেশ দাতা, আইন সংক্রান্ত উপদেশ দাতা স্বরূপে, কার্য্য করণ কালে তাঁহার মওক্কেল যে কথা কহে, মওক্কেলের স্পষ্ট অনুমতি না হইলে, তিনি কস্মিন্‌কালে তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না এবং আপনার সেই কার্য্যক্রমে কিম্বা আপন পদের কার্য্যের উদ্দেশে কোন দলীলের মর্ম্মের কি অবস্থার বিষয়ে যাহা জ্ঞাত হন, তাহা প্রকাশ করিতে পাইবে না এবং আপনার উক্ত কার্য্য ক্রমে বা ঐ কার্য্যের উপলক্ষে মওক্কেলকে যে পরামর্শ দেন, তাহা প্রচার করিতে পাইবেন না।

(ক) নিম্নলিখিত কথা গোপন করিবার অনুমতি নাই।

প্রথম। বেআইনী কোন কার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশে, উক্ত প্রকারে যে কথা কহা যায় তাহা।

দ্বিতীয়। কোন ব্যারিষ্টার কি প্লীডার কি মোক্তার কি উকীল কোন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে পর যে বৃত্তান্ত দ্বারা কোন অপরাধ কি প্রতারণার কার্য্য হওয়া দৃষ্ট হয়, কার্য্যক্রমে এমত বৃত্তান্ত তাহার জ্ঞান গোচর হইলে তাহা।

প্র। হরি তাহার উকীলকে বলিলেন, আমি এই জাল প্রমিসরি নোট অবলম্বন করিয়া, গোপালের নামে নালিশ করিতে ইচ্ছা করি যদি গোপাল ঐ কথা প্রকাশ করিবার

নিমিত্ত উক্ত উকীলকে সাক্ষ্য মান্য করেন তিনি ঐ কথা প্রকাশ করিতে পারেন কি না?

উ। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৬ ধারার প্রথম প্রকরণ অনুসারে, উক্ত উকীলের সাক্ষ্য দেওয়ার সময় উক্ত কথা প্রকাশের বাধা নাই।

প্র। পরীক্ষা লইবার ক্রম লিখ; মুখ্য পরীক্ষা কূট পরীক্ষা এবং পুনঃ পরীক্ষার ব্যাখ্যা কর।

উ। প্রথমে সাক্ষীদের মুখ্য পরীক্ষা লওয়া যাইবে, পরে বিপক্ষ পক্ষের ইচ্ছা হইলে, তাহার কূট পরীক্ষা হইবে, যে পক্ষ তাহাকে আহ্বান করিল, তৎপশ্চাৎ তাহার ইচ্ছা থাকিলে, সাক্ষীর পুনঃ পরীক্ষা হইবে।

পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত ধরিয়া করিতে হইবে, কিন্তু মুখ্য পরীক্ষা কালে, সাক্ষী যে বৃত্তান্তের সাক্ষ্য দেয়, কূট পরীক্ষা কালে, সেই বৃত্তান্ত ভিন্ন অন্য বৃত্তান্তেরও সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিবে।

কূট পরীক্ষা কালে যে যে বিষয়ের উল্লেখ হয়, তাহার ব্যাখ্যা করণোদ্দেশে পুনঃ পরীক্ষা হইবে, পুনঃ পরীক্ষা কালে, আদালতের অনুমতি ক্রমে কোন নূতন বিষয় উপস্থিত করা গেলে, বিপক্ষ পক্ষ পুনরায় সেই বিষয় ধরিয়া কূট পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(ক) যে পক্ষ সাক্ষীকে আহ্বান করে, তাঁহার দ্বারা সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয়, তাহা মুখ্য পরীক্ষা বলা যায়।

(খ) বিপক্ষ পক্ষ দ্বারা ঐ সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয়, তাহা কূট পরীক্ষা কহা যায়।

(গ) যে ব্যক্তি সাক্ষীকে আহ্বান করে, কূট পরীক্ষার পর তাহার দ্বারা ঐ সাক্ষীর যে পরীক্ষা হয়, তাহা পুনঃ পরীক্ষা বলা যায়।

প্র। মুখ্য ছওয়াল বা উত্তর লক্ষ্য প্রশ্ন কাহাকে কহে? মুখ্য ছওয়াল কোন্ কোন্ স্থলে করা যাইতে পারে ও কোন্ কোন্ স্থলে তাঁহা করা যায় না?

উ। প্রশ্নকারী ব্যক্তি প্রশ্নের যে বিশেধ উত্তর পাইবার ইচ্ছা বা আশা রাখে প্রশ্ন দ্বারাই তাহা জানা গেলে তাহাকে উত্তর লক্ষ্য প্রশ্ন বা মুখ্য ছওয়াল বলা যায়।

(ক) নিম্নলিখিত স্থানে করা যাইতে পারে।

[১] কোন কথা উপস্থিত করণোদ্দেশ্যে যে বিষয় ব্যক্ত হয় সেই বিষয়ের কিম্বা অবিবাদীর বিষয়ের কিম্বা আদালতের বিবেচনায় যে বিষযের যথেষ্ট প্রমাণ হইল আদালত সেই সেই বিষয়ের উত্তর লক্ষ্য প্রশ্ন করিতে দিবেন।

[২] কূট পরীক্ষা কালে উত্তর লক্ষ্য প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

[৩] কোন সাক্ষীর পরীক্ষা হইতেছে এমন সময়ে তিনি যে চুক্তির কি সম্পত্তি দান কি নিরূপণের সাক্ষ্য দিতেছেন তাহা কোন দলীলে লেখা আছে কিনা তাহার নিকট এই প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

(খ) নিম্নলিখিত স্থানে করা যাইতে পারে না।

[১] উত্তর লক্ষ্য কোন প্রশ্ন বিষয়ে বিপক্ষ পক্ষের আপত্তি হইলে আদালতের অনুমতি বিনা মুখ্য পরীক্ষা বা পুনঃ পরীক্ষা কালে ঐ প্রশ্ন করা যাইবে না।

[২] সাক্ষী যে বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে তাহা যদি কোন দলীলে লেখা থাকে এই কথা স্বীকার করিলে কিম্বা যে কোন দলীলের মর্ম্ম বিষয়ে কোন কথা কহিতে উদ্যত হইলে ও আদালতের বিবেচনায় সে দলীল উপস্থিত করা কর্ত্তব্য হইলে সেই দলীল যত কাল উপস্থিত না করা যায় কিম্বা যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইলে সাক্ষীর আহ্বানকারী ব্যক্তির গৌণ সাক্ষ্য দিবার অধিকার হয়, ও যতকাল সেই বৃত্তান্তের প্রমাণ করা না যায় বিপক্ষ পক্ষ তত কাল ঐ সাক্ষ্য দেওনের আপত্তি করিতে পারিবেন।

প্র। ক্রূট পরীক্ষা কালে সাক্ষীকে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় প্রশ্ন ভিন্ন অন্য কি কি প্রশ্ন করা যাইতে পারে?

উ। নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

[১] যে যে প্রশ্ন দ্বারা তাহার সত্যবাদীতার পরীক্ষা হয়, কিম্বা,—

[২] সে কে ও সংসার পক্ষে তাহার কি অবস্থা আছে, ইহা জানা যাইতে পারে কিম্বা,—

[৩] তাহার চরিত্রের দোষ প্রকাশ করণ দ্বারা তাহার বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ জন্মাইতে পারে। সেই প্রশ্ন তাহাকে স্পষ্ট রূপে বা চক্রান্তে অপরাধী করিবার ভাবাপন্ন হইলে কিম্বা তদ্দারা তাহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইলে কিম্বা স্পষ্ট রূপে বা চক্রান্তে তাহার সেই দণ্ড হইবার সম্ভাবনার প্রবর্ত্তক হইলে তাহাকে ঐ প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে।

প্র। কোন্ কোন্ প্রকারের প্রমাণ দ্বারা সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করা যাইতে পারিবে?

উ। নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা সাক্ষীর বিশ্বাস যোগ্যতা ভঙ্গ করিতে পারা যাইবে।

(ক) আমরা পূর্ব্বাবধি এই সাক্ষীকে জানিয়া তাহাকে বিশ্বাসের অযোগ্য জ্ঞান করি এই সাক্ষ্য দায়িক ব্যক্তিদের দ্বারা।

(খ) সাক্ষীকে উৎকোচ দেওয়া গিয়াছে কিম্বা তাহাকে উৎকোচ দিবার প্রস্তাব হইলে সে গ্রাহ্য হইয়াছে কিম্বা সাক্ষ্য দিবার প্রবর্ত্তনা স্বরূপ অন্য কোন কুটিল কার্য্য হইয়াছে ইহার প্রমাণ করণ দ্বারা।

(গ) তাহার সাক্ষ্যের যে অংশ খণ্ডান যাইতে পারে সেই অংশ সহিত তাহার পূর্ব্ব যে উক্তি অসঙ্গত হয় সেই উক্তির প্রমাণ করণ দ্বারা।

(ঘ) কোন ব্যক্তির নামে বলাৎকারের কিম্বা বলাৎকার করিবার উদ্যোগের অভিযোগ হইলে স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

(ব্যাখ্যা) এক সাক্ষী অন্য সাক্ষীকে বিশ্বাসের অযোগ্য কহিলে যে মুখ্য পরীক্ষা কালে আপনার সেই জ্ঞানের হেতু জানাইতে আবদ্ধ নয় কিন্তু কূট পরীক্ষা কালে তাহাকে সেই হেতুর প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে ও তাহার উত্তর খণ্ডান যাইবে না মিথ্যা হইলে পশ্চাৎ তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের অভিযোগ হইতে পারিবে।

প্র। মাজিষ্ট্রেট বা পুলীস কর্ম্মচারী বা রাজ সংক্রান্ত কর্ম্মচারীকে জবানবন্দীকালে কি বিষয় বলিতে বাধ্য করা যাইবে না?

উ। কোন মাজিষ্ট্রেট বা পুলীস কর্ম্মচারী কোন অপরাধ

কৃত হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন তাহা তাঁহাকে বলিতে বাধ্য করা হইবে না এবং কোন রাজসংক্রান্ত কর্ম্মচারী কোন রাজসম্পর্কীয় অপরাধকৃত হওয়ার সন্ধান কোথায় পাইলেন তাহা তাহাকে বলিতে বাধ্য করা যাইবে না।

রসুম-বিষয়ক ১৮৭০। ৭ আইন।

(পূর্ব্বে সাধারণ বিভাগের ১ম পৃষ্ঠায় এই আইন সম্বন্ধে যে প্রশ্নোত্তর লেখা হইয়াছে তাহার প্রথমে এই ৫টী প্রশ্নোত্তর পাঠ করিলে ভাল হয়।)

প্র। নিম্নলিখিত মোকদ্দমার রসুম কিরূপে নিরূপণ করিতে হইবে?

(ক) ভরণ পোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির মোকদ্দমায়।

(খ) যে অস্থাবর সম্পত্তি বাজার দর করা যায়।

(গ) যাহার বাজার দর নাই এমত অস্থাবর সম্পত্তির নিমিত্ত।

(ঘ) ভূমি ও বাগানের অধিকার পাইবার মোকদ্দমা।

উ। (ক) ভরণ পোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির ও অন্য যে টাকা নিরূপিত সময়ান্তরে দেওয়া যায় তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে এক বৎসরের নিমিত্ত যত টাকার দাওয়া হয় ঐ মূল্য তাহার দশগুণ ধরিতে হইবে।

(খ) টাকা ভিন্ন অন্য যে অস্থাবর বিষয়ের বাজার দর করা যায় তাহার মোকদ্দমায় আবেদন পত্র উপস্থিত করিবার সময়ে বাজারে সেই বিষয়ের যে মূল্য হয় তদনুসারে।

(গ) যাহার বাজার দর নাই এমত অস্থাবর বিষয়ের নিমিত্ত,—

[১] আগম বিষয়ক লেখ্য প্রভৃতি যে অস্থাবর বিষয়ের বাজার দর নাই তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায়।

[২] সম্পত্তি সাধারণ পরিবারীয় বলিয়া তাহার অংশ পাইবার অধিকার প্রবল করণার্থ মোকদ্দমায়।

[৩] নির্দ্দেশ সূচক যে ডিক্রী কি আজ্ঞার ফল স্বরূপ উপকার প্রার্থনা হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমা।

[৪] নিষেধ সূচক আজ্ঞা প্রার্থনার্থ মোকদ্দমায়।

[৫] পথ প্রভৃতির নিমিত্ত।

[৬] এই আইনে যাহার অন্য বিধান হয় নাই ভূমি হইতে উৎপাদিত এমত উপকার পাইবার স্বত্ব নির্ণয়ার্থ মোকদ্দমায়।

[৭] হিসাবের নিমিত্ত মোকদ্দমায় আবেদন পত্রে কি আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রে যে মূল্য ব্যক্ত করিয়া উপকার প্রার্থনা হয় তদনুসারে।

[ঘ] ভূমি ও বাটীর ও বাগানের অধিকার পাইবার মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে ঐ মূল্য ধরিবার বিধি এই।

ভূমি হইলে।

[১] ঐ ভূমি গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক রাজস্বদায়ী সম্পূর্ণ মহাল কিম্বা মহালের নির্দ্দিষ্ট অংশ হইলে কিম্বা তদ্রূপ মহালের একাংশ হইয়া উক্ত প্রকারের রাজস্ব স্বতন্ত্র ধার্য্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কালেক্টরের রেজিষ্টরে লেখা গেলে সেই রাজস্ব স্থায়ীরূপে অবধারিত হইলে ঐ রাজস্বের দশগুণ।

[২] ভূমি গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক রাজস্ব দায়ী সম্পূর্ণ মহাল কিম্বা মহালের অবধারিত অংশ হইলে কিম্বা ঐ মহালের একাংশ হইয়া রেজিষ্টরীতে উক্ত প্রকারে লেখা গেলে ও সেই রাজস্ব অবধারিত কিন্তু চিরস্থায়ী নয় এমত স্থলে ঐ রাজস্বের পাঁচগুণ।

[৩] ভূমি তদ্রূপ রাজস্বদায়ী না হইলে কিম্বা অংশতঃ ঐ রাজস্ব হইতে কিম্বা ঐ রাজস্বের পরিবর্ত্তে তাহার উপর অবধারিত অল্প টাকা দাবী থাকিলে ও আবেদন পত্র উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে যে বৎসর গত হইল সেই বৎসরে ঐ ভূমি হইতে নিটলভ্য উৎপন্ন হইলে ঐ নিটলভ্যের পঞ্চদশ গুণ ধরিতে হইবে। কিন্তু নিটলভ্য উৎপন্ন না হইলে আদালত অনুরূপ প্রকারের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির মূল্য লক্ষ্য করিয়া ঐ ভূমির যে মূল্য নিরূপণ করেন তদনুসারে ধরা যাইবে।

(৬) ঐ ভূমি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দায়ী মহালের একাংশ হইলে ও সেই মহালের নির্দ্দিষ্ট অংশ না হইয়া উপরের লিখন মতে তাহার স্বতন্ত্র রাজস্ব ধার্য্য না হইলে ঐ ভূমির বাজার দর অনুসারে।

প্র। বোম্বাই দেশের গবর্ণর দ্বারা শাসিত প্রদেশে ভূমি ও বাগানের মূল্য ধরার নিয়ম কি?

উ। পরন্তু বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে ঐ ভূমির মূল্য ধরিবার এই বিধি।

(ক) ত্রিশ বৎসরের অনধিক কালের বন্দোবস্ত মতে ভূমি জভাগ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্পূর্ণ কর দিলে জরীপ অনুসারে যত টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে তাহার পাঁচগুণ।

(খ) ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিম্বা ত্রিশ বৎসর কালের বন্দোবস্ত মতে ভোগ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্পূর্ণ কর দিলে জরীপ অনুসারে যত টাকা কর। ধার্য্য হইয়াছে তাহার দশগুণ এবং—

(গ) জরীপ অনুসারে বার্ষিক যত টাকা কর ধার্য্য হয় যদি তাহার সমুদয় কি একাংশ ক্ষমা হইয়া থাকে তবে যে কর কিম্বা করের যে অংশ তদ্রূপে ক্ষমা হইল তাহার দশগুণের অতিরিক্ত এই উপবিধির (ক) অথবা বিষয় বিশেষে (খ) প্রকরণ মতে ঐ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা। ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি প্রজা রাজস্ব দায়ী যে কোন ভূমির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট পৃথক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেন কিম্বা পৃথক অঙ্গীকার পত্র না থাকিলে ও যাহার রাজস্ব স্বতন্ত্র ধার্য্য হইয়াছে এই ধারায় "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝায়।

বাটীর কি বাগানের নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে, ঐ বাটীর কি বাগানের বাজার দর অনুসারে।

ক্রয় করণের অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমায় যে ভূমির কি ঘরের কি বাগানের সম্পর্কে ঐ স্বত্বের দাওয়া হয় তাহার মূল্যানুসারে ঐ মূল্য এই ধারার ৫ প্রকরণ মতে নিরূপিত হইবে। ভূমির রাজস্বের আসৈনী স্বরূপ সম্পর্ক প্রাপনার্থ মোকদ্দমায় আবেদন পত্র উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে যে বৎসর গত হয় সেই বৎসরে তাহার খরচ বাদে নিট্‌লভ্যের পঞ্চদশ গুণ অনুসারে।

ক্রোকে অন্যথা করণার্থ ভূমির কিম্বা ভূমিগত কি রাজস্ব

সংক্রান্ত সম্পর্কের ক্রোক অন্যথা করিবার মোকদ্দমায় সেই ভূমি কি সম্পর্ক যত টাকার নিমিত্ত ক্রোক করা যায় তদনুসারে। কিন্তু সেই টাকা ভূমির কি সম্পর্কের মূল্যের অধিক হইলে ঐ ভূমি কি সম্পর্ক প্রাপ্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হওয়ার ন্যায় রসুম ধরিতে হইবে।

মুক্ত করণার্থ বন্ধকী সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত বন্ধক গ্রহীতার মোকদ্দমায়।

বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করণার্থ বন্ধক গ্রহীতার মোকদ্দমায় কিম্বা নিয়মাধীন বিক্রয় ক্রমে বন্ধক দেওয়া গেলে সেই বিক্রয় সিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করণার্থ মোকদ্দমায় বন্ধক পত্র দ্বারা মূল্য যত টাকা রক্ষিত হওয়ার কথা ব্যক্ত হয় তদনুসারে।

নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায় অর্থাৎ,—

(ক) বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়, যত টাকা দেওয়া যাইবে তদনুসারে।

(খ) বন্ধকের চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়, যত টাকা রক্ষিত হইবার নিয়ম হয় তদনুসারে।

(গ) পট্টার চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায় ফাইন কি প্রিমীয়ম অর্থাৎ পণ কি সেলামী দিবার নিয়ম হইলে তাহার সহিত মিয়াদের প্রথম বৎসর যত খাজানা দিবার নিয়ম হয় তাহার মোট টাকা অনুসারে ডিক্রীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায় বিবাদীয় টাকার কিম্বা সম্পত্তির মূল্যানুসারে।

প্র। বাজারের দর কি লভ্যের অন্যায় দর নিরূপণ হইলে কার্য্য প্রণালী কি?

উ। (ক) তদ্রূপ অনুসন্ধান করা গেলে সেই বাজার

নিটলভ্য অন্যায় নিরূপণ হইয়াছে আদালত ইহা জানিলে যদি অতিরিক্ত রসুম ধরা গিয়া থাকে তবে স্বীয় বিবেচনায় সেই অতিরিক্ত অংশ ফিরিয়া দিবেন, অথবা যদি অল্প ধরা গিয়াথাকে তবে ঐ বাজারদর নিটলভ্য ন্যায়মতে নিরূপণ হইলে বাদীর যত অধিক রসুম দিতে হইত তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন।

(খ) এমন স্থলে সেই অধিক রসুম না দেওন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে। আদালত যে সময় নিদ্ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ অধিক রসুম দেওয়া গেলে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইবে।

(গ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধি আইনের ১৮০ ধারায় পরিস্কার করিবার জন্য এই কথার পরে কিম্বা "সম্পত্তির বাজার দর" এই কথা এবং "খেসারতের টাকা" এই কথা কিম্বা "বৎসরের নিটলভ্য" এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে।

প্র। ওয়াশীলাত কি হিসাবের জন্য মোকদ্দমায় যত টাকার দাওয়া হয় তাহার অধিক ডিক্রী হইলে কার্য্য প্রণালী কি?

উ। ওয়াশীলাতের কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি ওয়াশীলাতের নিমিত্ত কিম্বা হিসাব পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমায় যত ওয়াশীলাতের দাওয়া হয় কিম্বা অর্থী প্রার্থিত উপকারের যে মূল্য ধরেন তদধিকের ডিক্রী হইলে মোকদ্দমায় সেই ডিক্রীর সম্পূর্ণ টাকা ধরা গেলে যত রসুম লাগিত ও যত দেওয়া গেল উপযুক্ত কার্য্যকারককে ইহার বিশেষ না দেওন পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী মত কার্য্য সাধন হইবে না।

ওয়াশী- লাতের টাকা যদি ডিক্রী সাধন কালে নিরূপণ করি-

বার নিয়ম হইয়া থাকে তবে তদ্রূপে যে ওয়াশীলাত নিরূপণ করা যায়, তাহা দাওয়া করা ওয়াশীলাতের অধিক হইলে তদ্রূপে নিরূপিত সমস্ত ওয়াশীলাত মোকদ্দমায় ধরা গেলে যত রসুম লাগিত ও যত দেওয়া গেল ইহার বিশেষ না দেওন পর্য্যন্ত ডিক্রী সাধন করিবার আর আর কার্য্য স্থগিত থাকিবে। আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ অধিক রসুম না দেওয়া গেলে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে।

প্র। কি কারণে রসুম ফিরিয়া পাইতে পাবা যায়?

উ। নিম্নলিখিত কারণে;—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের লিখিত কোন হেতুতে অধঃস্থ আদালত, কোন আপীল কি আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিলে যদি তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা হয়, কিম্বা মোকদ্দমাব আপীল হইয়া যদি ঐ আইনের ৩৫১ ধারার লিখিত কোন হেতুতে তাহা অধঃস্থ আদালতে দ্বিতীয় নিষ্পত্তি জন্য ফিরিয়া পাঠান যায়, তবে আপীলের মর্ম্মাত্মক পত্রের যত রসুম দিয়া থাকেন, আপীল আদালত আপীলাণ্টকে কালেক্টর সাহেবের স্থানে ঐ সমুদয় টাকা ফিরিয়া পাইবার অনুমতি সূচক সংশিত পত্র দিবেন; পরন্তু আপীল হইতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেলে ও ফিরিয়া পাঠাইবার সেই আজ্ঞা যদি মোকদ্দমা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিষয় সম্পর্কীয় না হয়, তবে বিবাদীয় বিষয়ের যে অংশ ফিরিয়া পাঠান গেল, সেই অংশের উপর আদৌ যত টাকা রসুম লাগিতে পারিত ঐ সংশিত পত্র ক্রমে আপীলাণ্ট তাহার অধিক ফিরিয়া পাইতে পারিবেন না।

সাধারণ বিভাগ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৬১ ধারা মত, বাকী খাজানা আমানত করিবার অনুমতির দরখাস্ত।

মোকাম চুয়াডাঙ্গার মুন্সেফী আদালত।

দরখাস্ত শ্রীআনন্দ মণ্ডল, সাং পার দুর্গাপুর, থানা আলম ডাঙ্গা, অত্র আদালতের এলাকাস্থ পরগণা রাজপুরের অধীন, তরফ হাসনপুরের অন্তর্গত মৌজে পার দুর্গাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ রায় মহাশয়ের জমিদারী সেরেস্তায় আমার নামে দশ বিঘা জমির কাত শালিয়ানা ১০৲ টাকার যে জমা লেখা যায়, ঐ জমার বর্ত্তমান সনের (১২৯৩) দরুণ দশ টাকা খাজানা এবং পথকর, পব্লিক্ ওয়ার্কসেস্ সমেত মোট ১০।/০ টাকা আমি উক্ত জমিদারের গোমস্তা শ্রীযুক্ত রামগতি বিশ্বাসের নিকট দিতে যাচমান থাকায় গোমস্তা মজ্কার তাহা না লওয়ায়, আমার উক্ত খাজানা আদালতে আমানত করা আবশ্যক। এ কারণ অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, উপরোক্ত ১০।/০ টাকা আমানতের হুকুম দিতে আজ্ঞা হয় ইতি। তারিখ ৩০ শে চৈত্র সন ১২৯৩ সাল।

সত্যপাঠ।

দরখাস্তকারী আমি, শ্রীআনন্দমণ্ডল, ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে, উপরোক্ত দরখাস্তে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য বলিয়া জানি, আর এই সত্য পাঠে অদ্য বেলা ১ টার সময় আদালতে বসিয়া আপন নামের গাঁয় ঢেরা সহী করিলাম ইতি। ৩০ শে চৈত্র ১২৯৩ সাল।

× শ্রীআনন্দ মণ্ডল

আইন।

নিম্নলিখিত আইন পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

পকেট ফৌজদারী আইন—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ ... ১।০

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন টীকা ও নজীর সম্বলিত শ্রীআশুতোষ বিশ্বাস এম, এ, বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট, ৪॥০।

মোক্তারেসুহৃদ্ অথবা পরীক্ষাকালাবধি প্রশ্ন তদ্বিস্তারিত উত্তর ও ব্যাখ্যা সহ সমগ্র মোক্তারী কোর্সের আবশ্যকীয় প্রশ্নোত্তর, রাধামাধব দাস মোহন্ত দ্বারা সঙ্কলিত ও নদীয়ার জজ্ কোর্টের প্রসিদ্ধ প্লীডার শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, দ্বারা সংবর্দ্ধিত ও বিশেষ প্রকারে সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ... ... ২৲

বহুল টীকা ও নজীর সহ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি অর্থাৎ ১৮৬০ সালের ৪৫ আইন। মূল্য ১।০ মাসুল।০।

যে সকল দণ্ডবিধি এ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই খানি সস্তা। পাঠকেরা ইহাতে অনেক নজীর টীকা ও উদাহরণ পাইবেন।

সটীক খাজনা বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৷৶০

মফস্বলস্থ ছোট আদালতের আইন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৭ সালের ৯ আইন ... বিজয়গোপাল বসু ... ।০

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন বিনোদবিহারী বসু উকীল ... ... [illegible]

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৭ সালের ৯ আইন, মফস্বলস্থ ছোট আদালতের আইন পার্ব্বতীচরণ মণ্ডল ... ।৶০

ব্যবস্থাকল্পদ্রুম—যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, ১॥০

পঞ্চায়ৎ কার্য্যবিধি, অর্থাৎ বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭০ সালের ৬ আইন, ১৮৮১ সালের ১ আইন ও ১৮৮৬ সালের ১ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়া, এখন যেরূপ প্রচলিত আছে, তাহার সারাংশ ও পঞ্চায়ৎ ও পল্লীগ্রামবাসীর জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সম্বন্ধে সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে উপদেশ—হাবড়ার সবডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বরদাদাস বসু প্রণীত ৵১০

ফৌজদারি নজীর সার সংগ্রহ, মাসুল সমেত ... ২।০

হিন্দু মহম্মদীয় আইন—রজনী বাবুর ... ... ১।০